ANECDOTES ON CHRISTIAN GRACES.

পবিত্র আত্মার ফল

অর্থাৎ

বিশ্বাস ও প্রেম ও নম্রশীলতা ও হিতৈষিতা প্রভৃতি

সদ্‌গুণের উদাহরণ সমূহ।

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FO
THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1856.

নির্ঘণ্ট।

১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস।

---

২ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম।

---

৩ অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা।

---

৪ অধ্যায়।

পবিত্র ভয় ও আদর।

---

৫ অধ্যায়।

নম্রশীলতা।

---

৬ অধ্যায়।

ক্ষমাশীলতা।

---

৭ অধ্যায়।

সাহস ও নির্ভয়তা।

---

৮ অধ্যায়।

হিতৈষিতা।

---

৯ অধ্যায়।

ভ্রাতৃপ্রেম।

---

১০ অধ্যায়।

ঈশ্বরেতে নির্ভর ও তাঁহার ইচ্ছাতে সন্তোষ।

---

১১ অধ্যায়।

পরকাল বিষয়ক প্রত্যাশা।

---

১২ অধ্যায়।

মরণকালে আনন্দ।

পবিত্র আত্মার ফল।

১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস।

১। এক নাবিকের বিবরণ।

কতক বৎসর হইল স্টুয়ার্ট নামে এক সাহেব আমেরিকা দেশীয় কোন যুদ্ধজাহাজের পৌরহিত্য পদে নিযুক্ত হইয়া সেই জাহাজে পাসিফিক মহাসাগরে স্থিত অনেক উপদ্বীপে বিশেষতঃ সাণ্ডুইচ নামক উপদ্বীপসমূহে গমন করিলেন। সেই জলযাত্রার বৃত্তান্ত তিনি যে পুস্তকে লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি কহেন যে আমেরিকাহইতে যাত্রা করণানন্তর দীর্ঘ সমুদ্রপথে গমন করণ সময়ে তিনি নাবিকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন, এবং সেই শ্রম যে নিষ্ফল নহে ইহার প্রমাণও পাইলেন। এক জন নাবিক শিক্ষা পাইয়া পরিত্রাণের বিষয়ে খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে খেদান্বিত ও পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষি আর এক নাবিকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে কহিল, পূর্ব্বে আমিও এই অবস্থাতে ছিলাম; বিশ্বাস কি, এবং কোথায় পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না; কিন্তু সম্প্রতি তাহা জানি, এবং বোধ

হয় আমার বিশ্বাস আছে; তথাচ বিশ্বাসের নির্ণয় ও তাহা পাইবার উপায় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া তোমাকে বলিতে পারিব কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেবল ইহা জানি যে মদ্যপানাদি প্রকাশ্য পাপক্রিয়া ত্যাগ করিলেই বিশ্বাস হয় না, আর ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ ও প্রার্থনা ও সদাচরণ করিলেই বিশ্বাস হয় না। এই সকল উত্তম বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা পূর্ব্বকালে কৃত পাপরূপ ঋণের পরিশোধ হয় না। তুমি যাহা২ করিয়াছ কিম্বা যাহা২ করিবা, তাহার কোন ক্রিয়াদ্বারা বিশ্বাস হয় না। খ্রীষ্ট যাহা করিয়াছেন তাহা সত্য জ্ঞান করিয়া তাহার উপরে নির্ভর করিলেই বিশ্বাস হয়। খ্রীষ্ট পাপের জন্যে আপন রক্ত ব্যয় করিয়া মরিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার অনুরোধে পাপ ত্যাগ করণপূর্ব্বক পাপবিমোচনের আশাতে ও অমর আত্মার পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষাতে খ্রীষ্টের অপেক্ষা করাই বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন আর কিছু নাই। ঐ অজ্ঞান নাবিক এই গুরুতর প্রসঙ্গের যে সহজ ও শাস্ত্রসম্মত বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা উত্তম বর্ণনা কোন্ বিদ্বান্ লোক করিতে পারেন?

২। মালাবার দেশীয় এক জন সন্ন্যাসির বিবরণ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রতীরকে মালাবার দেশ বলা যায়। সেই দেশ নিবাসি এক দীন দুঃখি মনুষ্য

আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণের উপায় জানিবার নি- মিত্তে অনেক ২ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সমীপে গিয়া- ছিল। শেষে তাহারা তাহাকে ছিন্নাগ্র প্রেকবিশিষ্ট পা- দুকা পায়ে দিয়া আড়াই শত ক্রোশ দূরবর্ত্তি কোন তীর্থ- স্থানে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিল; তথাপি বলিল, যদি রক্তস্রাবজন্য দৌর্ব্বল্য কিম্বা ক্লান্তি প্রযুক্ত পথে বিশ্রাম করা আবশ্যক বোধ হয়, তবে আরোগ্য ও সবল হওন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে পারিবা। তদনুসারে যাত্রা করিয়া এক দিবস অন্যান্য অনেক লোকের সহিত কোন বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিলে এক জন পাদরী সাহেব তথায় আসিয়া তাহার কর্ণগোচরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশের সার এই শাস্ত্রীয় বচন; যথা, "যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে।" ১ যোহন ১; ৭। ঐ পাদরী সাহেবের এমত উপদেশ শ্রবণকালে উক্ত যাত্রী হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া যন্ত্রণা- দায়ক পাদুকা দূরে ক্ষেপণ করিয়া বলিল, ইহাতে আমার আর কি প্রয়োজন? ঐ সাহেবের বাক্যেতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তদবধি খ্রীষ্টের রক্ত সকল পাপহইতে পরিষ্কার করে, তাহার এক জন প্রকৃত সাক্ষী সেই ব্যক্তি হইল।

৩। এক জন খেদান্বিত খ্রীষ্টিয়ানের কথা।

এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টাতে ব্যাকুল হইয়া আপন উপদেশকের নিকটে

গিয়া সকল সন্দেহ তাঁহাকে জানাইল, বিশেষতঃ তাঁ-হাকে কহিল, আমার অপরাধ অত্যন্ত ভারী, ক্ষমা পা-ইবার সম্ভাবনা নাই, এমত বোধ করাতে অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম; অনন্তর এই বিষয়ে ভাবনা করি-তে২ "যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমা-দিগকে পরিষ্কৃত করে," এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বচন মনে পড়িলে তাহাতেই দৃঢ় নির্ভর করিবাতে আমার ভয় গেল। ইহা শুনিয়া উপদেশক তাহাকে বলিলেন, ইহাই সত্য বিশ্বাস। অতএব তাহার তত্ত্ব জানিতে আর ব্যস্ত হইও না।

৪। আফ্রিকা দেশীয় এক জন ক্রীত দাসের বিবরণ।

পূর্ব্বকালে আমেরিকা দেশস্থ ইউরপীয় ধনি লোকেরা আফ্রিকা মহাদ্বীপহইতে আনীত দাসদিগকে পশুর ন্যায় ক্রয় করিয়া রাখিত, এবং কোন২ অঞ্চলে সেই রীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সেই সকল দাসদের অবস্থা কঠিন ছিল, কেননা তাহাদের কর্ত্তারা তাহাদের প্রতি অতি দুরন্ত ব্যবহার করিত। পরে ইউরপহইতে সুস-মাচার প্রচারকগণ তাহাদের নিকটে প্রেরিত হইলে সেই দুঃখি লোকদের মধ্যে অনেকে চেতনা পাইয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন করিল। তাহা-দের মধ্যে এক জন আপন মনঃপরিবর্ত্তনের বিবরণ কহি-য়াছে, যথা, এক দিন রবিবার আমি অনেকানেক দাসের সঙ্গে সিরাসনে বসিয়া তামাক ও মদ্য খাইতেছিলাম,

এমত সময়ে হঠাৎ দেখিলাম যে অনেক২ হাপসি শীঘ্র দৌড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে "পাদরী২" বলিয়া এক নারিকেল বৃক্ষ তলে একত্র হইতেছে। তাহাতে আমরা নূতন প্রকার বন্য পশু ভাবিয়া শিকারার্থে ধনুর্ব্বাণ লইয়া তথায় চলিলাম। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, কাল রঙ্গের বস্ত্র পরিহিত এক জন সাহেব মঞ্চের ন্যায় উচ্চ প্রস্তরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে হাঁটু গাড়, আমি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করি। তাহাতে আমরা সকলে ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িলে তিনি এই রূপ প্রার্থনা করিলেন, "পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অবলোকন করুন, কারণ আমরা দীন হীন পাপি লোক, তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার আকাঙ্খাতে একত্র হইয়াছি; এবং আমরা যেন ধর্ম্মপুস্তক বুঝিতে পারি, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন করুন।" তৎপরে তিনি এক পুস্তক খুলিয়া বলিলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবা। তদনন্তর দয়াময় ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে অনেক২ কথা বলিলেন, অর্থাৎ তিনি স্বর্গীয় মহিমা ত্যাগ করিয়া এই জগতে আসিয়া পাপিষ্ঠ লোক যে আমরা, আমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করত আপন রক্ত ব্যয় করিয়া মরিলেন; আর তিনি পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করিতেন, ও খঞ্জদিগকে চলৎশক্তি দিতেন, ও অন্ধদিগকে চক্ষু দান করিতেন, এবং মৃত লোকদিগকে প্রাণ দিতেন; এই সকলের বর্ণনা করিলেন। এই কথা শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম, কারণ আমার বৃদ্ধা মাতা পীড়া-

গ্রস্তা ছিল, অতএব আমি মনে২ ভাবিতে লাগিলাম, কি জানি, ইনি তাহাকে ভাল করিবেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, তোমরা পাপ রোগে রোগগ্রস্ত এবং শত২ দোষরূপ ক্ষত ও কালশিরাতে ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলে তিনি তোমাদিগকে ভাল করিবেন। তিনি আরও বলিলেন, তোমরা পারমার্থিকরূপে খঞ্জ, যেহেতুক তোমাদের চরণ বিপথে উছোট খাইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্ট সত্য ও জীবনরূপ পথ। তোমরা পাপে ও অপরাধে মৃতবৎ আছ, কিন্তু তিনি এই মৃত্যুর অবস্থাহইতে তোমাদিগকে জাগ্রৎ করিয়া পবিত্র স্বভাবস্বরূপ নূতন জীবন দিতে পারেন। তদনন্তর আরও বলিলেন, যাহারা শিকারাদি কর্ম্মে কিম্বা মদ্যপানাদি সুখভোগে প্রভুর দিন অর্থাৎ রবিবার যাপন করে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে; এবং তোমরা যদি এই রূপ পাপেতে মগ্ন হইয়া থাক, তবে নিতান্ত বিনষ্ট হইবা। তদনন্তর অন্তঃকরণে যে সকল কুচিন্তা স্থান পায়, বিশেষতঃ কেহ আমাদের প্রতি অন্যায় করিলে যে দারুণ হিংসাভাব জন্মে, তাহার বর্ণনা তিনি করিতে লাগিলেন। তখন কোন লোক আমার সমস্ত পাপ পাদরী সাহেবকে জ্ঞাত করিয়া থাকিবে, আমি এমত ভাবিতে লাগিলাম, কারণ তিনি কেবল আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আমার এমন বোধ হইল। অতএব আমি পলায়ন করিব, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু পাছে তিনি আমার পশ্চাৎ দৌড়িয়া আমাকে ধরিয়া আমার দণ্ড নিরূপণ করেন, এই ভয়েতে চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার কারণ এই, আমাদের কর্ম্মা-

ধ্যক্ষ পূর্ব্বে আমার প্রতি মহা দৌরাত্ম্য করাতে আমি এক দিন ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনে তাঁহার গন্তব্য পথের ধারে বসিয়া তাঁহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বাণ মারিয়াছিলাম; কিন্তু সেই বাণ তাঁহার বুকে না লাগিয়া পায়ে বিদ্ধ হইয়া থাকিল; তাহাতে তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত খঞ্জ ছিলেন, কিন্তু এ প্রকার কর্ম্ম কে করিল তাহা কখন জানিতে পারিলেন না। ঐ পাদরী সাহেব তাহা দেখেন নাই; ইহা আমি নিশ্চয় জ্ঞাত ছিলাম; অতএব পরমেশ্বর আ- পনি তাঁহাকে ঐ ঘটনা জানাইয়া থাকিবেন, এমন অনু- ভব করিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; আমি কি করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তদনন্তর তিনি কহিলেন, যীশু খ্রীষ্ট অত্যন্ত দুষ্ট লোকের জন্যেও মরিলেন। এবং কৃষ্ণ- বর্ণ কি গৌরবর্ণ এবং দাস কি মুক্ত, যে কোন দুরাচার লোক হউক, মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলে সকলে পরিত্রাণ পাইবে। তাহাতে আহ্লাদ- প্রযুক্ত আমার হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল; এবং আমি নেত্রজলাভিষিক্ত বদনে চেঁচাইয়া কহিলাম, আহা২! আমি মহাপাপী, কিন্তু আমার নিমিত্তেও যীশু প্রাণ দিলেন। পরে আমি দণ্ডবৎ হইয়া ক্ষণেক কাল প্রার্থনা করিলাম, অনন্তর ঘরে গিয়া পিতা মাতাকে কহিলাম, হিতৈষি ইংরাজ লোকেরা আমাদের কাছে দয়াবান এক জন উপদেশক পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন আমার বৃদ্ধা মাতা অতিশয় পীড়িতা ছিলেন; অতএব উপদেশকের মুখে ত্রাণকর্ত্তার কথা শুনিবার আশাতে তাঁহাকে দে-

খিতে বাঞ্ছা করিলেন, যেহেতুক তিনি মরণ সময় নিকট জ্ঞান করাতে ভাবি বিচারদিনের ভয় প্রযুক্ত কম্পিতা ছিলেন। পর রবিবারে ঘোষণার পরে আমি উপদেশকের নিকটে গিয়া, আমার মাতা মৃতকল্পা, আপনি আসিয়া তাঁহার পরিত্রাণের নিমিত্তে প্রার্থনা করেন, এই তাঁহার দৃঢ় বাঞ্ছা, এই কথা সাহসপূর্ব্বক কহিলাম। তদনন্তর উপদেশক পথ দেখাইতে আজ্ঞা করিয়া আমার সঙ্গে আইলেন। পথের মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, পাপিদের জন্যে যিনি প্রাণ দিয়াছেন, সেই ত্রাণকর্ত্তাকে কি তুমি প্রেম কর? আমি বলিলাম, হাঁ সাহেব, কারণ যদ্যপি আমি পাপী ও অনন্ত নরকের যোগ্য, তথাপি তিনি আমাকে প্রথমে প্রেম করিলেন, এই জন্যে তাঁহাকে প্রেম করি; এবং তাঁহার সন্নিধানে গেলে অত্যন্ত দুরাচার যে ব্যক্তি সেও রক্ষা পাইবে, এই কথা আপনি আমাকে বলিয়াছেন, সেই জন্যে আপনাকেও প্রেম করি। তখন তিনি বলিলেন, যদি ত্রাণকর্ত্তাকে প্রেম কর, তবে তাঁহার পুস্তকে যে সকল আজ্ঞা লিখিত আছে, তাহা পালন করিয়া মন্দ আচরণ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার সেবা করিতে অবশ্য তোমার বাঞ্ছা হইবে। তাহাতে আমি বলিলাম, আমি বিশ্রামবারকে আর তুচ্ছ না করিয়া সত্যরূপে পালন করিব। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, লেখা পড়া জানিতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না? আমি বলিলাম, হাঁ, সাহেব; কিন্তু আমাকে শিক্ষা দেয় এমন লোক নাই। তাহাতে সেই প্রিয় সাহেব আমাকে বলিলেন, তুমি প্রতি

রবিবারে আমার ঘরে যাইও; তোমাকে শিক্ষা দিতে আমার অবকাশ নাই, কিন্তু আমার মেম সাহেব তোমাকে শিখাইবেন। যখন ভালরূপে পড়িতে পারিবা, তখন আমি তোমাকে ত্রাণকর্ত্তার প্রসঙ্গ সম্বলিত একখানি ধর্ম্মপুস্তক দিব। এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।

৫। তামস উয়েডরেল।

ইংলণ্ড দেশীয় রাবর্ট জনসন নামক এক জন ধর্ম্মোপদেশক লিখেন, আমার বাসস্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি কোন গ্রামে তামস উয়েডরেল নামে এক জন ধার্ম্মিক লোক বাস করিতেন; বিংশতি বৎসর হইল তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা ছিল। এক দিন আমি তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে ঐ গ্রামে গেলাম। পরে নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমি তোমার পুরাতন মিত্র, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলাম। আমি না পৌঁছিতে পাছে তুমি স্বর্গে গমন কর, আমার এমন ভাবনা ছিল। তিনি উত্তর করিলেন, ও মহাশয়, বোধ হয়, আমি কখন স্বর্গে যাইতে পাইব না; কারণ আমি পথ হারাইয়াছি। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিত্রাণ বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল; এই ক্ষণে বাধা পাইয়াছি, এবং অন্য লোকদের বাধাস্বরূপ হইয়াছি। ইহাতে আমি কহিলাম, তোমার এই রূপ কুস্বভাব হইয়াছে, ইহাতে আমি দুঃখিত আছি; অতএব আমার এখানে

থাকা নিষ্প্রয়োজন; বুঝি তুমি দুরাচার হইয়া সাংসারিক লোকের সঙ্গ ভাল বাস। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, এমত নয় ২, আমি তাহাদিগের সঙ্গ সহ্য করিতে পারি না। আমি বলিলাম, সে ভাল, ইহাতে তুমি নিশ্চয় জানিতে পার, যে যাহাদিগের সঙ্গ ও ক্রিয়া তোমার এমত ঘৃণার্হ বোধ হয়, তাহাদের সঙ্গে বাস করণার্থে পরমেশ্বর তোমাকে কখন নরকে নিক্ষেপ করিবেন না। আমার এই রূপ বাক্যেতে তিনি অতি চমৎকৃত হইলেন। পরে আমি আরও বলিলাম, হে বন্ধো, অনুগ্রহ করিয়া তোমার দুঃখের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বল। তাহাতে তিনি বলিলেন, কিছু দিন হইল আমি পক্ষাঘাতী হইয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলাম, তৎকালে আমার মন ঈশ্বরেতে আহ্লাদিত ছিল। সকলে বোধ করিল যে ইনি মরিবেন, এবং আমিও সেই প্রকার ভাবিতেছিলাম, এবং মৃত্যুর অপেক্ষাতে সুস্থির ও আনন্দে প্রফুল্ল ছিলাম। পরে সকলের আশার বিপরীত হইল, অর্থাৎ আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইতস্ততো বেড়াইতে লাগিলাম; পরন্তু দৌর্ব্বল্য বশতঃ কোন কর্ম্ম করিতে পারিলাম না। আমার বিবাহ কখন হয় নাই, এবং আমি পরিশ্রমদ্বারা ন্যূনাধিক এক সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম; তথাপি পীড়ার কালে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল, কি জানি, বহুকাল এই দৌর্ব্বল্যাবস্থায় থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমার সকল টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে, সুতরাং আমি বন্ধু বান্ধবগণের গলগ্রহ হইব। এই রূপ চিন্তা করাতে আমার অন্তরে

ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ও আপন ভাবি অবস্থা বিষয়ক সন্দেহ ও ভয় উপস্থিত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা আমি পবিত্র আত্মাকে বিরক্ত করিয়াছি, এই জন্যে প্রভু আমাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহাতে আমি ক্ষুণ্ণমনা এবং নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারে মগ্ন হইলাম। বন্ধুর এই প্রকার কথা সমাপ্ত হইলে আমি বলিলাম, হে ভাই, আমি তোমার দশা বুঝিলাম; তোমার শরীরের ন্যায় মনও পীড়িত হইয়াছে; এবং তোমার এমত দৌর্ব্বল্য দেখিয়া শয়তান তোমাকে ব্যাকুল করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। তোমার দুর্গতি প্রযুক্ত তুমি তাহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে ও তাহাকে দৃঢ়রূপে প্রতিরোধ করিতে পার না, কারণ সে তোমাহইতে চতুর ও বলবান। সে যাহা হউক, এখন তুমি পরমেশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ কর। যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তিনি অবিলম্বে তোমার শত্রুকে দমন করিবেন। এখন তুমি শিথিল তারযুক্ত বেহালা যন্ত্রস্বরূপ। সেই বেহালা বাজাইলে মধুর স্বর নির্গত হয় না, ইহাতে বেহালার অন্য দোষ নাই; কেবল তার সকল শিথিল হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া তিনি অতিশয় ব্যগ্রতাপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি কি যথার্থ এই রূপ বিচার কর? আমি বলিলাম, অবশ্য; আর আমার কথা যথার্থ, তাহা নিশ্চয় জানি। পরমেশ্বর তোমাকে আর কৃপা না করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তুমি মনে ভাবিতেছ, কিন্তু তাহার অদ্বিতীয় কারণ এই যে তোমার শরীর ও মন পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়াছে। তুমি ত্রাণকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি-

পাত কর; তিনি যে দুঃখভোগ ও পরীক্ষা সহ্য করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত পরীক্ষিতদিগের উপকার করিতে পারেন। এই বিপদের সময়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্য তোমাকে পরিত্রাণ করিবেন, তাহাতে তুমি তাঁহার প্রশংসা করিবা। তৎপরে আমরা একত্র প্রার্থনা করিলে তিনি বিলক্ষণ আশ্বাস পাইলেন; এবং অল্প দিবস পরে আন্তরিক ভয়হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইয়া বিশ্বাসদ্বারা আহ্লাদ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে সন্তুষ্টমনা ও সুস্থশরীর হওয়াতে আপনার বাসস্থানহইতে ইয়র্ক নগরে আমার কাছে আসিতে ইচ্ছা করিলেন; কেননা পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানাইতে তাঁহার বাঞ্ছা ছিল। অতএব এক দিন প্রাতঃকালে তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ রুটী খাইয়া ঘরের লোকদিগকে বলিলেন, আহার প্রস্তুত হইলে আমাকে ডাকিও। এই আজ্ঞানুসারে কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহারা তাঁহাকে ডাকিল, পরে কোন উত্তর না পাওয়াতে তাঁহার শয়নাগারে উঠিয়া গিয়া দেখিল, তিনি শয্যার উপরে আপনার সম্মুখে একখান খোলা ধর্ম্মপুস্তক রাখিয়া আপনি শয্যার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া অবাক্ ও মৃতকল্প হইয়াছেন। এই রূপে তিনি ইয়র্ক নগরে গমনের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের উদ্যানের দিগে, অর্থাৎ যে স্থানে পীড়া ও ক্লেশ ও দুঃখ নাই, সেই স্বর্গপুরে গমন করিলেন।

৬। দক্ষিণ আফ্রিকাদেশীয় খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগের বিষয়।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটীদ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকাদেশীয় লোকদের যে উপকার হয়, তাহার বিবরণ অনেক বার প্রকাশিত হইয়াছে। এই পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্তদ্বারা আরো জানা যায়।

এক জন মিশনরির সহিত দেশ ভ্রমণ কালে আমরা এক দিবস সন্ধ্যাকালে বেথেল্‌সদর্প নামক গ্রামহইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তি কোন নির্জন স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে এক জন বৃদ্ধ দাসের গৃহ ছিল। সে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক জন ভূম্যধিকারি কর্ত্তৃক ভূমির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিল। আমরা কোন বৃক্ষের তলে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া ঊর্দ্ধ্বে তারাগণশোভিত নভোমণ্ডলের দর্শনে ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাতে নিমগ্ন ছিলাম, ইতিমধ্যে ঐ দাস আপন পরিবার ও প্রতিবাসি কএক জন হটেণ্টট লোককে সঙ্গে লইয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়া বসিল; কারণ তাহারা মিশনরির উপদেশ বাক্য শুনিয়া তাঁহার সহিত প্রার্থনা করিতে পারিবে, এমত ভরসা করিল। অন্যান্য সময়ে তাহারা প্রতি দিন আপনাদিগের মধ্যে প্রার্থনা করিত। আমাদের মধ্যে হটেণ্টট জাতীয় কএক জন ছিল, তাহারা শুদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত দ্বাদশ জন একত্র হইলে আমরা পাদরী সাহেবের সাহায্যে তাহাদের সহিত অনেক

কথোপকথন করিলাম; এবং তাহাদের সহিত এমত অনপেক্ষিত রূপে কথাবার্ত্তা করণের যে সুযোগ পাই-লাম, তদ্দ্বারা তাহাদের জ্ঞান ও স্বভাব অবগত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।

ঐ বৃদ্ধ দাসের কাফ্রিজাতীয়া স্ত্রী আমাদিগকে কহিল, পূর্ব্বে বেথেল্সদর্প নিবাসি কএক জন হটেণ্টট মধ্যে ২ এই স্থানে আসিত, তাহাদের কাছে আমি প্রথমে ধর্ম্ম বিষয়ক কোন ২ কথা শুনিয়াছিলাম, এবং তাহাদের সাহায্যে ওলোন্দাজি ভাসাতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়াছিলাম। তৎপরে আমি অধিক শিক্ষা পাইবার নিমিত্তে কএক বার তাহাদের ঐ গ্রামে গিয়া দুই এক মাস অবস্থিতি করিয়াছি। প্রথমে ধর্ম্মবিষয়ক কথা শুনিলে আমার প্রলাপমাত্র বোধ হইয়াছিল। পরে যাহারা আপন ২ পাপ স্বীকার পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা চাহিত, তাহাদিগের শোক ও অশ্রুপাত দেখিলে আমি যে তাহাদের অপেক্ষা উত্তম নহি, এমত চেতনা পাইলাম, এই জন্যে তাহাদের নিকটে ধর্ম্মজ্ঞানের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তদনন্তর আমি আপনাকে পাপিষ্ঠা জ্ঞান করিলে, যীশু পাপি লোকদিগের ত্রাণকর্ত্তা, এই সমাচার ঐ হটেণ্টট লোকদের কাছে পাইবামাত্র পাপের মোচন এবং ঈশ্বরীয় বাক্যের অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে উদ্যোগিনী হইলাম। তাহাতে ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের বিষয়ে আমার মনে যে প্রত্যাশার উদয় হইল, তাহা অদ্যাপি আমাকে ত্যাগ করে নাই।

প্রভুভক্তা এই নম্রশীলা স্ত্রী আপনার স্বীকৃত ধর্ম্মের

গুণে কএক বৎসরাবধি প্রত্যহ আপন সন্তানদিগকে ও চতুর্দ্দিক্‌স্থ লোকদিগকে জ্ঞান প্রদান করিত। বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে এবং গোপনে কিম্বা বন্ধু বান্ধবদের সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে শিক্ষা দিত।

তাহার স্বামির মনঃপরিবর্ত্তন প্রায় সেই রূপ হইয়াছিল। এক দল হটেণ্টট সৈন্য বেথেল্‌সদর্পহইতে কেপ নগরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে ও আপন২ পাপ স্বীকার করিতে শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া আপন কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসিল, উহারা কি প্রকার লোক? তাহাতে তাহার ধর্ম্মবিহীন কর্ত্তা বলিল, উহারা পাগল। এমন উত্তর পাইলেও তাহার মনে এই চিন্তা জন্মিল, যে অন্যান্য লোকদের আচরণহইতে আমার আচরণ ভিন্ন নয়; অতএব উহারা যদি দোষী হয়, তবে আমিও দোষী আছি। ঐ সকল লোক যদি প্রার্থনা করে, তবে আমি কেন করিব না? তাহারা সন্ধ্যাতে শিবিরহইতে কিঞ্চিৎ দূরে ভিন্ন২ ঝোপে গিয়া প্রত্যেকে গোপনে প্রার্থনা করিত, তাহাতে একাকী শিবিরে থাকিতে লজ্জা বোধ হওয়াতে সে সামান্য রীতি পালনের মত তাহাদের ন্যায় ঝোপে গিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। অল্প দিবস পরে সে আন্তরিক চৈতন্য পাইয়া উদ্‌যোগ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে চেষ্টা করিয়া এই অল্প কথা কহিতে লাগিল, হে প্রভো, আমার সাহায্য কর। তৎপরে সে অবকাশমতে বেথেল্‌সদর্পে শিক্ষা করণ ও খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের সহিত কথোপকথনদ্বারা ক্রমে২ ধর্ম্মেতে

বৃদ্ধি পাইল। তদবধি কিছু কাল পর্য্যন্ত তাহার কর্ত্তা তাহার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার বিশ্বস্ততা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে স্বেচ্ছানুসারে আচরণ করিতে দিলেন।

পরে যে এক জন হটেণ্টট বেথেল্‌সদর্পহইতে আমাদের সহিত আসিয়া আমাদের শকট চালাইয়াছিল, তাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি পরিত্রাণ কিসে পাওয়া যায়? তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল, নিরন্তর যীশুর চরণে শরণ লইয়া থাকিলে আমি অবশ্য পরিত্রাণ পাইব। তদনন্তর সে নম্রতা পূর্ব্বক আপনার মনঃপরিবর্ত্তনেরও ধর্ম্মবৃদ্ধির বিবরণ আমাদিগকে জানাইল, তাহাতে তাহার সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান প্রকাশ পাইল।

সেই ব্যক্তির পার্শ্বে এক বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রি বসিয়াছিল; সে ঐ মণ্ডলীর এক জন পরিচারক। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, বল দেখি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জ্ঞাত হওয়াতে হটেণ্টট লোকদের কি লাভ হইয়াছে? সে বলিল, এ বিষয়ে আমি যাহা জানি, তাহা বলি, শুনুন। পূর্ব্বে আমি ঈশ্বরহীন ও ভরসাহীন হইয়া কাল যাপন করিতাম; সেই অবস্থাতে যদি মরিতাম, তবে আমার সর্ব্বনাশ হইত। সম্প্রতি আমার অটল ভরসা আছে, তদ্দ্বারা মরণকালেও সান্ত্বনা পাইব। আর আমার ন্যায় অন্যান্য অনেক লোকের সেই রূপ আশা হইয়াছে। অতএব ঈশ্বর আমাদিগকে এত কাল পর্য্যন্ত জীবৎ রাখিয়া এই জ্ঞান দিয়াছেন, এই জন্যে তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদিগের উচিত।

কিছু কাল এই রূপ আলাপ হইলে পর ঐ পাদরী সাহেব এক গীত পাঠ করিলে তত্রস্থ লোক সকল অন্তঃকরণের সহিত গান করিতে লাগিল। তদনন্তর পাদরী সাহেব উপদেশ দিলে তাহারা মনোযোগ ও আনন্দ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। পরে প্রার্থনা করণ সময়ে সকলে হাঁটু পাতিয়া দয়াবান পিতার নিকটে আপনাদের প্রার্থনীয় নিবেদন করিল। পরে আর এক গান করিয়া নিরস্ত হইল। তদনন্তর আমরা তাহাদের সঙ্গে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথন করিলাম।

৭। এক যুবতী স্ত্রীর বিবরণ।

এক পাদরী সাহেব এই যুবতীর অন্তিমকালে তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমার পারমার্থিক অবস্থা বিষয়ে আমি বিস্তর কথা কহিতে পারিব না। আমার অনেক সন্দেহ ও পরীক্ষা হইয়াছে। তবে কি? যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না, এই যে কথা যীশু খ্রীষ্ট কহিয়াছেন, তাহা আমার লঙ্গরস্বরূপ। আমি নিশ্চয় জানি যে আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া থাকি; আর তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমি দীন হীন ও অযোগ্য পাত্র বটি, তথাপি তিনি আমাকে ভুলাইবেন না; তাহা করিলে তাঁহার নিজ মহিমার ও দয়ার হানি হইবে। আমি তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছি। সেই স্থানে স্থির থাকিব, তিনি আমাকে দূর করিবেন না; আর সেই আশ্রয়াপেক্ষা কোন্ স্থান উত্তম?

৮। শ্রীযুক্ত বিশপ বেবেরিজ।

ধার্ম্মিক বিশপ বেবেরিজ মরণ কালে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার এক জন আত্মীয় ধর্ম্মোপদেশক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার শয্যার নিকটে দাঁড়াইয়া, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে বিশপ উত্তর করিলেন, আপনি কে? পরে নিকটবর্ত্তি লোকেরা তাঁহার নাম বলিলে তিনি কহিলেন, আমি তাহাকে জানি না। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিচিত আর এক জন বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন? তিনি বলিলেন, আপনি কে? পরে তাঁহার নাম শুনিলেও তিনি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, আমি তাহাকে জানি না। পরে তাঁহার ভার্য্যা শয্যার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আমাকেও ভুলিয়াছেন? তিনি বলিলেন. আপনি কে? অপর ইনি তোমার ভার্য্যা, ইহা নিকটবর্ত্তি লোকদের প্রমুখাৎ শুনিলেও তিনি তাঁহার বিষয়েও বলিলেন, আমি তাহাকে জানি না। পরিশেষে এক ব্যক্তি বলিল, আপনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানেন? এই শব্দ শুনিবামাত্র তিনি কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া ভগ্ননিদ্র মনুষ্যের ন্যায় বলিলেন, হাঁ, চল্লিশ বৎসরাবধি তাঁহাকে জানি। তিনি আমার পরম প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা; কেবল তিনি আমার আশ্রয়।

৯। এক জন আমেরিকাদেশীয় ধর্ম্মোপদেশকের বিষয়।

উক্ত উপদেশক ১৮০৭ শালে নব্বই বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রাণত্যাগ করিলেন। মরণের অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্মরণ শক্তি ক্ষীণ হওয়াতে উপদেশ দেওনে অসমর্থ হইলে তাঁহার এক পুত্র তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া অন্তিকাল পর্য্যন্ত অতিশয় স্নেহপূর্ব্বক তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস সায়ং-কালে নিকটবর্ত্তি এক জন উপদেশক তাঁহাকে দেখিতে আইলে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অন্য এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় দিলেও তিনি বলিলেন, উহাকে আমার স্মরণ হয় না। পরে তাঁহার প্রিয় পুত্র শয্যার নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকেও চিনিতে পারিলেন না; বরং কহিলেন, আমার পুত্র আছে কি না, তাহা আমার স্মরণ হয় না। এই প্রকারে তিনি আপনার বন্ধু ও পরিজনগণের মধ্যে এক জনকেও চিনিতে পারি-লেন না। অবশেষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, আপনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কি স্মরণ করিতে পারেন? ইহা শুনিবামাত্র তিনি প্রসন্নবদনে দুই হস্ত তুলিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিলেন, হাঁ২, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্মরণ হয়; তিনি আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর. তাঁহাদ্বারা আমার পরিত্রাণ হইবে।

ইহাতে আমাদিগেরও প্রত্যাশা জন্মে, কারণ তিনি পাপিগণের ত্রাণকর্ত্তা। যাহারা তাঁহার শরণ লইয়া

তাঁহাকে অক্ষয় প্রেম করে, তাহাদিগকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। যাহারা তাঁহাতে ভরসা রাখে, তাহারাই ধন্য। হে পাঠক, তুমি কি তাঁহার উপরে নির্ভর রাখিতেছ? তাহা না করিলে মৃত্যুকালে তোমার কি দশা হইবে?

১০। ফ্রাস্কীত লাজারস।

ইস্পানিয়া দেশের দক্ষিণাভিমুখ অগ্রভাগে জিব্রাল্টর নামক অতি উচ্চ এক শৈল আছে, তাহা দেড় শত বৎসরাবধি ইংরাজ লোকদের হস্তগত, এবং তথাকার দুর্গ প্রায় অজেয় বলিতে হয়। ১৭৮০ শালাবধি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ও ইস্পানীয় লোকেরা নাবিক ও পদাতিক সৈন্যদ্বারা তাহা অবরোধ করিয়া পুনঃ২ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলেও তদ্রক্ষক ইংরাজ সৈন্যদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। শৈলের অধোভাগে সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র নগর আছে। ঐ জিব্রাল্টর ব্যতিরেকে ইস্পানিয়া দেশের সর্ব্বত্র রোমাণ কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, এবং তথাকার লোকেরা সেই মিথ্যা ধর্ম্মে অতিশয় আসক্ত। তাহাদের মধ্যে ফ্রাস্কীত লাজারস নামে এক জন ন্যূনাধিক তিন বৎসর পর্য্যন্ত জিব্রাল্টর নগরে গিয়া বার২ ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিল, এবং রোমাণ কাথলিক মত ত্যাগকারি কএক জন স্বদেশীয় লোকের সঙ্গে প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিয়াছিল। পরে অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে অল্প দিবস গতে চিকিৎসক তাঁহাকে বলিল, তুমি আর বাঁচিবা না। এই গুরুতর সংবাদ পাইবামাত্র সে এক জন বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিল, হে প্রিয়

ভ্রাতঃ, মৃত্যু উপস্থিত, ইহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রতি যাহা করেন, তাহাতেই আমি সম্মত আছি, এবং ক্লেশ ও যন্ত্রণার মধ্যে আমার মন শান্ত ও প্রত্যাশাতে সুস্থির আছে। অনন্তর চিকিৎসক বিদায় হওন সময়ে অন্তিম কালের কর্ত্তব্য ক্রিয়া সাধনার্থে এক জন পুরোহিতকে আহ্বান করণের আজ্ঞা দিলেন। কেননা রোমাণ কাথলিক লোকদের মধ্যে এই রীতি আছে, যে কোন ব্যক্তি মৃতকল্প হইলে পুরোহিত আসিয়া বিশেষ মন্ত্র পাঠ করণ পূর্ব্বক তাঁহার কপাল ও চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি প্রধান২ অঙ্গে তৈল লেপন করে, এই ক্রিয়া তাহাদের স্বর্গপ্রবেশিকা বোধ হয়। অতএব ফ্রাঙ্কীত আপন ভার্য্যাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি আমার প্রতি যে রূপ প্রেম ও সম্মান করিয়া থাক, তদ্রূপ এখনও কর। আমি যাহাদের সহিত তিন বৎসরাবধি নিত্য আলাপ করত আন্তরিক সুখ পাইয়াছি, ও যাহারা আমাকে প্রকৃত মঙ্গলের ও গৌরবের পথ দেখাইয়াছে, আমার সেই প্রিয় বন্ধুগণকে তুমি জান। বিনয় করি, তাহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও প্রবোধ দেওনার্থে আমার নিকটে আসিতে দিও না।

অপর কোন২ বন্ধু আসিয়া, আসন্ন মৃত্যুর বিষয়ে তোমার মনে কেমন বোধ হয়? ইহা জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর করিল, আমি অনির্ব্বচনীয় শান্তি ভোগ করিতেছি। আর সে বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিল, এই স্থানে যে শান্তি ও ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা আছে তাহা ব্যক্ত করা আমার অসাধ্য।

অনন্তর পশ্চাল্লিখিত প্রশ্ন সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল; যথা, মৃত্যুহইতে তুমি কি ভীত আছ?

উত্তর। না; আমার ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু মৃত্যুভয় দূর করিয়াছেন।

প্র। তুমি কি খ্রীষ্টকে বহুমূল্য জ্ঞান কর?

উ। অবশ্য করিয়া থাকি।

প্র। তুমি কি আপনাকে স্বর্গে যাইবার যোগ্যপাত্র জ্ঞান?

উ। আমার এমত কোন গুণ নাই; তবে আমি কেমন করিয়া এই রূপ গর্ব্ব করিতে পারি?

প্র। তোমার নিজ কোন পুণ্য আছে কি না?

উ। না, কিছুই নাই। আমি দীনহীন পাপিষ্ঠ, কেবল প্রভুর প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর করিয়া আছি।

প্র। কাহার পুণ্যদ্বারা তুমি ত্রাণ পাইতে ভরসা কর?

উ। আমি খ্রীষ্টের পুণ্য ও মরণ গুণদ্বারাই সম্পূর্ণ ত্রাণ পাইব। আমার নিজ কোন পুণ্য নাই, এবং কখন ছিল না; কেবল ত্রাণকর্ত্তার পুণ্যে নির্ভর করাতে আমার মন সুস্থির আছে। তিনি আপন প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিবেন।

তাহার বেদনার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে সে ধর্ম্মপুস্তকের বিশেষ২ বচনের পাঠ শুনিতে উদ্যোগী হইয়া ঈশ্বরের নিকটে একান্ত মনে প্রার্থনা করিত, এবং সেই পীড়িতাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত নম্র ও সুস্থির এবং ঈশ্বরাধীন স্বভাব প্রকাশ করিত। প্রাণ বিয়োগের ক্ষণ কাল পূর্ব্বে সে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিল, এবং মরণ কালে বলিল,

হে ঈশ্বর, তুমি আমার আশ্রয় ও রক্ষক ও দৃঢ় দুর্গ; তুমি আমার পিতা ও ত্রাতা ও নিস্তারকর্ত্তা; তুমি আমার ঈশ্বর ও আমার রাজা ও আমার উপায় ও আমার উপকারক সহায়; কেবল তোমাতেই ভরসা করিতেছি। ইহা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। যাহারা তাহার ন্যায় প্রভুর আশ্রয়ে থাকিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তাহারাই ধন্য।

১১। শ্রীযুক্ত জেম্‌স দরহাম।

এই মান্য ব্যক্তি মরণকালে আপন পারমার্থিক অবস্থা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া কোন এক বন্ধুকে কহিলেন, আমি যত উপদেশ দিয়াছি ও যত গ্রন্থ লিখিয়াছি, সেই সকল এখন আর মনে পড়ে না, কেবল ধর্ম্মপুস্তকের এক বচন স্মরণ হয়; সে বচন এই, "যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না।" প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন, এই প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করিলে পরিত্রাণ পাইতে পারি কি না? তাঁহার বন্ধু এই যথার্থ উত্তর দিলেন, সহস্র পরিত্রাণের সংশয় থাকিলেও আপনি এই প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর রাখিলে বঞ্চিত হইবেন না।

১২। শ্রীযুক্ত ডাক্তর সিম্‌সন।

এই নম্রশীল ব্যক্তি অনেক বৎসরাবধি হক্‌স্টন্ বিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আপ-

নাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও অন্য সকল লোকের কাছে অতি মান্য ও সুখ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। বার্দ্ধক্য-কাল পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের সেবা করণানন্তর তিনি আনন্দিত মনে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি ত্রাণকর্ত্তার প্রতি প্রেম ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে বিশ্বাস সূচক অনেক কথা কহিতেন। এক দিন, খ্রীষ্টের নামে সংশয়ারোহণ করিব, এই যে বাক্য কোন২ ধা-র্ম্মিক লোক ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা উল্লেখ হইলে তিনি তদ্বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলি-লেন, আমি যখন খ্রীষ্টের অসীম মাহাত্ম্য ও সর্ব্বসাধক শক্তি বিবেচনা করি, তখন তাঁহার নামে সংশয়ারোহণ করিব, এমত কথা বলিতে লজ্জিত হই। আমার দশ সহস্র মন থাকিলে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসপূর্ব্বক সে সমস্ত গচ্ছিত দ্রব্যের ন্যায় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম।

প্রাণ বিয়োগের কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে তিনি পৌল প্রেরি-তের বাক্যানুসারে শেষ শত্রু অর্থাৎ মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? তুমি কে? আমি তোমাকে ভয় করি না; ক্রুশে পা-তিত রক্তদ্বারা তুমি পরাজিত হইয়াছ।

১৩। শ্রীযুক্ত সেল্‌ডন্ সাহেবের বিষয়।

ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর হইল ইংলণ্ডদেশে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট সেল্‌ডন্ নামক অতি বিদ্বান্ এক জন সাহেব বাস করিতেন। মরণ কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি বলিলেন, জানিবার যোগ্য যত বিষয় আছে, তাহা

জানিবার চেষ্টাতে আমার অত্যন্ত শ্রম হইয়াছে। কিন্তু যাহা২ পাঠ কিম্বা বিবেচনা করিয়াছি, সম্প্রতি সেই সকলের মধ্যে কিছুতেই আমার সান্ত্বনা হয় না, কেবল পৌল প্রেরিতের এক বচনদ্বারা এই অন্তিমকালে আমার মন সুস্থির হয়, অর্থাৎ, "যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের পরিত্রাণ করিতে এই জগতে আসিয়াছেন, এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়," পৌলের এই যে বাক্য তাহা অবলম্বন করিয়া আমি শান্তি পাই।

১৪। এক জন কৃষকের বিষয়।

এই দেশের লোকেরা যেমন শস্য মর্দ্দন করিবার নিমিত্তে তাহার উপর দিয়া গোরু চালায়, তদ্রূপ ইউরপ মহাদ্বীপের দক্ষিণভাগে স্থিত গ্রীস ও ইতালি দেশ নিবাসি লোকেরাও করিয়া থাকে। কিন্তু ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি ও ইংলণ্ড প্রভৃতি উত্তর ভাগে স্থিত দেশে সেই প্রকার ব্যবহার চলিত নহে। তথাকার কৃষক লোকেরা আপনারা ভারি যষ্টি চালাইয়া শস্য মাড়ে। এ অতিশয় পরিশ্রমের কর্ম্ম, দুর্ব্বল লোকের অসাধ্য।

এক দিন পাদরী জে সাহেব বেড়াইবার সময়ে এক জন কৃষককে সেই কর্ম্মে ব্যস্ত দেখিয়া নিকটে গিয়া কহিলেন, সুলেমান রাজা বলিয়াছেন, তাবৎ প্রকার পরিশ্রমের ফল আছে। কৃষক এই কথা শুনিয়া কর্ম্মহইতে বিরত হইয়া উত্তর করিল, মহাশয়, সত্য বটে, তথাচ এক বিষয়ে ব্যতিক্রম আছে। আমি বহু দিবস পর্য্যন্ত পাপের সেবাতে পরিশ্রম করিয়াছিলাম; সেই পরিশ্রমের কিছু ফল পাই নাই। তখন জে সাহেব কহি-

লেন, তবে "যাহা সম্প্রতি লজ্জার বিষয় বোধ হয়, তাহার কি ফল পাইতা?" পৌল প্রেরিতের এই যে প্রশ্ন, বুঝি তাহার তাৎপর্য্য তুমি বলিতে পার? কৃষক বলিল, হাঁ! পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে তাহা বলিতে পারি। এবং ইহাও জানি যে সম্প্রতি পাপহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হওয়াতে আমি পবিত্রতারূপ ফল ও অনন্ত জীবনরূপ পরিণাম পাইতেছি।

ঈশ্বরের বাক্যে যে বিশ্বাস সে কেমন বহুমূল্য! কৃষকের কুঁড়িয়াতে যে ধর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহা রাজবাটীর ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মহাধন।

১৫। দগ্লাস কসিন।

পারস দেশের উত্তরস্থ জর্জিয়া নামক যে প্রদেশ রুসিয়া রাজ্যের অধীনে আছে, তাহার কারাস নামক নগরে ১৮০২ শালে স্কটলণ্ড দেশহইতে কএক জন মিশনরি সাহেব গিয়াছিলেন। উক্ত দগ্লাস কসিন্ সাহেব তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। তিনি কতক বৎসর পর্য্যন্ত সেই স্থানে পরিশ্রম করণানন্তর প্রাণত্যাগ করিলেন; মরণকালে সত্য খ্রীষ্টিয়ান লোকের স্বভাব প্রকাশ করিলেন। নিকটবর্ত্তি বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্কটলণ্ড দেশে তোমার এক জন পুরাতন বন্ধু আছেন, তুমি তাঁহাকে অতিশয় প্রেম করিয়া থাক, তাহা আমরা জানি; তোমার বিষয়ে কি তাঁহাকে পত্র লিখিব? ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, তাঁহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাও যে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে মরিয়াছি।

২ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম।

১। ধর্ম্মার্থে হত লোকের বিষয়।

পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ প্রযুক্ত অনেক বিশ্বাসি লোকের প্রাণদণ্ড হইত। এক দিন তাহাদের মধ্যে এক জন হত্যার স্থানে আনীত হইলে তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণ নিকটে দাঁড়াইয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার প্রাণরক্ষার আকাঙ্ক্ষি দেবপূজক বন্ধুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি উহাদিগকে প্রেম কর না? তিনি উত্তর করিলেন, প্রেম করি বটে। যদি সমুদয় ভূমণ্ডল সুবর্ণময় হইয়া আমার অধিকারে থাকিত, তবে গৃহে বা কারাগারে উহাদিগের সঙ্গে বাস করণার্থে ঐ সমস্ত সুবর্ণ অকাতরে দিতাম; কিন্তু খ্রীষ্টের সহিত তুলনা করিলে আমি উহাদিগকেও প্রেম করি না।

২। কর্ণেল্ গারদিনর।

আরমাণী দেশের তীগ্রানিস নামক রাজা ও তাঁহার পত্নী যুদ্ধেতে পারস দেশীয় সাইরস রাজার হস্তগত হইলে সাইরস স্বাভাবিক মহাত্মা প্রযুক্ত ঐ তীগ্রানিসকে মুক্ত করিয়া পূর্ব্বপদে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার পত্নীকেও মুক্তা করিলেন। অপর ঐ তীগ্রানিস এক দিন আপন বন্ধুগণের নিকটে সেই ঘটনার বর্ণনা করিলে সকলে সাইরসের

প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে এক জন ঐ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিল, সাইরসের বিষয়ে আপনকার কি বোধ হয়? তিনি উত্তর করিলেন, আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি তাঁহার বিষয় আলোচনা করি নাই। ইহা শুনিয়া অন্য এক জন বলিল, তবে কিসের আলোচনা করিতেছিলেন? তাহাতে রাণী উত্তর করিলেন, আমার মুক্তির নিমিত্তে যিনি আপনার প্রাণ দিতে অঙ্গীকার করিলেন, আমার সেই প্রিয় প্রাণনাথের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। এই বিবরণ পাঠ করণানন্তর কর্ণেল গারদিনর নামে অতি ধার্ম্মিক এক জন কহিয়াছিলেন, ঐ রাজ্ঞীর স্বামী তাঁহার নিমিত্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আমাদের নিমিত্তে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বাস্তবিক প্রাণ দিয়াছেন; অতএব তাঁহার প্রেমে একান্ত মনোনিবেশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা তিনি আমাদিগকে পারমার্থিক দাসত্ব ও অনন্তকালীয় সর্ব্বনাশহইতে মুক্ত করিয়াছেন।

৩। উত্তর আমেরিকা দেশীয় ইণ্ডিয়ান ব্যক্তির বিবরণ।

ইউরপীয় লোক কর্তৃক আমেরিকা নামক মহাদ্বীপের উদ্দেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে লোকেরা ঐ স্থানে বাস করিত, তাহাদিগকে ইণ্ডিয়ান বলা যায়। তাহারা সকলে দেব-পূজক, আর উত্তর আমেরিকা দেশের লোকেরা কেবল মৃগয়াতে নিপুণ ছিল, কিন্তু মেক্সিকো প্রভৃতি কোন২ রাজ্যের লোকেরা সভ্য ছিল ও নগরে বাস করিত।

উত্তর আমেরিকা দেশীয় ইণ্ডিয়ান লোকদের মধ্যে এক শত বৎসরাবধি সুসমাচার প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে যোহন নামক এক জন উপদেশক এক দিন কোন সভাতে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব করিলেন। হে ভ্রাতৃগণ, আমি দেবপূজক ছিলাম এবং দেবপূজকদের মধ্যে বৃদ্ধ হইয়াছিলাম, অতএব দেবপূজকেরা কি প্রকার লোক এবং তাহাদের বিচার বা কি প্রকার, তাহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। এক দিন এক জন উপদেশক আমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক ঈশ্বর যে আছেন, এই বিষয় সপ্রমাণ করিতে অতি যত্নবান হইলে আমরা তাঁহাকে বলিলাম, এ কথার প্রয়োজন কি? এক ঈশ্বর যে আছেন, তাহা কি আমরা জানি না? তুমি যে স্থানহইতে আসিয়াছ সেই স্থানে ফিরিয়া যাও।

তদনন্তর অন্য এক জন উপদেশক আসিয়া আমাদিগকে এই প্রকার শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তোমরা চুরি করিও না, ও মত্ত হইও না, ও মিথ্যা কথা কহিও না, কোন মতে দুরাচার হইও না। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমরা তাঁহাকে বলিলাম, ওরে পাগল, তুমি এ সকল কথা কেন বল? আমরা কি তাহা জানি না? বরং আপনি গিয়া সেই কথা শিক্ষা কর, ও স্বদেশীয় লোকদিগকে তদনুসারে কর্ম্ম করিতে নিষেধ কর, কারণ তাহাদের তুল্য মাতাল ও চোর ও মিথ্যাবাদী আর নাই। এই কথা বলিয়া আমরা তাঁহাকে দূর করিয়া দিলাম।

কিয়ৎকাল পরে খ্রীষ্টিয়ান হেন্‌রি নামক এক উপদেশক আমার গৃহে আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মের কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশের সার বাক্য এই যে স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের প্রভুর নামে আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, কেননা তিনি তোমাকে নিস্তার করিয়া মঙ্গলযুক্ত করিতে, এবং যে দুরবস্থায় তুমি এখন পর্য্যন্ত মগ্ন আছ, তাহাহইতে তোমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এই জন্যে তিনি অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন প্রাণ দিয়া নিজ রক্ত ব্যয় করিয়াছেন। যাহারা এই যীশুর নামে বিশ্বাস করিয়া পাপহইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করে, তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন, ও তাহাদিগকে ঈশ্বরের সন্তান হইতে অধিকার দেন। পবিত্র আত্মা তাহাদের অন্তঃকরণে বাস করেন, এবং খ্রীষ্টের রুধিরদ্বারা তাহারা পাপের দাসত্ব ও পরাক্রমহইতে মুক্ত হয়। আর তুমি যদ্যপি পাপিদের মধ্যে প্রধান পাপিরূপে গণনীয় হও, তথাপি তাঁহার নাম লইয়া পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তকারি সেই যীশুতে বিশ্বাস করিলে তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিয়া গ্রাহ্য করিবেন, এবং তোমাকে পরিত্রাণের অধিকারী করিয়া জীবনমুকুট প্রদান করিবেন; তাহাতে তুমি মরণান্তে তাঁহার সহিত অনন্ত কাল স্বর্গে বাস করিবা।

এই উপদেশ বাক্য সমাপ্ত হইলে পর তিনি পথশ্রান্ত প্রযুক্ত আমার কুঁড়িয়ার মধ্যে কোন প্রকার

উপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। তাহা দেখিয়া আমি ভাবিলাম, ইনি কি প্রকার লোক? এখানে সুখে নিদ্রাতে মগ্ন হইলেন। আমি ইহাঁকে বধ করিয়া বনে ফেলিয়া দিলে কে তাঁহার অনুসন্ধান করিবে? কিন্তু এই স্থানে ইনি নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। ইনি দুষ্ট লোক নন, এই জন্যে অনিষ্টহইতে ভয় করেন না। অসভ্য যে আমরা আমাদের বিষয়েও সন্দিগ্ধ না হইয়া আমাদের হস্তে আপনার প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যান। আমার মনে এই প্রকার চিন্তার উদয় হওয়াতে তাঁহার উপদেশ আমার মনে নিরন্তর লগ্ন থাকিল, এবং স্বপ্নের সময়েও আমাদিগের নিমিত্তে পাতিত যীশু খ্রীষ্টের রক্ত জ্ঞানগোচর হইত। অনন্তর আমি মনে২ কহিতে লাগিলাম, এ বড় আশ্চর্য্য কথা; এমন উপদেশ আমি কখন শুনি নাই। তদবধি আমি ঐ খ্রীষ্টিয়ান হেন্‌রির সহিত স্বজাতীয় লোকদের নিকটে গিয়া তাঁহার উপদেশের অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম; তাহাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা চেতনা পাইলাম। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি দেবপূজকদের মধ্যে তোমাদের কথার ফল ও তাহাদিগের পারমার্থিক মঙ্গল দেখিতে তোমাদের বাঞ্ছা হয়, তবে খ্রীষ্ট ও তাঁহার রক্ত ও দুঃখভোগ ও মরণ এই সকলের প্রসঙ্গ তাহাদের কাছে প্রচার করিতে হইবে।

৪। যুদী আটল।

এক জন খ্রীষ্টিয়ান উপদেশক কিয়ৎকাল হাপ্‌সি জাতি

হ্লাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিলে পরে যুদী আটল নামে এক দাসী সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করিতে যাইত; কেননা সে বলিত, অন্যান্য হাপ্‌সি লোক যাইয়া থাকে, আর আমার অন্তঃকরণে ঐ বাক্য মিষ্ট লাগে। সে তদবধি আপনার বলয়াদি অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিল, আর পরিতে চাহিল না। অনন্তর সে অনেক বৎসরাবধি উপদেশকদিগকে আপনার গৃহে অতিথি করিত, এবং সদাচরণদ্বারা ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষা ভূষিত করিত। তাহার নির্দ্দোষ আ- চার ব্যবহার প্রযুক্ত সকল লোক তাহাকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করিত, বিশেষতঃ তাহার কর্ত্রী সমুদয় গৃহকর্ম্মের ভার তাহাকে সমর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু পাছে উপদেশকগণকে অতিথি করণে এবং গীর্জাঘরে গমনে বাধা হয়, এই ভয়ে যুদী সেই পদ গ্রাহ্য করিতে অস- ম্মত হইল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে সে পীড়িতা হইয়া মরণকাল সন্নি- কট বুঝিয়া দূরে বাসকারি আপন উপদেশকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দূতদ্বারা তাঁহাকে ডাকাইল; তাহাতে উপদেশক তাহার নিকটে গিয়া তাহার মনের অবস্থা ও পরকাল বিষয়ক প্রত্যাশা নিশ্চয় করণার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও যুদী, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমার প্রতি বড় দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তুমি আমাকে অনেক বার কহিয়াছ; তৎকালে তোমার শরীর সুস্থ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তুমি মৃতকল্পা; অতএব এখন তাঁহার বিষয়ে কেমন বোধ হয়, তাহা বল। তাহাতে সে কিয়ৎকাল

ভাবিয়া উত্তর করিল, হে মহাশয়, আমি যে দিবসা-বধি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানিলাম, তদবধি তিনি আ-মার প্রতি দয়াবান আছেন; তিনি সম্পূর্ণরূপে তেজো-ময়। এই প্রকারে উক্তা দাসী মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের গুণে প্রফুল্লমনে প্রাণ ত্যাগ করিল।

৫। পাসিফিক উপদ্বীপের বিষয়।

পাসিফিক উপদ্বীপবাসি শ্রীযুক্ত পাদরী নট সাহেব কোন সময়ে তথাকার কতকগুলিন লোকের নিকটে যোহন লিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ পদ পাঠ করিলে পর তদ্দেশীয় এক ব্যক্তি ঐ কথা আহ্লাদপূর্ব্বক শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আ-পনি এ কেমন বাক্য পাঠ করিলেন? এ কেমন বাণী? আমি আর বার শুনিতে চাহি। তাহাতে ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত প্রেম করিলেন ইত্যাদি বাক্য পুনর্ব্বার পাঠ হইলে ঐ ব্যক্তি উঠিয়া কহিল, এ কি সত্য? এমন কি হইতে পারে? যে জগৎ ঈশ্বরকে প্রেম করে না, তাহাকে কি ঈশ্বর প্রেম করেন? ঈশ্বর কি জগৎকে এমন প্রেম করেন, যে মনুষ্যকে বিনাশহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিয়াছেন? তাহাতে শ্রীযুক্ত নট সাহেব ঐ বাক্য পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া তাহাকে বলিলেন, এই কথা সত্য বটে; এবং ঈশ্বর তোমাদের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইতেছেন, যে কেহ তাঁহার পুত্রেতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হইয়া মরণান্তে সুখী হইবে। এমন কথা

শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চমৎকার জ্ঞান করিয়া নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া অতিশয় রোদন করিল, এবং কোন গুপ্ত স্থানে গিয়া ঈশ্বরের অতুল্য প্রেমের বিষয় ধ্যান করিতে লাগিল। তদবধি সে যাবজ্জীবন ঈশ্বরের প্রেমজন্য শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিল।

৬। এক কারেণ স্ত্রীর বিষয়।

শ্রীযুক্ত পাদরী জৎসন্ সাহেব এই বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন; যথা, এক কারেণ স্ত্রী খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে গৃহীত হইবার নিমিত্তে আমার কাছে আসিয়াছিল। আমি নিয়মিত ধারানুযায়ি প্রশ্নোত্তরদ্বারা তাহার জ্ঞানের পরীক্ষা লইলে পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খ্রীষ্টের নিমিত্তে সমুদায় অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পার? এই কথায় সে প্রথমে কিঞ্চিৎ স্তব্ধা হইল। পরে আমি ঐ বিষয়ে (১ তীম ২; ৬) পৌল প্রেরিতের আজ্ঞা পাঠ করণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষা তাহাকে বুঝাইয়া দিলে, এবং ঐ অলঙ্কারদ্বারা মন গর্ব্বিত হয়, ইহা সপ্রমাণ করিলে সে চেতনা পাইয়া পুনঃ২ আপনার সুন্দর হার নিরীক্ষণ করিয়া শেষে স্থিরমনে তাহা খুলিয়া বলিল, ইহা অপেক্ষা আমি খ্রীষ্টকে অধিক ভাল বাসি।

৭। এক জন বৃদ্ধ উপদেশকের বিষয়।

এক দিন এক জন বৃদ্ধ উপদেশক আপনার পুস্তকাগারে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় উপা-

স্থিতা তাঁহার ভার্য্যা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কেমন বোধ হয়? স্বর্গে গেলে পর আমরা কি পরস্পর পরিচিত হইব? তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে উত্তর দিলেন, অবশ্য হইব; আমরা কি ইহলোক অপেক্ষা সেই স্থানে অধিক অজ্ঞান থাকিব? ইহা বলিয়া তিনি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, ঐ স্থানে তোমার পার্শ্বে এক সহস্র বৎসর থাকিলেও আমি তোমাকে দেখিতে পাইব না; কারণ সেখানে পৌঁছছিলে পর সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে আমার প্রিয় ত্রাণকর্ত্তার প্রতি মন ও চক্ষু আকর্ষিত হইবে; অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আমার ইচ্ছা কখন্ জন্মিবে, তাহা বলিতে পারি না।

---

৩ অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা।

১। এক দুঃখিনী স্ত্রীর বিষয়।

লেডি গ্লেনর্কি নাম্নী এক জন অতি ভদ্র স্ত্রী শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আপনি দরিদ্রদিগকে দান বিতরণ করিতে অক্ষম হওয়াতে তাহা করণার্থে গ্রেহেম নাম্নী অন্য এক স্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক দিন সেই বিবি গ্রেহেম একখান নূতন বস্ত্র লইয়া এক দুঃখিনী স্ত্রীকে দিতে গেলে সেই স্ত্রী বলিল, আপনকার প্রতি এবং আপনকার কর্ত্রীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; তথাপি প্রথমে পরম মঙ্গলদাতার নি-

কটে আমার যাওয়া উচিত, কারণ তিনি না পাঠাইলে আপনি আমার কাছে কখন আসিতেন না। কার্য্যের দিনে ও বিশ্রামদিনে পরিতে আমার কেবল একখান বস্ত্র ছিল। এই ক্ষণে প্রভু পরমেশ্বর বিশ্রামদিবসের নিমিত্তে আর একখানি বস্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন।

উক্তা স্ত্রীর এমত কথার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমে প্রতিপালক পরমেশ্বরের নিকটে ত্যহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কারণ তিনি উপকার করিতে আপন লোকের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিলেন।

২। দুঃখিনী মেরীর বিষয়।

এক দিন উক্তা দুঃখিনী স্ত্রী অকিঞ্চন হইলেও শান্তিযুক্ত ও স্থির চিত্তে আপন গৃহে যাইতেছিল, ইতিমধ্যে এক জন ধার্ম্মিক ধনবতী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ঐ স্ত্রী তাহাকে আপনার বিপদজনক মনোদুঃখ ও আশঙ্কা বিস্তারিত রূপে জানাইতে লাগিলেন। মেরী মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিলে পর দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল; বিশেষতঃ তাঁহাকে কহিল, পরমেশ্বর দয়াবান ও বিশ্বসনীয়; তিনি আপন লোকদিগকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা আমরা পাইয়াছি। তাঁহার অনুগ্রহেতে সম্প্রতি আপনকার ধনাদি যে মঙ্গল আছে তন্নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হইয়া, ইহার পরে যাহা আবশ্যক হইবে, তদ্বিষয়ে পরমেশ্বরেতে প্রত্যাশা করুন, কেননা তাঁহার অক্ষয় করুণা ও প্রেম আছে। এই কথোপকথন করিতেং

তাঁহারা মেরীর ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মেরী ঐ স্ত্রীকে কহিল, আপনি এক বার আমার গৃহে পদার্পণ করুন। তাহাতে তিনি প্রবেশ করিলে মেরী তাঁহাকে আপন ঘরের এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য দেখিতে পান? ঐ স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন, না, এই স্থানে কিছুই নাই। পরে মেরী তাঁহাকে অন্য দুই কুঠরীতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহার মধ্যে কি কোন বস্তু দেখিতে পান? তিনি উত্তর করিলেন, না, এ স্থানেও কিছু নাই। তৃতীয় বার জিজ্ঞাসিতা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টা হইলেন। অনন্তর ঐ দুঃখিনী মেরী বলিল, আপনি আমার সর্ব্বস্ব দেখিলেন, আমার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাতে কেন দুঃখিতা হইব? আমার অন্তঃকরণে খ্রীষ্ট বাস করিতেছেন, এবং আমার সম্মুখে স্বর্গ আছে। আর আমার জন্যে এই অটল প্রতিজ্ঞা হইয়াছে যে যত দিন এই পৃথিবীতে থাকিব, তত দিন আমাকে খাদ্য দত্ত হইবে, ও আমার জলের অভাব হইবে না; এবং মরণান্তে আমি ত্রাণকর্ত্তার স্থানে একটি তেজোময় মুকুট পাইব।

৬। এক ধার্ম্মিক পরিবারের বিষয়।

এক জন ধনহীন ধার্ম্মিক ব্যক্তি শীতকালে সন্ধ্যার সময়ে আপন স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত অগ্নির নিকটে বসিয়া তাপ সেবন কালে তাহাদিগকে বলিল, মনুষ্যসন্তানের মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না, ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বচন

অদ্য পুনঃ২ আমার মনে পড়িল। অযোগ্য নির্গুণ পাপী হইলেও আমরা তাঁহা অপেক্ষা অধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা বড় আশ্চর্য্য। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিল, হে পিতঃ, ইহা আশ্চর্য্য বটে। ভদ্র লোকের সহিত তুলনা করিলে যদ্যপি আমাদের গৃহ তুচ্ছনীয় ও খাদ্য বস্তু সামান্য বোধ হয়, তথাপি আমাদের যে রূপ মঙ্গল আছে, যীশু খ্রীষ্টের তদ্রূপও ছিল না। এই কথা শুনিয়া গৃহিণী বলিল, হে সারা, তোমার এমত কথাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। এই শীতকালের রাত্রিতে আমরা এই ছোট ঘরের মধ্যে থাকিতে কেমন সন্তুষ্ট হই! এবং ক্লান্তি বোধ হইলে শয়ন করিতে আমাদের শয্যা আছে; সেখানে গেলে শীত ও বায়ুহইতে রক্ষা পাইয়া উষ্ণ হইয়া সুখে থাকিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থানও ছিল না. ইহা বিবেচনা করিলে প্রাপ্ত মঙ্গলের নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হওয়া যে আমাদের কর্ত্তব্য, ইহা সপ্রমাণ বটে। আপন স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া গৃহস্থ এক জন বালককে কহিল, তুমি গানপুস্তক লইয়া গত রবিবারে উপদেশক যে গীত দেখাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া পড়; আমরা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাহা গান করিব। অনন্তর পিতা মাতা ও সন্তান সন্ততি সমস্ত পরিবার উদ্যোগপূর্ব্বক মনুষ্যসন্তানের নির্ধনতা বিষয়ক গান করিতে লাগিল।

৪। শ্রীযুক্ত জে ব্রৌণ সাহেব।

উক্ত পাদরী সাহেব বার্দ্ধক্য কালে বলিলেন, অন্যান্য লোকের ন্যায় আমিও নানা সময়ে নানা প্রকার ক্লেশ

পাইয়াছি ; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করণ পূর্ব্বক আমি এই বিচার করিতে পারি যে আমার আয়ুর মধ্যে যত বৎসর গত হইয়াছে, তত বৎসর যদি পুনর্ব্বার যাপন করিতে হয়, তবে আমার অবস্থার মধ্যে কেবল পাপ দূরীকরণ ব্যতিরেকে আর কিছুরই পরিবর্ত্ত চাহি না। আর আমার মৃত্যু হইলে পরে আমার কবরের উপরে এই লিপি স্থাপিত হইতে পারিবে ; যথা, "এই স্থানে যাহার দেহ শয়ান আছে সে পরম পালকের পালিত লোকদের মধ্যে এক জন ছিল। শিশুকালাবধি মাতৃ-পিতৃহীন হইলেও তাহার দুর্গতি কখন হয় নাই।"

৫। জামেকা উপদ্বীপস্থ এক জন হাপ্সির বিবরণ।

আমেরিকা মহাদ্বীপের নিকটবর্ত্তি ইংরাজ লোকদের অধীন জামেকা নামে এক উপদ্বীপ আছে। সেই উপদ্বীপের কিংস্তন নগরে এক জন ইংলণ্ডীয় লোক বাস করিতেন। প্রথমে তিনি ধনবান ছিলেন, পরে অতি ঘোরতর দরিদ্রতাতে মগ্ন হইয়া পীড়িত হইলে ঘর ও বস্ত্র ও খাদ্য বস্তু ও ঔষধ সকলেরই অভাব হইল। এমত সময়ে এক বৃদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হাপ্সী তাঁহার উপকার করিতে উদ্যত হইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহার উপকার গ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে ঐ হাপ্সী, প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর, এই আজ্ঞানুসারে ঔষধ আনিয়া তাঁহাকে সেবন করাইল, এবং খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিল;

এবং তাঁহার নিকটে তিন রাত্রি জাগ্রৎ থাকিয়া তত্ত্বাবধারণ করিল; এই রূপে কবিরাজের ও অতিথিসেবকের ও দাসের কর্ম্ম করিল। ঈশ্বরানুগ্রহে সেই বৃদ্ধ হাপ্‌সির পরিশ্রমে উক্ত পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য হইলেন। তাহাতে কত ব্যয় হইল, হাপ্‌সিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, যখন সাধ্য হইবে, তখন তাহা পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া ঐ নম্রশীল বৃদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান উত্তর করিল, ও সাহেব, আপনি আমার কিছু ধারেন না, বরঞ্চ আমি আপনকার কাছে ঋণগ্রস্ত আছি। সেই সাহেব বলিলেন, এ কেমন? তাহাতে সে বলিল, ও সাহেব, আপনি আমাকে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন; এই মহা ঋণ আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। এই রূপ উত্তর পাওয়াতে ঐ সাহেব এমত চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন যে তদ্দিবসাবধি প্রভুর অন্বেষণ করিতে মানস করিলেন।

৬। এক দাসীর বিষয়।

এক জন ভদ্র লোক প্রতারকগণকে কর্জ্জ দেওয়াতে আপনার সমুদয় ধন হারাইলে বৃদ্ধাবস্থায় সকল দাস দাসীকে বিদায় করা তাঁহার আবশ্যক হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন দাসী তাহার কারণ বুঝিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন করিল, হে মহাশয়, প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি আপনকার বাটীতে কর্ম্ম করিতেছি, এবং সর্ব্বদা মনের সহিত আপনকার সমাদর করিয়াছি। আপনি কর্ত্তা ও পিতা ও বন্ধুর

ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। আমার বেত-নের দুই তিন শত টাকা সঞ্চিত আছে; প্রাচীনা হইলে তাহাতে আমার দিনপাত হইত। কিন্তু যাবৎ আপনাকে দুঃখিত দেখি, তাবৎ আমার মনের সুখ কখন হইবে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনি রোগের সময়ে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, এবং আমাকে উত্তম শিক্ষা দিয়া পরিত্রাণের পথ দেখাইয়াছেন; এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার সংগৃহীত এই ধন গ্রহণ করুন। যিনি কাক সকলকে প্রতিপালন করেন, ও চটকপক্ষির ভূমিতে পতনে অমনোযোগী নহেন, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমি এখনও কর্ম্ম করিতে পারি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ আপনকার অধীন রাখিয়া দাসীর কর্ম্ম করিতে দিউন। দাসীর এই রূপ কথা শুনিয়া ঐ ভদ্র ব্যক্তি রোদন করিয়া তাহাকে রাখিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে তাঁহার এক জন জ্ঞাতি মরণকালে আপনার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিলেন। অপর তিনি আ-পনি যখন মরণকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিলেন, তখন যাহাতে ঐ বিশ্বস্তা দাসীর যাবজ্জীবন সুখে প্রতিপালন হয়, এমত বার্ষিক বৃত্তি তাহার নিরূপণ করিলেন। ইহাতে দেখা যায় কোন ব্যক্তি যদি পরের হিতার্থে ক্ষতি স্বীকার করে, তবে পরমেশ্বর তাহাকে উপযুক্ত ফলে বঞ্চিত করিবেন না।

৭। এক জন ধার্ম্মিক হাপ্‌সির বিবরণ।

আমেরিকা দেশীয় কোন ব্যক্তি কহেন, এক দিন অতি সুনির্ম্মল আকাশ হইলে আমি প্রাতঃকালে অশ্বারূঢ়

হইয়া বায়ু সেবনার্থে বির্জিনিয়া নামক প্রদেশে বাস-কারি বন্ধুর বাটীহইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে আমি নির্জন স্থান দিয়া এক ছোট নদীর তীরস্থ পথে চারি পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত গেলাম। পরে উপত্যকার সীমার নিকটে পর্ব্বতের তলে কৃষিকর্ম্মে ব্যস্ত এক জন বৃদ্ধ হাপ্নিকে দেখিতে পাইলাম। তাহার মস্তকের কেশ পাকিয়াছিল; আর তাহার লোলিত মুখ ও কুব্জ পৃষ্ঠদ্বারা বোধ হইল যে সে অতিশয় বৃদ্ধ, এবং অনেক ক্লেশ পাইয়াছে। সেই নির্জন স্থানে মনুষ্য দর্শনে আমার আহ্লাদ হইল; অতএব আমি ঘোটক-হইতে নামিয়া তাহার সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতে লাগিলাম; বোধ হয়, পাপে পতিত মনুষ্যের উপরে যে অভিশাপ আছে, তদনুসারে তোমাকে ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিতে হয়।

তাহাতে সে মুখের ঘর্ম্ম মুছিয়া বলিল, হে মহাশয়, আমি কেন অসন্তুষ্ট হইব? এখনও আমার অনেক মঙ্গল হইতেছে। যীশু ও তাঁহার সুসমাচাররূপ ধন আমার আছে, তাহাতে এই দীনহীন মূনার কুলায়।

আমি কহিলাম, এই স্থানে তুমি লোকদের সংসর্গ-হইতে বহির্ভূত, অতএব বোধ হয় তোমার পাপজনক অল্প পরীক্ষা ঘটে।

সে বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া বলিল, হায় ২ মহাশয়! আমি যে স্থানে যাই, সেই স্থানে আমার সঙ্গে এই মন্দ অন্তঃকরণ যায়, আর এই অন্তঃকরণরূপ দ্বার দিয়া সাংসারিক ভাব প্রবেশ করে। এই জন্যে প্রতিপ্রভাতে ও প্রতি-

রাত্রিতে সাংসারিক ভাবের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে হয়; এবং প্রত্যহ সমস্ত দিন তদ্বিপরীতে যুদ্ধ করিতে হয়। এই পর্ব্বতময় দেশ শয়তানের অগম্য নহে। আপনি জানেন, সে আমাদের ত্রাণকর্ত্তাকেও পর্ব্বতে পরীক্ষা করিয়াছিল।

পরে আমি বলিলাম, হে ভাই, বোধ হয় তুমি অনেক কালাবধি স্বর্গযাত্রার যাত্রিক হইয়াছ।

সে উত্তর করিল, চল্লিশ বৎসরাবধি আমি দেখিতেছি, প্রভু আমার প্রতি দয়া করেন; আর যে কেহ তাঁহাতে ভরসা করে, সে কখন বিচলিত হইবে না।

পরে আমি বলিলাম, তুমি কি কখন ত্রাণকর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হও নাই?

সে উত্তর করিল, আমি জানি, আমার অন্তঃকরণ অতিশয় কপটী, এবং শয়তান আমাকে ধরিতে অনবরত চেষ্টা করে; কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা বলেন যে তোমরা অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছ; তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে। যিনি আমার অন্তরে উত্তম কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি তাহার সাধন করিবেন, এই আমার ভরসা। হে মহাশয়, যেমন আপনি বীজ বুনিলে পক্ষিদিগকে তাহা খুঁটিয়া খাইতে কিম্বা তৃণ ও বন্য ঘাসদ্বারা নষ্ট হইতে দেন না, তদ্রূপ পরমেশ্বর যখন পাপিষ্ঠ মনুষ্যের অন্তঃকরণে উত্তম বীজ রোপণ করেন, তখন তাহার প্রতি অবহেলা করিয়া মরিতে দেন না।

আমি কহিলাম, বল দেখি, কোন ২ সময়ে তোমার যে পরীক্ষা হয় তাহা কি প্রকার?

সে উত্তর করিল, কখন২ শয়তান আসিয়া আমার কর্ণে ফুস২ করিয়া বলে, ও ভাই, তুমি যে মনিবের সেবা করিতেছ তিনি বড় দুরন্ত; কখন২ তোমাকে পীড়া ও ক্লেশ দেন ও দুর্দ্দশা ঘটান, কিম্বা পোকা পাঠাইয়া তোমার সমস্ত শস্য নষ্ট করেন। কিন্তু আমি বলি, শয়তান মিথ্যাবাদী; আমার প্রভু দুরন্ত নহেন। তিনি আমার অন্তঃকরণের দ্বারে আঘাত করিলে আমি প্রথমে তাঁহাকে আসিতে দিলাম না; তাহাতে যে পর্য্যন্ত আমি দ্বার না খুলিলাম, তদবধি তাঁহাকে পুনঃ২ আঘাত করিতে হইল; কিন্তু সেই অবধি আমি নিত্য তাঁহার দয়ালু স্বভাবের প্রমাণ পাইতেছি। আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইলে তিনি তাহা বন্ধ করেন, এবং আমি পীড়িত হইলে আমার শয্যার নিকটে আইসেন। তিনি আমার সকল পাপের প্রতি সহিষ্ণুতা করেন। যদ্যপি আমি দরিদ্র ও বৃদ্ধ লোক, এবং উপযুক্ত রূপে তাঁহাকে প্রেম করি না, তথাচ তিনি আমাকে ত্যাগ করেন না; আর আমার নিমিত্তে তিনি প্রাণ দিয়াছেন। আঃ! তিনি দুরন্ত কর্ত্তা নহেন। তিনি আমার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে হরণ করুন, কিম্বা আমার গৃহ ভস্মসাৎ করুন, কিম্বা আমাকে পীড়িত করুন, কিম্বা আপনার কোমল হস্তদ্বারা আমাকে প্রহার করুন; তথাপি আমি তাঁহাকে প্রেম করিব, এবং ঐ সকল বিষয় আমার মঙ্গলজনক, ইহা স্বীকার করিব।

এই কথা কহিতে২ তাহার নয়নে অশ্রুপাত হইল। আমি মনে২ ভাবিলাম, আঃ! এই ধার্ম্মিক বৃদ্ধ হাপ্‌সির অন্তরে প্রভুর প্রতি যেরূপ প্রেম ও কৃতজ্ঞতা আছে, আমার

অন্তঃকরণে কেন তদ্রূপ হয় না? পরে তাহাকে কহিলাম, বোধ হয়, তুমি কখন২ ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া থাক।

তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, শুনিয়া থাকি। কখন২ আমার অন্তঃকরণ শীতল ও অচেতন হয়, কিন্তু উপদেশকের মধুর বাক্য শুনিলে আমার আত্মা সন্তুষ্ট হয়; তাহার পরে বোধ হয়, যেন ধর্ম্মপুস্তক উপদেশ দেয়, এবং বনের গাছ প্রভৃতি সকলই উপদেশ দেয়; আর আমার হাত যখন লাঙ্গল ধরে, তখন মন স্বর্গে বিহার করে।

পরে আমি কহিলাম, তবে বুঝি, তোমার নিকটে ধর্ম্মপুস্তক আছে?

সে বলিল, হাঁ, আছে। ত্রিশ বৎসর হইল আমি পাঠ করিতে শিখিয়াছি; এখন রবিবারে সমস্ত দিন বৃষ্টি হইলে আমি ঘরে থাকিয়া পাঠ ও গান ও প্রার্থনা করি। আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দীনহীন হাপ্‌সির কুৎসিত কুঁড়িয়াতে উপস্থিত হন, ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি।

তদনন্তর আমি ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বর্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিব, এই দৃঢ় ভরসা পাইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম। পরে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে যে গীর্জা যাইতে ত্রুটি করে না, এবং তথাকার মণ্ডলীর মধ্যে অতি ধার্ম্মিক রূপে মান্য আছে, ইহা জানা গেল।

৮। এক দরিদ্রা স্ত্রীর বিষয়।

শ্রীযুক্ত উইণ্টর সাহেবের জীবন চরিত্রে এই ইতিহাস লিখিত আছে; যথা, কতিপয় বৎসর হইল আমি এক

ব্যক্তিকে কবর দিতে গিয়াছিলাম। তৎকালে আমার চতুর্দ্দিকস্থ লোক সমূহের মধ্যে এক দীনহীন স্ত্রীকে দেখিলাম; বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত তাহার মুখ লোলিত ও শরীর কুব্জ হইয়াছিল। সে এক হস্তে একটি মাতৃহীন বালকের হাত ধরিয়া অন্য হস্তে বস্ত্রের অঞ্চলদ্বারা নেত্রজল মুছিতেছিল। আমার উপদেশাদি কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে আমি তাহার নিকটে গিয়া কহিলাম, এই ব্যক্তির মরণে কি তোমার এক বন্ধু গিয়াছে? সেই দুঃখিনী উৎকণ্ঠিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ঈশ্বর তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া আমার পারমার্থিক মঙ্গল করুন। অপর আর কথোপকথন হইলে আমি জানিতে পারিলাম যে ঐ মৃত ব্যক্তি অনেক কাল পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতি সপ্তাহে এক২ সিকি দিতেন! আঃ! এমন অল্প ব্যয়ে কি এক বিধবার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, ও দীন হীন এক বালক প্রতিপালিত হইতে পারে! কে ইহা শুনিয়া এক সিকি অপব্যয় করিবে? এবং দীনহীন ব্যক্তিদের উপকারার্থে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে কে অসম্মত হইবে?

---

৪ অধ্যায়।

পবিত্র ভয় ও আদর।

১। হঙ্গারি দেশের অধিপতির বিষয়।

হঙ্গারি দেশের এক জন খ্রীষ্টিয়ান অধিপতি এক দিন অতিশয় কাতর ও খেদান্বিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নিমিত্তে এমন খে-

দাম্বিত হইয়াছেন? তাহাতে রাজা বলিলেন, হে ভাই, পরমেশ্বরের নিকটে আমি বড় অপরাধী, এ কারণ মরণ এবং বিচারদিনে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করণ বিষয়ে আমার বড় ত্রাস হইতেছে। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা পরিহাস করিয়া বলিলেন, এই রূপ ভাবনা কেবল নিরর্থক বিষণ্ণতার চিহ্ন। তাহাতে অধিপতি কিছু প্রত্যুত্তর না করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

সেই দেশের এই রীতি ছিল, কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড স্থির হইলে জল্লাদ তাহার বাটীর দ্বারে গিয়া তূরী বাজায়। এই রীত্যনুসারে রাজা সেই দিন দুই প্রহর রাত্রি সময়ে আপন ভ্রাতার দ্বারে তূরী বাজাইতে জল্লাদকে পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি তূরীর শব্দ শুনিয়া জল্লাদকে দেখিয়া মহাভীত হইয়া ত্বরায় আসিয়া রাজার চরণ ধরিয়া এই রূপ বিনতি করিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতঃ, আপনকার নিকটে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? তাহাতে রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ, আমার কাছে তুমি অপরাধী নও; কিন্তু বিবেচনা কর, নির্দোষ হইলেও তুমি যদি আমার প্রেরিত জল্লাদের দর্শনে এত ত্রাসযুক্ত হও, তবে ঈশ্বরের নিকটে বড় অপরাধী যে আমি, আমি কি তাঁহার বিচারস্থানে গমন বিষয়ে আরও ত্রাসযুক্ত হইব না?

২। উয়ালসিংঘাম নামক রাজমন্ত্রির বিষয়।

ইংলণ্ডীয় এলিসাবেথ নামক রাজ্ঞীর উয়ালসিংঘাম নামে এক প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতে রাজকর্ম্ম-

হইতে নিবৃত্ত হইয়া নগরহইতে দূরবর্ত্তি এক বাটীতে গিয়া সেই নিভৃত স্থানে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কোন এক দিবস তাঁহার পূর্ব্ব আমোদী কতিপয় বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কাতর বলিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি গম্ভীর মনে উত্তর করিলেন, আমি কাতর নহি, কিন্তু ধীরমনা আছি; এবং আমাদের সকলের ধীরমনা হওয়া উচিত। হে প্রিয় বন্ধুরা, আমরা যাবৎ রহস্য করি, তাবৎ চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকল বিষয় ধীরমনা হইতে আমাদিগকে প্রবৃত্তি দেয়। দেখ, পরমেশ্বর ধীরমনা, এই জন্যে আমাদের প্রতি ধৈর্য্য প্রকাশ করেন। খ্রীষ্ট ধীরমনা, এই জন্যে আমাদের পাপ নাশার্থে আপন রক্ত ব্যয় করিলেন। পবিত্র আত্মা ধীরমনা, এই জন্যে আমাদের অন্তঃকরণের কঠিনতা দমন করিতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মপুস্তক ধীরতাজনক; আর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়ের চিন্তা জন্মায়। ধর্ম্মরীতি সকল ধীরতাজনক, আর অতি গুরুতর ও ভয়ানক বিষয়ের লক্ষণ। সমুদয় সৃষ্টি ধীরতাজনক। স্বর্গবাসিরা সকলে ধীরমনা, নরকবাসিরাও সকলে ধীরমনা। তবে আমরা কেমন করিয়া আমোদী ও লঘুচিত্ত হইতে পারি?

এক দিন সেই মান্য ব্যক্তি লার্ড বর্লে নামক আর এক রাজমন্ত্রির নিকটে এই কথা লিখিলেন, আমরা উভয়ে রাজা ও মন্ত্রির ও রাজ্ঞীর সেবাতে যথেষ্ট কাল ক্ষেপণ করিয়াছি; এখন আইস আমরা আর বিলম্ব না করিয়া আপন২ পরিত্রাণের চেষ্টাতে ও পরমেশ্বরের সেবাতে কাল যাপন করিতে আরম্ভ করি।

৩। সর জান্ মেসন্।

উক্ত সাহেব ক্রমাগত চারি জন রাজার মন্ত্রী হইলে পর বার্দ্ধক্য কালে কহিলেন, যদি আমাকে পুনর্ব্বার যৌবনাবস্থা দত্ত হইত, তবে আমি রাজসভাতে না যাইয়া কোন নিভৃত স্থানে গিয়া বাস করিতাম; এবং রাজবাটীতে যাবজ্জীবন সুখভোগ অপেক্ষা আমার কুঠরীতে এক দণ্ড পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত আলাপ করা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতাম। সম্প্রতি ঈশ্বর ও প্রার্থনা ও মনের সন্তোষ ব্যতিরেকে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিতেছে।

আর এক বার তিনি কহিলেন, মনের ধীরতা পরম জ্ঞান, ও পরিমিত ভোগ পরম ঔষধ, ও সন্তুষ্ট মন পরম ধন।

৪। ডাক্তর দন্।

উক্ত সাহেব অতি বিদ্বান উপদেশক ছিলেন। তিনি মরণের পূর্ব্বে আপন বন্ধুবর্গের সহিত শেষ বার সাক্ষাৎ করণ কালে বলিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ ও মনুষ্যের প্রতি হিতাচরণ করণে যে কাল যাপন করিয়াছি, তদ্ব্যতিরেকে সমস্ত আয়ুর বিষয়ে আমার অনুতাপ জন্মে।

---

৫ অধ্যায়।

নম্রশীলতা।

১। আগস্তীন্।

স্বর্গে উঠিবার সোপানের প্রথম ধাপ কি? এই কথা আগস্তীনকে জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর দিলেন, নম্রতা।

আর দ্বিতীয় ধাপ কি? জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর দিলেন, নম্রতা। আর তৃতীয় ধাপ কি? জিজ্ঞাসিলে তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন, নম্রতা। সত্য নম্রতা বিশ্বাসের ফল। সাংসারিক লোকেরা স্বভাবতঃ অহঙ্কারী, এই জন্যে নম্রতাকে ভাল বাসে না। কিন্তু মনুষ্য দুর্ব্বল এবং পরমেশ্বরের অধীন ও তাঁহার সাহায্যের অপেক্ষী; অতএব নম্র হওয়া তাহার উপযুক্ত। নম্রশীলতা সত্য ধর্ম্মের কষ্টিপাথরস্বরূপ। আর যে সত্য রূপে নম্র সে সত্য রূপে সুখী।

২। এক জন ইণ্ডীয়ান যোদ্ধার বিষয়।

ইং ১৭৪২ শালে উত্তর আমেরিকা দেশীয় এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। সে স্বজাতীয় ধারানুসারে বাল্যকালাবধি নানা যুদ্ধ করিয়াছিল, আর পুরাতন ক্ষতে তাহার গাত্র চিহ্নিত, এবং উল্কীদ্বারা সেই সকল যুদ্ধের ছবি তাহার সর্ব্বাঙ্গে লিখিত ছিল। যত লোক তাহার চরিত্রের বৃত্তান্ত শুনিত, তাহারা সকলে চমৎকৃত হইয়া তাহার বীরত্ব অপূর্ব্ব জ্ঞান করিত। খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে পরে যখন লোকেরা যুদ্ধে কৃত তাহার মহাকর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিত, তখন সে নম্রতা পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া কহিত, আমি এখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বন্দী। পূর্ব্বে যখন দুরন্ত শয়তানের দাস ছিলাম, তখন যাহা২ করিতাম, তাহা এখন বর্ণনা করা আমার কর্ত্তব্য নয়। আমার পরাজয়ের বৃত্তান্ত যদি শুনিতে চাও, তবে তাহা তোমাদিগকে জানাইতে প্রস্তুত আছি।

৩। ডাক্তর মেসন সাহেব।

উক্ত সাহেব আমেরিকা দেশীয় এক জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। তিনি কখন ২ দূরবর্ত্তি পল্লীগ্রামস্থ গীর্জাঘরে যাইয়া উপদেশ করিতেন। এক দিন তিনি পল্লীগ্রামহইতে নগরে প্রত্যাগমন কালে প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্তে কোন বাটীতে প্রবেশ করিলে সেই বাটীর কর্ত্রী রুটী ও দুগ্ধ তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া তাহা খাইবার নিমিত্তে একটি লৌহ চামচ্ দিলেন। পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমনানন্তর আপন বন্ধুগণকে ঐ ঘটনার বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহাতে সেই লৌহ চামচের উল্লেখ করাতে ঐ গৃহিণী তাহা শুনিতে পাইয়া দুঃখিতা হইয়া কহিলেন, ডাক্তর মেসন্ আমাকে উপহাস করিয়াছেন, ইহা ভাল করেন নাই। যদি আমার রূপার চামচ্ থাকিত, তবে তাহা ব্যবহার করিতে দিতাম; কিন্তু সেই লৌহ চামচ্ অপেক্ষা আমার ভাল চামচ্ নাই। পরে তাঁহার মনোদুঃখের কথা ডাক্তর মেসন সাহেবের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া পঁচিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ঐ গৃহিণীর বাটীতে গিয়া আপনার অবিবেচকতার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

৪। জান নিউটন্।

এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক বৃদ্ধাবস্থাতে যখন লণ্ডন নগরে বাস করিতেন, তখন দূরহইতে আগত অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে যাইত। এক দিন তাঁহার কোন

বন্ধু স্কটলণ্ড দেশহইতে আগত কোন সাহেবকে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি কহিলেন, পূর্ব্বে আমি আফ্রিকা দেশস্থ বন্য সিংহস্বরূপ ছিলাম; পরমেশ্বর সেই স্থানে আমাকে ধরিয়া দমন পূর্ব্বক এই মহানগরে আনিয়াছেন; বোধ হয় এই নিমিত্তে আপনি পোষিত বন্য পশুর দর্শনার্থি লোকের ন্যায় আমাকে দেখিতে আইলেন।

মরণের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যক্তির চক্ষে ঝাপ্‌সা লাগিলে পাঠ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। এক দিন প্রাতঃকালীন ভোজনের সময়ে এক জন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন। ভোজনান্তে প্রার্থনার সময়ে ধর্ম্মপুস্তকের দৈবসিক পাঠের এক পদ পাঠ করা গেল। সে পদের ভাব এই, "আমি যে আছি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সেই আছি।" পরে তিনি আপন ব্যবহারানুসারে পাঠের বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত কএকটি কথা কহিলেন, "যে প্রকার লোক হওয়া আমার উচিত, অদ্যাপি আমি সেই প্রকার লোক নই; হায় ২, আমি কেমন অসিদ্ধ ও অসম্পূর্ণ! আর যে প্রকার লোক হওয়া আমার বাঞ্ছা, আমি সেই প্রকার লোকও নই। যাহা মন্দ তাহা আমি ঘৃণা করি, যাহা ভাল তাহার আকাঙ্ক্ষা করি। আর যে প্রকার লোক হওয়া আমার আশা, সেই প্রকার লোক নই। অল্প কালের মধ্যে আমি এই মর্ত্ত্য দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় পাপ ও ত্রুটি ত্যাগ করিব। কিন্তু যে প্রকার লোক হওয়া আমার উচিত ও বাঞ্ছা ও আশা, যদ্যপি সম্প্রতি

সেই প্রকার লোক নহি, তথাপি পূর্ব্বে যে ছিলাম, আমি সেই আর নহি; অর্থাৎ শয়তানের ও পাপের দাস আর নহি। অতএব আমি পৌল প্রেরিতের ন্যায় বলিতে পারি, যে আছি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সেই আছি।"

উক্ত ব্যক্তির স্মরণ শক্তির হ্রাস হইলে তিনি বলিতেন, "আমি অন্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইতে পারি; তথাপি দুই প্রধান বিষয় কখন ভুলিব না, অর্থাৎ আমি মহা পাপী, ও যীশু খ্রীষ্ট মহান ত্রাণকর্ত্তা, এই দুই বিষয় কখন বিস্মৃত হইব না।"

৫। এক জন যুব সৈন্যের কথা।

উক্ত ব্যক্তি শিশু কালে আপন ধার্ম্মিক পিতার নিকটে ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি শোক ও দীনহীনতা প্রযুক্ত দূর দেশে গিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাঁহার কর্ম্ম গেলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সৈন্যবৃত্তি স্বীকার করিলেন। তৎকালে তাহার মনে ধর্ম্ম বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ চিন্তার উদয় হইত বটে, কিন্তু তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ অধর্ম্মরূপ ফাঁদহইতে তাঁহার রক্ষা হইত না, কেবল পাপজন্য সন্তোষ নষ্ট হইত। পরে তাঁহার বড় কাশী হইলে তিনি ক্রমে২ ক্ষয় রোগ প্রাপ্ত হইলেন; তাহাতে চিকিৎসকেরা তাঁহার সেই রোগ অপ্রতিকার্য্য জ্ঞান করাতে সুতরাং ২১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে সৈন্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইল।

যখন তিনি নিজ জন্মদেশে ফিরিয়া আইলেন, তখন আমি সেই স্থানের উপদেশক ছিলাম, অতএব দুঃখি দীনহীনদিগের সহিত আলাপ করণ সময়ে তাঁহার সহিত পুনঃ২ সাক্ষাৎ হইত। আর বায়ুবেগে সমূলোৎপাটিত প্রকাণ্ড বৃক্ষের দর্শনে যেমন মনের দুঃখ জন্মে, তেমনি সেই ক্ষয়রোগি যুবার দর্শনে দুঃখ জন্মিত। সামান্য সৈন্যের বুদ্ধি ও বাক্য অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি ও বাক্য উত্তম ছিল। তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণমনা ছিলেন, কেননা বালক কালে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তৎপরে মনের মধ্যে উৎপন্ন ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তার সহিত আপনার দুরাচরণাদি দোষের তুলনা করাতে তিনি আপনাকে অতিশয় অধম জ্ঞান করিয়া, আমার অনুগ্রহ প্রাপ্তির দিবস অতীত হইয়াছে, এমন অনুমান করিতেন। আমি তাঁহাকে সেই অনুমানের নিরর্থকতা দেখাইতে ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অসীম প্রেম ও দয়া এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞার অমোঘতা প্রকাশ করিতে সযত্ন হইলাম, এবং তাঁহার সাক্ষাতে অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্তকথা পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। তিনি আমার বাক্য স্থির চিত্তে শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলেন বটে, তথাপি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন না। ইহার কারণ এই যে তিনি প্রমাণের মীমাংসা না করিয়া কেবল উপদেশকের সাক্ষ্য মান্য জ্ঞান করিলেন, সুতরাং সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন না। পরে আমি তাঁহাকে গীর্জা ঘরে যাইতে উৎসাহ দিলে তিনি পরিত্রাণের অন্বেষণে অতি উদ্যোগী প্রযুক্ত অতি কষ্টে এক

যান প্রাপ্ত হইয়া এক ক্রোশ দূরস্থ গীর্জায় যাইতে যে ক্লেশ পাইতেন তাহা মানিতেন না। তাঁহার বসতি স্থানের লোকেরা প্রতি রবিবারে অতি প্রত্যূষে পালানুক্রমে এক২ জনের বাটীতে একত্র হইয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিত, পরে আপন২ ঘরে গিয়া আহার করিয়া ঐ দূরবর্ত্তি গীর্জা ঘরে যাইত। সেই প্রাতঃকালীন সভা ঐ রোগগ্রস্ত যুবার পক্ষে ফলদায়ক হইল; বিশেষতঃ তাঁহার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই জন্যে তিনি সাধ্যানুসারে অন্যান্য দুঃখিদের উপকার করণার্থে চেষ্টান্বিত হইলেন। তিনি উত্তম রূপে পাঠ করিতে পারক ছিলেন, অতএব যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিৎ বল থাকিল, তাবৎ রোগগ্রস্ত এক দুঃখি ব্যক্তির গৃহে গিয়া কোন গ্রন্থে ছাপান একটি উপদেশ পড়িতেন। এই রূপে তাঁহার মন খেদান্বিত থাকিলেও ক্রমে২ স্বর্গীয় বিষয়ে আসক্ত হইল।

তৎকালে তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, তথাপি কেহ তাঁহার উপকার করিতে চাহিলে দুঃখিত হইতেন। এক দিন আমি তাঁহাকে শীতে কাঁপিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম, তোমার কি কিছুর অভাব আছে? বল। তাহাতে তিনি বিষণ্ণ মুখে উত্তর করিলেন, না, কিছুরই অভাব নাই। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, অভাব হইলে তো আমাকে বলিবা? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, বলিব। কিছু দিন পরে তাঁহার পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি উক্ত বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, মহাশয়, আমি তাঁহার প্রমুখাৎ এই বিষয় শুনিয়া দুঃখিত

হইয়াছিলাম। তিনি নিতান্ত দুর্গত, কিন্তু তিনি বলেন যে পাদরী সাহেব আমার বড় উপকারী হইয়াছেন; আমি তাঁহাকে আর ভারগ্রস্ত করিতে চাহি না, কেননা তিনি অনেক লোকের সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া আমি তাঁহার উপকারার্থে কিছু পাঠাইলাম, কিন্তু পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে লজ্জান্বিত দেখিলাম। তিনি অতি দরিদ্র ও রোগী হইলেও যাবৎ বাঁচিলেন, তাবৎ সেই প্রকার নির্লোভ থাকিলেন। পরে তাঁহার মন কিছু সুস্থির হইল, অর্থাৎ ত্রাণদায়ক প্রেমের কিরণ তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করাতে তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছা উত্তম জ্ঞান করিয়া নির্ভয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে তিনি পূর্ব্ব বাসস্থানহইতে এক ধার্ম্মিক কুটুম্বের গৃহে নীত হইলেন। আমার ভরসা ছিল যে সেখানে তাঁহার সান্ত্বনার বৃদ্ধি হইবে, কারণ তাঁহার সেই কুটুম্ব এক জন সরল সদাচারি খ্রীষ্টিয়ান লোক ছিলেন। কিন্তু আমাদের বিচারহইতে প্রভুর বিচার ভিন্ন। তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় ত্রাসগ্রস্ত হইল, এবং তিনি আমাকে বলিলেন, আমার মন আরো কঠিন হইতেছে; আমার যে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইয়াছিল, তাহা একেবারে গিয়াছে। আমি বার২ তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ ও প্রার্থনা করিতাম, আর ঐ কুটুম্বও সাধ্যমতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সকলি নিষ্ফল হইল।

অবশেষে মরণের পূর্ব্ব দিনে তাঁহার মনে সান্ত্বনার

উদয় হইল। সেই সান্ত্বনাপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য। তাঁ-হার কুটুম্বের বালকগণের যে একখানা বর্ণমালা ছিল, তাহার মলাট দৃঢ় করণের নিমিত্তে অন্য পুস্তকের এক পাত আটাদ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, সেই পাত খসিয়া গেলে তাহার ভিতরের পৃষ্ঠে ছাপান একটি ধর্ম্মগীত প্রকাশ পাইল। উক্ত যুবা অগ্নির নিকটে বসিয়া সেই গীত পাঠ করিলেন। তাহার সার নিম্নলিখিত পয়ার-দ্বারা প্রকাশ পায়।

মরণের বিষয়।

১। নাহিক বাঁচিবা তুমি আর এক দিন।
ইহা কহি যদি প্রভু দূতেরে পাঠান॥
মম প্রাণ রুদ্ধ যদি ঈশ্বর করয়।
মৃত্যু পরলোক কি বা যাইব কোথায়॥

২। আমার শরীর তুচ্ছ বস্তু অতিশয়।
অরায় মৃত্তিকামধ্যে তাহা লীন হয়॥
যেহেতু মৃত্তিকাহতে নির্ম্মিত সে হয়।
মরণান্তে পুন তাহে লীন হয়ে রয়॥

৩। অমর আত্মার কিন্দ কি দশা ঘটয়।
ব্যক্ত করিবারে মম শক্তি নাহি হয়॥
স্বর্গ সুখ কিম্বা কভু নরক যাতনা।
বর্ণিবারে কেহ ইথে কদাচ এসে না॥

৪। পরম সুখের স্থান কহে স্বর্গবাস।
নিরন্তর পরেশ্বর তথা করে বাস॥
চারি দিগে সাধুগণ স্তব তাঁর করে।
পাপ আর দুঃখ কভু তাদিগে না ধরে॥

৫। নরক কুণ্ডেতে আছে অসীম যন্ত্রণা।
তথা যায় অনুতাপহীন পাপি জনা॥
যাহারা ত্রাতার কৃপা পেতে চেষ্টা করে।
হেন ভয়ঙ্কর স্থান তারা নাহি হেরে॥

৬। পাপিদের জন্যে নিজ প্রাণ যে ত্যজিল।
তাঁহার আশ্রয় লব শীঘ্র করি চল॥
চিরকাল প্রভু সহ বসতি করিব।
মহাপুরস্কার করি ইহারে মানিব॥

ইহার প্রথম শ্লোক যখন তিনি গম্ভীর মনে পাঠ করিলেন, তখন তাহা যে আপনার পক্ষে সফল হইবে, অর্থাৎ তিনি যে পরদিনে মরিবেন, ইহা জানিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় পদ পাঠ করণ সময়ে তিনি নম্রতা ও সংসারের প্রতি বৈরাগ্যসূচক কএকটি কথা কহিলেন। অপর পঞ্চম শ্লোকের পাঠদ্বারা তাঁহার সান্ত্বনা জন্মিল, অর্থাৎ তাহা পড়িবামাত্র তিনি আপনার মাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, এখন আমি সান্ত্বনা পাইলাম। আমি যে অনুতাপহীন পাপী নহি তাহা জানি; আমি ত্রাণকর্ত্তার অনুগ্রহ পাইতে চেষ্টা করি।

উক্ত ব্যক্তি সেই দিনে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেন, এবং পরদিনেও আপনি শয্যার নিকটে গেলেন, কিন্তু দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত শয়ন করিলে পরে অকস্মাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি আপনার পারমার্থিক অবস্থা বিষয়ে অল্প কথা কহিয়াছিলেন, বিশেষতঃ কিছুই শ্লাঘা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার নম্রতা ও পারমার্থিক বিষয়ে সন্তোষ ও একান্ত চেষ্টা এবং পরের প্রতি দয়া এবং অন্তিম কালে ত্রাণকর্ত্তাতে ভরসা, এই সকল লক্ষণদ্বারা আমি

স্থিররূপে জানিলাম যে তিনি পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত শেষ বার সাক্ষাৎ হওন কালে যে২ কথা তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, তাহা তখন স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম, হে যুবক, তুমি ধন্য, কারণ তুমি যদি প্রিয় ত্রাণকর্ত্তাতে স্থির বিশ্বাস করিয়া থাক, তবে এই সংসারের ক্লেশ ও পাপহইতে উদ্ধৃত হইয়াছ ইহা নিশ্চয়।

উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাঁহার কুটুম্ব যাহা বলিলেন, তাহাও আমি উল্লেখ করিব। তিনি নির্ধন ও দুর্ব্বল লোক, এবং অনেক সন্তান প্রতিপালনের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট মনে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কাল যাপন করিতেন। তিনি ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে আপন গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শীত নিবারণার্থে আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপন শয্যাহইতে একখানি কম্বল লইয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যুতে আপনার ভারলাঘব জ্ঞান না করিয়া বলিলেন, আহা! আমার বোধ ছিল যে উহার সহিত পারমার্থিক বিষয়ের কথোপকথন করিতে২ শীতকালের রাত্রি যাপন করিব; কিন্তু ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই উত্তম; আমি তাহাতে অসন্তুষ্ট নই।

৬। শ্রীযুক্ত জেমস হর্বি।

কোন বন্ধু হর্বি সাহেবের সাক্ষাতে তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রশংসা করিলে তিনি আপন বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া বলিলেন, ও মহাশয়, আমার অন্তঃকরণে অহঙ্কাররূপ কত

বারুদ আছে, তাহা যদি তুমি জানিতা, তবে প্রশংসারূপ অগ্নিকণা তাহার ভিতরে ফেলিতা না।

৭। রেনল্ডস্ সাহেব।

এই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রিস্টল নগরে বাস করিতেন। এক দিন তথাকার কোন ভদ্র স্ত্রীলোক এক অনাথ বালকের প্রতিপালনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে তিনি অধিক অর্থ দিলে ঐ স্ত্রী বলিলেন, সেই বালক কিছু বড় হইলে আমি তাহাকে উপকারকের নাম জানাইয়া আপনকার ধন্যবাদ করিতে শিক্ষা দিব। ইহা শুনিয়া ঐ সাহেব উত্তর করিলেন, আপনি অবিবেচনার কথা কহিতেছেন। বৃষ্টি হইলে আমরা মেঘের ধন্যবাদ করি না, কিন্তু মেঘের ও বৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি।

৮। এক জন উচ্চপদস্থ লোকের বিষয়।

এই ভদ্র ব্যক্তির অট্টালিকাহইতে অনতিদূরে যে পল্লীগ্রাম ছিল, তন্নিবাসি কএক জন নির্দ্ধন লোক নিয়মিত সময়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে একত্র হইত, আর তিনিও মৃত্যুর পূর্ব্বে কএক বৎসরাবধি সেই সভাতে যাইতেন। কখন ২ সভা সংস্থাপনের কিঞ্চিৎ পরে তথায় উপস্থিত হইলে ঐ দরিদ্র লোকেরা সমাদর পূর্ব্বক উঠিয়া মর্য্যাদাসূচক স্থান করিয়া তাঁহাকে দিত; কিন্তু তিনি ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিতেন, আমি অতি সামান্য স্থান পাইলেও সন্তুষ্ট হইব। অন্যত্র আমি আপন

পদানুসারে উপযুক্ত স্থানের চেষ্টা করিতে পারি; কিন্তু এই প্রার্থনার সভাতে আমরা সকলে সমান, কেননা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উচ্চপদস্থ ও নীচপদস্থ লোকদের কোন প্রভেদ নাই; তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না।

---

৬ অধ্যায়।

ক্ষমাশীলতা।

১। শ্রীযুক্ত মনমোথ সাহেব।

ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর হইল, লণ্ডন নগরে অতি ধনবান্ এক জন সওদাগর বাস করিতেন। সেই বণিকের এক জন প্রতিবাসী ছিল; সে অতি দরিদ্র হইলেও তাহাকে এত প্রেম করিতেন, যে তাহার অকুলান হইলে তাহাকে কৰ্জ্জ দিতেন, ও যখন চাহিত তখন আপনার সহিত আহার করিতে দিতেন। তৎকালে রাজা ও প্রধান লোক সকল রোমাণ কাথলিক ধৰ্ম্মে দৃঢ়রূপে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রজাগণের মধ্যে ধৰ্ম্মপুস্তক বিষয়ক জ্ঞান উদয় হইতে লাগিল; তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ধৰ্ম্মপুস্তকের প্রতি অনুরাগ কিম্বা রোমাণ কাথলিক ধৰ্ম্মমতে অসন্তোষ প্রকাশ করিত, সে ধরা পড়িলে তাহার প্রতি অতি দুরন্ত ব্যবহার করা যাইত; বিশেষতঃ অনেক লোক দগ্ধ হইত। উক্ত প্রতিবাসি লোকেরা উভয়ে রোমাণ কাথলিক ছিলেন। পরে ঐ ধনী ধৰ্ম্মপুস্তক আলোচনা করিয়া সুসমাচারের আ-

স্বাদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ দরিদ্র পূর্ব্ববৎ রোমাণ কাথলিক থাকিল। এক দিন উক্ত দরিদ্র ব্যক্তি ঐ ধনির সহিত আহার করিতে গেলে ধনী ভোজন পান করণ সময়ে সুসমাচার প্রসঙ্গ ও পাপা সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন; তাহাতে ঐ দরিদ্র ব্যক্তি এমত ক্রুদ্ধ হইল যে ঐ ধনির বাটীতে আর যাইত না, ও তাঁহাহইতে কর্জ্জ আর লইত না, বরং দ্বেষাদি বৈরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গোপনে বিশপদিগের নিকটে গিয়া ঐ ধনির প্রতি বৈধর্ম্ম্য দোস আরোপ করিল। ঐ ধনী তাহার বৈরিতার কারণ না জানাতে অনেক বার তাহার সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না, কারণ ঐ দরিদ্র এমত রাগ করিত, যে তাঁহার সঙ্গে আলাপ কিম্বা সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইত, আর পথের মধ্যে দেখা হইলে সে অন্য দিগে যাইত। এক দিন কোন সঙ্কীর্ণ গলিতে উভয়ে সম্মুখাসম্মুখি হইলে দরিদ্র ব্যক্তি মস্তক হেঁট করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঐ ধনী শীঘ্র তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, ও ভাই, তোমার কি হইল? কি নিমিত্তে আমার প্রতি এত রাগ করিয়াছ? আমি তোমার প্রতি কি অন্যায় করিয়াছি? তাহা বল, তাহাতে আমি কোন মতে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। শেষে ঐ ধনির এই রূপ প্রিয় বাক্যেতে সপ্রকাশ সহিষ্ণুতা ও নম্রতা ও প্রেমদ্বারা দরিদ্রের মন নম্র হইলে সে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা চাহিল। তাহাতে ধনী তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিয়া

তাহার প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহ ও প্রণয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বোধ হয় অন্য কোন২ লোক তাহা না করিয়া এমত তুচ্ছনীয় শত্রুকে ধরিয়া নানা প্রকার ক্লেশ দিত; কিন্তু সেই ধনি ব্যক্তি তাহা করিলেন না। আর তাঁহার ক্ষমাশীলতা নিষ্ফল হইল না, কেননা তদ্দ্বারা ঐ দরিদ্রের কঠিন মন কোমল হইল, তাহাতে সে আপনার ভ্রান্তি ও হিংসাভাব ত্যাগ করণ পূর্ব্বক সুসমাচার গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণের সত্য পথ অবলম্বন করিল।

২। শ্রীযুক্ত ডিরিং সাহেব।

আড়াই শত বৎসর হইল ডিরিং নামক এক জন উপদেশক ইংলণ্ডদেশে বাস করিতেন। এক দিন তিনি মহাভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোকের সহিত আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট এক যুবা ব্যক্তি পুনঃ২ শপথ করিলে তিনি দৃঢ় রূপে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি অপমান জ্ঞান করিয়া এক বাটি সুরা তাঁহার মুখে নিক্ষেপ করিলে ডিরিং সাহেব তাহাতে মনোযোগ না করিয়া আপনার মুখ মুছিয়া পূর্ব্ববৎ আহার করিলেন। পরে ঐ যুবক পুনর্ব্বার শপথ করিলে ডিরিং সাহেব তাঁহাকে পুনর্ব্বার ভর্ৎসনা করিলেন। ইহাতে ঐ যুবক অতিশয় রাগ করিয়া তাঁহার মুখে আর বার পূর্ব্বের ন্যায় সুরা নিক্ষেপ করিলেন। এই দ্বিতীয় বারও ডিরিং সাহেব মনোযোগ না করিয়া ঈশ্বরের অনুরোধে নম্রতা পূর্ব্বক অপমান সহ্য করিলেন।

ইহা দেখিয়া ঐ যুবক চমৎকৃত হইয়া আপন আসন-হইতে উঠিয়া ডিরিং সাহেবের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, কেহ যদি আমার এই রূপ অপমান করিত, তবে আমি এই খড়্গদ্বারা তাহাকে বধ করিতাম। "তুমি কুক্রিয়াতে পরাজিত না হইয়া উত্তম ক্রিয়াদ্বারা কুক্রিয়াকে পরাজয় কর," ধর্ম্মপুস্তকের এই বাক্যের অর্থ ঐ ঘটনাদ্বারা সপ্রকাশ হয়।

৩। শ্রীযুক্ত জন এলিয়ট।

এই উপদেশক আমেরিকা দেশীয় ইণ্ডিয়ান লোক-দের নিকটে প্রেরিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আর খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে সম্মিলন ও ঐক্য সংস্থাপন করিতে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কোন মণ্ডলীতে বিবাদ উপস্থিত হইলে এলিয়ট সাহেব তাহার অধ্যক্ষকে বলিতেন, মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা অবাধ্য, তাহাদিগকে তুমি প্রণয়দ্বারা পরাভব কর, এবং সহ, ও ধৈর্য্য কর, ও ক্ষমা কর, এই তিন বিধির তাৎপর্য্য অভ্যাসদ্বারা বুঝিতে চেষ্টা কর। আর তিনি শান্তির চেষ্টাতে কখন২ দোষাদোষের বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিতেন। এক দিন বিবাদকারি দুই লোকের বিবাদ সম্পর্কীয় কাগজ পত্র মীমাংসার্থে উপদেশকদিগের সভায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের অনৈক্য নিতান্ত অনুচিত জ্ঞান করিয়া সমুদয় কাগজ পত্র একেবারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, ইহাতে তোমরা চমৎকার

বোধ করিও না, কারণ তোমাদিগের সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে অদ্য প্রাতে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করণ সময়ে ইহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম।

৪। আলেক্সান্দ্রিয়া নগরস্থ বিশপের বিষয়।

কোন সময়ে দরিদ্রদিগের উপকার করণ বিষয়ে নিকীতাস নামক স্বদেশীয় এক জন প্রধান ব্যক্তির সহিত এই বিশপের বিবাদ হইলে সেই বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্তে সভা স্থাপিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। উক্ত বিশপ মহাশয় দরিদ্রদের পক্ষ ছিলেন, কিন্তু নিকীতাস মুদ্রাদানে অসম্মত ছিলেন। এই বিবাদ ভঞ্জনার্থে যে সভা হইল, তাহাতে সম্মিলন হওয়া দূরে থাকুক, বরং রাগের এমত বৃদ্ধি হইল, যে উভয় পক্ষের লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক একগুঁয়া হইয়া আপন ২ বাটীতে চলিয়া গেল। নিকীতাস সভাহইতে বহির্গত হইলে পর এই বিশপ আপনার অনম্যতা বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার অভিপ্রায় উত্তম হইলেও তিনি মনে ২ কহিলেন, আমার এমত রাগ ও একগুঁয়ামিতে পরমেশ্বর কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? আর বেলা অবসান হইতেছে; আমার রাগ থাকিতে কি সূর্য্যকে অস্ত হইতে দিব? ইহা অধর্ম্ম এবং পৌল প্রেরিতের আজ্ঞার বিরুদ্ধ। অতএব তিনি কতকগুলিন মান্য বন্ধুকে নিকীতাসের সমীপে, হে মহাশয়, সূর্য্য অস্ত হইতেছে, এই কথামাত্র বলিতে পাঠাইলেন। নিকীতাস ইহা শুনিবামাত্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিশপ

মহাশয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে পিতঃ, এই বিষয়ে ও অন্যান্য তাবৎ বিষয়ে আমি আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব। পরে তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিবাদের শেষ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত কিল্‌পিন সাহেব।

এই ব্যক্তি নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাঁহার মৃদুশীলতার প্রমাণ। এক দিন সন্ধ্যাকালে যখন তিনি এক গলি দিয়া যাইতেছিলেন, এমত কালে এক জন মাতাল উপস্থিত হইয়া, ওরে জান বনিয়ান, তোর পক্ষে ঐ স্থান উত্তম, ইহা বলিয়া তাঁহাকে নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল। তাহাতে তিনি ধৈর্য্য পূর্ব্বক উঠিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিজনগণের নিকটে এই ঘটনার বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমাকে সেই মহাশয়ের নাম করিয়া ডাকাতে আমি অপমানকে মান জ্ঞান করি।

৬। শ্রীযুক্ত লী রিচ্‌মণ্ড।

কোন সামান্য লোক আপনাকে ধর্ম্মের বিষয়ে উদ্‌যোগী বলিলেও ধার্ম্মিকের অযোগ্য আচরণ করিয়াছিল। পরে এক দিন তাহার বিষয়ে অন্য পাদরী সাহেবের সহিত এই মহাশয়ের কথোপকথন হইলে ঐ দ্বিতীয় সাহেব বলিলেন, আমি এমত কাল্পনিক লোকদিগকে সহ্য করিতে পারি না, আর সেই ব্যক্তিকে দেখিব না। তাহাতে রিচ্‌মণ্ড সাহেব বলিলেন, হে ভাই, এমত

যেন না হয়; কারণ আমাদের নম্র ও ধীরমনা হওয়া উচিত। আপনি জানেন, যিহূদার আজ্ঞানুসারে বিশেষ করিয়া বিচার করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর এক পার্শ্বে সুযোগ ও অন্য পার্শ্বে শয়তান থাকিলে যদি ঈশ্বরের সহায়তা না থাকে, তবে বলুন, আমার কিম্বা আপনকার দশা কি হইবে ?

৭। শ্রীযুক্ত শামূয়েল পিয়ার্স।

এই ব্যক্তি বর্মিংহাম নগরস্থ এক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ডাক্তর কেরি সাহেবের আত্মীয় বন্ধু প্রযুক্ত তাঁহার সহিত বঙ্গদেশে সুসমাচার প্রচার করিতে অতি ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতাদ্বারা নিবারিত হইলেন। পরে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উইলিয়ম পিয়ার্স এই দেশে আসিয়া খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনার্থে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিলেন। শামূয়েল পিয়ার্স সাহেবের এই রীতি ছিল যে আপনার সাক্ষাতে পরনিন্দা করিতে কাহাকেও দিতেন না, এবং অনাবশ্যক হইলে পরের দোষ প্রকাশ করিতেও দিতেন না। এক দিন দুই জন বন্ধু তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক জন কোন কারণ বশতঃ বাহিরে গেলে অন্য ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে লাগিলেন। তাহাতে পিয়ার্স সাহেব বলিলেন, তিনি অদ্য এই স্থানে আছেন, অতএব গোপনে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া সেই দোষ তাঁহাকে জানাও; তাহা করিলে তাঁহার পক্ষে ফলদায়ক হইতে পারে।

৮। এক জন আমেরিকাদেশীয় ধার্ম্মিক লোকের বিষয়।

এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির অশ্ব রাজপথে ভ্রমণ করিলে এক জন প্রতিবাসী তাহা ধরিয়া থানায় লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিল। পরে উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ঐ ধার্ম্মিককে বলিল, আমি রাজপথে তোমার অশ্ব ধরিয়া থানাতে আটক করাইয়াছি, আর বার ধরিলে সেই রূপ করিব। ইহা শুনিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিলেন, অল্প দিন হইল আমি রাত্রিকালে গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার গোরু সকলকে আমার বাগানের মধ্যে চরিতে দেখিলাম; তাহাতে আমি গিয়া তাহাদিগকে তোমার খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া রাখিলাম; আর বার দেখিলে সেই রূপ করিব। ইহা শুনিয়া সেই প্রতিবাসী বিস্ময়াপন্ন হইয়া থানাতে গিয়া আপনার কড়ি দিয়া ঘোটককে মুক্ত করিয়া কর্ত্তার নিকটে পুনর্ব্বার আনিল। দেখ, কোমল বাক্য রাগ দূর করে।

৯। ডাক্তর ওয়াল।

এই ব্যক্তির যাদৃশ বিজ্ঞতা ও ধার্ম্মিকতা, তাদৃশ সুশীলতা ও নম্রতা ছিল। ইহাঁর প্রতি অন্যায় করিলে ইনি এই কথা কহিতেন, এক বার অন্যায় করা অপেক্ষা এক সহস্র বার অন্যায় সহ্য করা ভাল; ও এক বার প্রতিহিংসা করা অপেক্ষা শত বার হিংসা সহ্য করা ভাল। এবং হিংসিত হইলে এক বার নালিষ করা কিম্বা মোক-

দ্দমার দ্বারা নিজ অধিকার রক্ষা করা অপেক্ষা বরং অনেক অন্যায় সহ্য করা আমার শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। কেননা আমি অনেক বার দেখিয়াছি, উচ্চপদস্থের সহিত বিবাদ করা নির্বোধের কর্ম্ম; ও সমপদস্থের সহিত বিবাদ করা সন্দেহের স্থল; এবং নীচপদস্থের সহিত বিবাদ করা নীচের কর্ম্ম। কখন ২ মোকদ্দমা না করিলে নয়; কিন্তু অন্যায় প্রভৃতি দোষ ব্যতিরেকে মোকদ্দমা করা মানুষের শক্তির প্রায় অসাধ্য, আমার এমত বোধ হয়।

১০। শ্রীযুক্ত ডড্ সাহেব।

ডড্ সাহেবের এক জন শ্রোতা তাঁহার শক্ত ও চেতনাদায়ক উপদেশ শ্রবণে রাগান্বিত হইয়া হঠাৎ মুষ্ট্যাঘাতে তাঁহার দুইটি দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাতে তিনি কোন অপমান বোধ না করিয়া ঐ ভগ্ন দন্ত হস্তে লইয়া বলিলেন, ও হে, তুমি অকারণে রাগ করিয়া আমার এই দুইটি দন্ত ভগ্ন করিলা। ভাল, আমার দন্তের ভঙ্গদ্বারা যদি তোমার পারমার্থিক মঙ্গল হইতে পারে, তবে আমার যত দন্ত আছে, সেই সকলকে ভাঙ্গিবার অনুমতি আমি তোমাকে দিব। এই রূপে তিনি কুক্রিয়াতে পরাজিত না হইয়া উত্তম ক্রিয়াদ্বারা কুক্রিয়াকে পরাজয় করিলেন।

১১। আমেরিকা দেশীয় এক সাহেবের বিষয়।

ডাক্তর দুয়াইট্ বলেন, বহু দিবস গত হইল, আমার পরিচিত এক জন উগ্রস্বভাব লোক আপনার এক জন

ধার্ম্মিক বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি পাইয়া তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি অতিশয় রাগ করিয়া ঐ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিস্তারিত রূপে আপনার ক্ষতির বর্ণনা প্রকাশ করিলেন, এবং কটুকাটব্য পূর্ব্বক তাঁহাকে নিন্দা করিতে তাঁহার মনস্থ ছিল, কিন্তু তাহা করণের অবকাশ পাইলেন না; কেননা তাঁহার বন্ধু একেবারে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া বহু বিনতি পূর্ব্বক দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না; সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে নিন্দা করণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে না পারাতে এক প্রকার অসন্তুষ্ট মনে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তিনি মনে২ কহিলেন, আমি পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, ধর্ম্মের অল্প গুণ আছে, কিন্তু এই ক্ষণে বোধ হয় তাহারি অধিক গুণ আছে। আমি ঐ ধার্ম্মিক বন্ধুকে যেমন রাগের ও অহঙ্কারের কথা কহিয়াছি, তেমন কথা যদি আমাকে কেহ কহিত, তবে উহাঁর ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সরল ও নম্র ভাবে দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা ও পরিশোধের প্রতিজ্ঞা করা আমার অসাধ্য হইত। আমি উহাঁর মৃদুতার পরিবর্ত্তে রাগ করিতাম, ও উহাঁর নম্রতার পরিবর্ত্তে অহঙ্কারী হইতাম। সুতরাং ঐ ব্যক্তির ও আমার ভাবের অনেক বিভিন্নতা আছে। উনি যে ধর্ম্মের আশ্রিত তাহার বিশেষ গুণ অবশ্য আছে, তৎপ্রযুক্তই উনি আমাহইতে নম্র ও সুশীল ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে ইহা বিবেচনা করি নাই; কিন্তু সম্প্রতি আমার বিবেচনা করা ও নম্র হওয়া উচিত।

সেই অবধি তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তন হইল। আর কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া উপদেশকের পদ গ্রহণ করিলেন।

১২। শ্রীযুক্ত ফিলিপ্ হেনরি।

উক্ত মহাশয় এমত মৃদুশীল ও প্রণয়ী ছিলেন যে সকল লোক তাঁহাকে স্বর্গীয় স্বভাব বিশিষ্ট বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিত। তিনি বিবাদ বিষয়ে এই বলিতেন; প্রায় সমুদায় বিবাদে উভয় পক্ষের দোষ থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক দোষী, সে অন্যাপেক্ষা অধিক কলরব করে। এক দিন কোন স্ত্রী আপন ক্রূর স্বামির বিষয়ে তাঁহার সমীপে কাতরোক্তি করিয়া কহিল, আমার উপায় কি, তাহা বলুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তুমি ঘরে গিয়া তাহার পক্ষে আরও উত্তমা ভার্য্যা হও, তাহাতে সেও তোমার পক্ষে আরও উত্তম ভর্ত্তা হইবে।

১৩। ডাক্তর বুর্হাব।

উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষেরা বহু বার নিন্দা করিলেও তিনি তাহাদের কথা এক বারও মুখে না আনিয়া বলিতেন, নিন্দা অগ্নিকণাস্বরূপ; তাহাতে ফুঁ না দিলে প্রজ্বলিত হইতে না পারাতে সে আপনি নিবিয়া যায়। নিন্দা নিবারণের উত্তম উপায় সদাচরণ এবং নিন্দকের নিমিত্তে প্রার্থনা।

১৪। জান্ ব্রুন।

এক দিন এই ব্যক্তির নিকটে কোন প্রতিবাসি ধনি

লোকের দাস আসিয়া কহিল, আমার প্রভু আপনাকে তাঁহার বাগানে কিম্বা ক্ষেত্রে বেড়াইতে নিষেধ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, তোমার প্রভুকে আমার প্রণাম দিয়া জানাও, তিনি আমার বাগানে আসিলে আমি সন্তুষ্ট হইব, আর আমার গৃহে পদার্পণ করিলে আমি আরো আনন্দিত হইব। এই কথা শুনিয়া সেই ধনি লোক প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত চিরবন্ধুতা করিল।

১৫। তাড়নাগ্রস্ত খ্রীষ্টিয়ান ব্যক্তির বিবরণ।

এক জন দুরাত্মা দেবপূজক এক জন খ্রীষ্টিয়ানকে অতিশয় নির্দয় রূপে বেত্রাঘাত করত বলিল, তোর নিমিত্তে খ্রীষ্ট কি করিয়াছেন? সে উত্তর করিল, তোমার এই নিষ্ঠুর আচরণ ক্ষমা করণের শক্তি আমাকে দিয়াছেন।

---

৭ অধ্যায়।

সাহস ও নির্ভয়তা।

১। তাড়নাগ্রস্তা নারীর বিবরণ।

তাড়নার সময়ে একটি ধার্ম্মিকা স্ত্রী বলিতেন, আমার কখন অকুলান হইবে না, কারণ ঈশ্বর আমার কুলান করিয়া দিবেন। কিছু দিন পরে সেই স্ত্রী ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ প্রযুক্ত কোন শত্রুকর্তৃক ধৃতা হইয়া এক জন অধার্ম্মিক বিচারপতির নিকটে আনীতা হইলে বিচারপতি

তাঁহাকে বলিলেন, আঃ! এ বার তোকে পাইয়াছি। তোকে ধরিতে অনেক দিন অবধি আমার চেষ্টা ছিল। এই ক্ষণে কারাগারে পাঠাইয়া দি; সেখানে কি রূপে আহার পাবি? ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী বলিল, আমার স্বর্গস্থ পিতার অভিমত হইলে আপনকার মেজহইতে আহার পাইতে পারি। পরে তাঁহার কথানুসারে ঘটিল; অর্থাৎ ঐ বিচারকর্ত্তার পত্নী তৎকালে সেখানে উপস্থিতা থাকাতে উক্ত ধার্ম্মিকা স্ত্রীর স্থৈর্য্যে বিস্ময়াপন্না হইয়া দয়াপূর্ব্বক তাহাকে খাদ্য দ্রব্য যোগাইয়া দিতে লাগিলেন; তাহাতে সে যত দিন কারাগারে ছিল, তত দিন তাহার কিছু অকুলান হইল না। আর পরমেশ্বর ঐ দয়ালু কর্ত্রীর মন ফিরাইয়া তাঁহাকে পরিত্রাণের পাত্র করিলেন।

২। বিশপ হুপর।

ইংলণ্ডীয় মেরী নাম্নী মহারাণী রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মে অতি দৃঢ় রূপে আসক্তা থাকাতে তাঁহার রাজত্বকালে অনেক ধার্ম্মিক লোকের প্রাণদণ্ড হইত; তাহাদের মধ্যে উক্ত বিশপ হুপর এক জন। তাঁহাকে দগ্ধ করণের আজ্ঞা দত্ত হইলে এক জন বন্ধু তাঁহাকে বলিল, যদি আপনি রোমাণ কাথলিক ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তবে অনায়াসে অপমৃত্যুহইতে রক্ষা পাইয়া সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন। বিবেচনা করুন, মৃত্যু তিক্ত, জীবন মধুর। ইহা শুনিয়া হুপর সাহেব উত্তর করিলেন, আগামি মৃত্যু আরও তিক্ত, এবং আগামি জীবন আরও মধুর। আমি তোমাদিগের সমীপে যে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি,

তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বরং ঐহিক জীবন হেয় জ্ঞান করিয়া মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। পরে তিনি যখন দগ্ধ হওনার্থে শূলে বদ্ধ হইতেছিলেন, তখন মহারাণীর ক্ষমাপত্র সম্বলিত একটি কৌটা তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বার ২ এই কথা কহিলেন, যদি তোমরা আমার পারমার্থিক মঙ্গল চাও, তবে এটা লইয়া যাঁও।

৩। হাপ্‌সি বাদ্যকর।

জামেকা উপদ্বীপস্থ এক জন ভদ্র ব্যক্তির গৃহে শাম নামক এক জন হাপ্‌সি দাস্য বৃত্তি করিত। যদ্যপি সে ক্রীত দাস ছিল, তথাপি আপন প্রভুর গৃহে থাকিয়া বেহারার কর্ম্ম করিত, সুতরাং তাহার বড় ক্লেশ হইত না। সে সেতারা যন্ত্র উত্তম রূপে বাজাইত, এই জন্যে হাপ্‌সি ও ইংরাজদিগের আমোদ প্রমোদ করণ সময়ে তাহাকে আহ্বান করা যাইত। তৎপরে সে এক দিন অনন্ত জীবনের বার্ত্তা শুনিয়া মনে চেতনা পাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল; তাহাতে সে আপন সেতারাকে ফাঁদস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কেননা সে ভাবিল, যদি আমি ইহা না ভাঙ্গিয়া কেবল বিক্রয় করি, তবে কি জানি, সেই টাকাদ্বারা অন্য একটী সেতারা কিনিব। কিছু দিন পরে তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, অল্প দিনের মধ্যে কোন কার্য্যের নিমিত্তে তোমাকে সেতারা বাজাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া সে বলিল, ও সাহেব, আমার সেতারা ভাঙ্গিয়াছে। ইহাতে প্রভু বলি-

লেন, তবে তাহা সারাইতে হইবে। ইহা শুনিবামাত্র শাম কহিল, তাহা খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে। প্রভু কহিলেন, তবে আমরা একটি নূতন কিনিব। ইহা শুনিয়া শাম বলিল, তাহাতে বা কি হইবে? তাহাও শীঘ্র ভগ্ন হইবে। তখন ঐ বাদ্যযন্ত্র ধর্ম্মার্থে ভগ্ন হইয়াছে, এমত সন্দেহ করিয়া তাহার ধর্ম্মদ্বেষি প্রভু কহিলেন, হে শাম, তুমি কি সেই হতবুদ্ধি লোকদের সঙ্গী হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাক? শাম উত্তর করিল, সত্য বটে, আমি তাহা করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া তাহার প্রভু অতিশয় রাগ করিয়া কহিলেন, আমি তোকে দণ্ড দিব, ও দারুণ প্রহার করিব। শাম কহিল, হে প্রভো, তাহাতে বা কি হইবে? কশাঘাতও আমার অন্তরহইতে ধর্ম্মকথা ছাড়াইবে না। তখন তাহার কর্ত্তা কহিলেন, যদি তোর এই রূপ মনস্থ হয়, তবে তুই আমার কুঠীতে চাকরি না করিয়া আমার ক্ষেত্রের কর্ম্ম করিয়া কাল যাপন করিতে যা। ইহা শুনিয়া শাম কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চল হইল না; কারণ সে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বিবেচনা করিয়াছিল। অতএব তাহার কর্ত্তা তাহাকে ইক্ষুক্ষেত্রে পাঠাইলেন; তাহাতে প্রথমে রৌদ্র ও পরিশ্রম প্রযুক্ত তাহার শারীরিক ক্লেশ ও আন্তরিক দুঃখ বোধ হইল, তথাপি অল্প কালের মধ্যে তাহার মন সুস্থির হইল; কেননা ঐ ক্ষেত্রে তাহার তিন শত সঙ্গি দাস থাকাতে সে তাহাদের ত্রাণাকাঙ্খী হইয়া কর্ম্ম করণ কালীন তাহাদিগকে ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক প্রসঙ্গ কহিতে এবং উপদেশ শ্রবণে প্রবৃত্তি দিতে লাগিল। তাহাতে উক্ত তিন শত ব্যক্তির মধ্যে

প্রায় অর্দ্ধেক লোক তদনুযায়ি কর্ম্ম করাতে নিত্য ২ ধর্ম্মালয়ে যাইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহার প্রভু এই কথা শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুই আমার দাসদিগকে কেন দুঃখ দিতেছিস? প্রার্থনাকারি দাসগণেতে আমার প্রয়োজন নাই। ইহাতে শাম বলিল, বোধ হয় তাহারা বড় দুঃখিত নয়; তাহারা কি পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মে অধিক ত্রুটি করে? কিম্বা তাহারা কি অবাধ্য হইয়াছে? ইহা শ্রবণ করিয়া প্রভু কহিলেন, এ তোর কর্ম্ম নয়; তুই আমার লোকদিগকে আর দুঃখ দিস্ না। শাম উত্তর করিল, হে প্রভো, আমি একটি কথা কহি। যে পারমার্থিক অন্নেতে আমার মন তৃপ্ত হয়, সেই অন্নেতে আমার হাপ্‌সি ভ্রাতৃগণের মন তৃপ্ত হইতে পারে। আর নরক এড়াইলে যেমন আমার মঙ্গল হয়, তেমন উহাদেরও মঙ্গল হয়। আর স্বর্গ যদি আমার পক্ষে উত্তম স্থান, তবে উহাদের পক্ষেও উত্তম স্থান। আমি প্রার্থনা করিয়া থাকি; বিশেষতঃ আপনকার নিমিত্তেও করিয়া থাকি। বোধ হয় মহাশয় আপনি যদি এক বার গিয়া উপদেশকের বাক্য শ্রবণ করেন, তবে আর কখন বিরত হইবেন না। ইহা শুনিয়া তাহার প্রভু অধৈর্য্য হইয়া শামের নিন্দা করিয়া রাগপূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করিলেন।

শাম যে কঠিন বেত্রাঘাতের আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল নিন্দিত হওয়াতে আনন্দমনে প্রস্থান করিয়া, এখন আমি ঈশ্বরোদ্দেশে কি করি? এমন চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার প্রভুর আর ২

তালুক ছিল, তাহাতে ন্যূনাধিক দুই সহস্র হাপ্‌সি দাস চাস বাস করিত। শাম তাহাদের মঙ্গলার্থে বিবেচনা করিয়া দৈবসিক কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাহার মধ্যে কোন তালুকে গোপনে গিয়া লোকদিগকে একত্র করিয়া প্রভুর কথা কহিত, এবং উপদেশকের বাক্য শ্রবণ করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিত। সে এই রূপ কর্ম্ম সপ্তাহে দুই তিন বার করিত। শনিবার তাহার ছুটী হওয়াতে সে কোন দূরস্থ তালুকে গিয়া তত্রস্থ হাপ্‌সিদিগকে বলিত, আইস আমরা কল্য রবিবার উপদেশকের নিকটে যাইয়া উপদেশ শুনি। তাহার এই রূপ শ্রম করাতে প্রায় পাঁচ শত লোক শ্রোতা হইল, তন্মধ্যে চল্লিশ জন কোন মণ্ডলীতে গৃহীত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিল।

অপর কোন কারণ বশতঃ তাহাদের উপদেশককে কিয়ৎকালের নিমিত্তে দেশান্তরে যাইতে হইলে তিনি এই হাপ্‌সিকে বলিলেন, আমার ভয় হয়, পাছে আমি মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া গেলে পালকবিহীন পালের ন্যায় তোমাদের ক্ষতি হয়। ইহাতে শাম উত্তর করিল, প্রধান মেষপালক সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী। যদিও উপদেশক মহাশয় যান, তথাপি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যাইবেন না; আর আমরা দুর্ব্বল বটি, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলবান।

৪। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি এক জন তুরুক লোকের বিষয়।

পশ্চাল্লিখিত বিবরণে ঐশ্বরিক বাক্যের গুণ এবং বিপত্তিকালীন প্রভুর প্রতি প্রেমের প্রাবল্য প্রকাশ পায়।

ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর হইল স্মির্না নামক নগরে একরূপ ব্যবসায়ি এক জন তুরুক ও এক জন গ্রীক পরস্পর অতি নিকট বাস করিতেন। উক্ত তুরুক মিতুলীনী উপদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্যে গ্রীক ভাষা উত্তম রূপে জ্ঞাত ছিলেন। আর উক্ত গ্রীক আথেন্স নগর-হইতে আসিয়াছিলেন, আর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সঙ্গে দোকানে ছিলেন। ঐ তুরুক বার২ আপনার গ্রীক প্রতিবাসিকে দেখিতে যাইতেন। এক দিন তথায় গেলে কেবল ঐ বালক ঘরে ছিলেন, আর তিনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছি-লেন। তুরুক তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কিঞ্চিৎ অস-ন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, এ পুস্তকের নাম কি? ইহাতে ঐ বালক এক প্রকার অবহেলা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, এ আমাদের কেতাব অর্থাৎ শাস্ত্র। অপর আরও কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইলে ঐ তুরুক বাহিরে গেলেন। যাই-বামাত্র বালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া কথোপকথনের সার বুঝিয়া কনিষ্ঠকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিলা? ঐ তুরুককে খ্রীষ্টিয়ান হইতে বলি-লা? উনি যদি আমাদের নামে নালিশ করেন, তবে আমরা মারা পড়িলাম। আমরা কারাবদ্ধ হইব, এবং আমাদের সমস্ত ধন লুটিত হইবে, বরং প্রাণও যাইতে পারে। ভ্রাতার এই রূপ তিরস্কারে সেই যুবক কাঁপিতে-ছিলেন, ইতিমধ্যে উক্ত তুরুক প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অধৈর্য্য দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাহিরে গিয়াছিলেন; অতএব সেই যুবক

সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলেন; তাহাতে ঐ তুরুক দিব্য করিয়া বলিলেন, আমি কখন তোমার নামে নালিশ করিব না; কিন্তু বিনয় করি, তোমার ধর্ম্মপুস্তকের কোন ২ কথা পাঠ কর, আমি শুনিতে চাই। তাহাতে সে যুবক সাহস করিয়া পাঠ করিলে তুরুক মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন। আর যত শুনিলেন, ততই শুনিবার ইচ্ছা বাড়িল। অতএব তদবধি তিনি আপন গৃহের গবাক্ষ দিয়া যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বাহিরে যাইতে দেখিতেন, তখন আপনার সুসময় জানিয়া ঐ যুবা ব্যক্তির নিকটে যাইতেন, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ শ্রবণ করিতেন।

এই রূপে কএক মাস গত হইলে সে তুরুক আপন পৈতৃক মহম্মদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। ইহা অতিশয় ভয়ের কর্ম্ম; কারণ যে কোন তুরুক লোক মহম্মদি ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহার শিরশ্ছেদন করা যায়, এই রীতি ঐ দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে; এবং যে কোন খ্রীষ্টিয়ান প্রজা সেই অভিপ্রায়ে কোন তুরুকের সাহায্য করে, সেও ভারি দণ্ড পায়। তথাপি অল্প বৎসরাবধি তুরুক লোকেরা খ্রীষ্টিয়ান প্রজাদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ নিষ্ঠুর আচরণ আর করে না। পরে ঐ তুরুক সমুদয় বিষয় বিক্রয় করিয়া এক জন গ্রীক মতাবলম্বি পুরোহিতের নিকটে গিয়া আপন মনের ভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সেই পুরোহিত তাঁহার কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাকে দূরে যাইতে বিনতি করিলেন; কারণ তুরুকের খ্রীষ্ট-

ধর্ম্ম অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞান করাতে তাঁহার সন্দেহ ও ভয় জন্মিল। বিশেষতঃ কোন২ তুরুক লোক খ্রীষ্টিয়ান প্রজাদিগকে দণ্ডনীয় করণের আশয়ে ছল করিয়া তাহাদের নিকটে খ্রীষ্টিয়ান হইবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। ঐ তুরুক তাঁহার কঠিন উত্তরে চঞ্চল না হইয়া নগরের অন্য এক পুরোহিতের সমীপে গেলেন; তিনিও তাঁহাকে দূর করিলেন। তখন আর কোন লোক তাঁহাকে ক্ষুণ্ণমনা দেখিয়া আথস গিরিতে যাইবার পরামর্শ দিল।

এই স্থলে গ্রীক মণ্ডলীর বিষয়ে দুই এক কথা লেখা আবশ্যক। উক্ত মণ্ডলীর লোকেরা অধিকাংশ ধর্ম্ম বিষয়ে অতি অজ্ঞান, এই জন্যে মরিয়ম প্রভৃতি সাধু লোকদের ছবির পূজা ধর্ম্মের সার জ্ঞান করে; আর তাহাদের মধ্যে কোন২ লোক সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হয়, কিম্বা সংসারত্যাগি অন্যান্য লোকের সহিত মঠে আশ্রয় লয়। উক্ত আথস পর্ব্বত অতি দুর্গমা, এই জন্যে উদাসীনেরা তাহাকে আপনাদের উপযুক্ত বসতি স্থান জ্ঞান করে; অতএব সেই পর্ব্বতে অনেক২ আখড়াতে ও তন্নিকটবর্ত্তি বনে শত২ সংসারত্যাগি লোক থাকে, আর গ্রীক মতাবলম্বিরা তাহাকে এক প্রকার পুণ্যস্থান বা তীর্থস্থান জ্ঞান করে।

অনন্তর ঐ যুব তুরুক পূর্ব্বোক্ত পরামর্শানুসারে সেই আথস পর্ব্বতে গমন করিলেন, কিন্তু স্মির্না নগরস্থ গ্রীক লোকদের ন্যায় তথাকার লোকেরাও তাঁহাকে বি-শ্বাস করিল না, বরং স্মির্না নগরস্থ স্বজাতীয়দের কোন

ছল ভাবিয়া আরও সন্দেহ করিল। অতএব ঐ তুরুক যে২ আখড়াতে গেলেন, সেই সকল আখড়ার লোকেরা ভয় পাইয়া তাঁহাকে দূর করিল। শেষে বনবাসি কোন বৃদ্ধ উদাসীনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই বৃদ্ধের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হইল বটে, তথাপি তিনিও তথাকার কোন মঠের অধীন হওয়া প্রযুক্ত মঠ নিবাসিদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁহার সাহায্য করিতে অপারক ছিলেন, অতএব তিনিও তাঁহাকে বিদায় করিলেন। তৎকালে ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে এক জন যুব পুরোহিত ছিলেন, তিনিও বিদায় হইলে ঐ তুরুক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন, এবং যাইতে২ নীরব থাকিয়া অনেক ক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। ইহা দেখিয়া উক্ত পুরোহিত বলিলেন, তুমি কি সরল মনে খ্রীষ্টিয়ান হইতে ইচ্ছা কর? ইহাতে তুরুক বলিলেন, সত্য বটে। পরে সেই পুরোহিত বলিলেন, যদি এমন হয়, তবে আমার সঙ্গে আইস; আমি তোমাকে একটি গোপনীয় স্থান দেখাই, সেই স্থানে রৌদ্র ও বৃষ্টি ও শীতহইতে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা পাইবা, আর আমি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া তোমাকে শিক্ষা দিব। তদনুসারে সেই তুরুক উক্ত গোপনীয় স্থানে কএক মাস থাকিয়া শারীরিক ও পারমার্থিক আহার প্রাপ্ত হইতেন। পরে ঐ বৃদ্ধের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওনানন্তর বাপ্তাইজিত * হইয়া তদবধি দুই তিন বৎসর আশ্রমে বাস করিলেন।

অনন্তর মিতুলীনীতে তাঁহার যে বৃদ্ধ মাতা ও এক জন

---

* বাপ্তাইজিত। কেহ ২ বলে, এই শব্দের অর্থ কেবল অবগাহিত; আর কেহ ২ বলে, তাহা স্নান কিম্বা ছিটান।

ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা বিষয়ে অতিশয় ভাবিত হওয়াতে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে আপনার ঐ জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে স্থির করিলেন। তৎকালে মিতুলীনী উপদ্বীপের সম্মুখস্থ সমুদ্রতীরে কিদোনীয়া কিম্বা হাইবালি নগর নামক গ্রীক লোকদের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান ছিল। সেই নগরে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কোন মহম্মদি লোক বাস করিত না। অতএব ঐ তুরুক লোক জলপথে আথস-হইতে সেই কিদোনিয়া নগরে নিরাপদে গিয়া নিকটবর্ত্তি মিতুলীনী উপদ্বীপে গমনার্থে অন্য নৌকাতে আরোহণ করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই নৌকাতে এক জন পরমিট্ সরকার ছিল; সে তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহার পরিচয় দিল। তাহাতে একেবারে জিজ্ঞাসা হইলে তিনি উত্তর করিলেন, আমি খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছি, এবং যাবজ্জীবন খ্রীষ্টিয়ান থাকিব। ইহাতে তিনি ধৃত হইয়া মাগ্নীষিয়া নগরস্থ কারাগারে বদ্ধ হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন; তথাপি তাঁহার মতির বৈলক্ষণ্য হইল না।

এই দুর্ঘটনার সমাচার শুনিয়া কিদোনিয়া নিবাসি খ্রীষ্টিয়ানেরা অতিশয় দুঃখিত হইল, বিশেষতঃ তথাকার অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ গ্রেগরি আপন ছাত্রগণকে বলিলেন, আইস আমরা তাঁহার নিমিত্তে প্রার্থনা করি; এবং যদি পারি, তবে যাহাতে কারাগারে তাঁহার কিছু সান্ত্বনা হয়, এমত কোন উপায় স্থির করি। তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে প্রাণপণ করিতে উদ্যত আছে? ইহাতে

সকলে বলিল, আমি যাইব, আমি যাইব। সকলে যাইতে না পারাতে স্কঞ্জেস নামক এক জন যুবক বলিলেন, আথীনীয় লোকদ্বারা ঐ তুরুক বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমিও আথীনীয় লোক, অতএব তাঁহার নিকটে যাওয়া এক প্রকার আমার অধিকার। ইহাতে সকলে সম্মত হইলে তিনি ঐ কারাগারে যাইবার জন্যে এক প্রকার ছল কল্পনা করা আবশ্যক বুঝিলেন; কারণ গ্রীক মতাবলম্বি লোকদের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত মিথ্যা কথা বিষয়ে গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে; অর্থাৎ কোন বন্ধু কিম্বা স্বজাতীয় লোকের হিতার্থে কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্মের বৃদ্ধির নিমিত্তে মিথ্যা কথা কহা তাহাদের পাপ বোধ হয় না। উক্ত ছলের বৃত্তান্ত এই, স্কঞ্জেস সামান্য রাজমিস্ত্রির বেশ ধরিয়া মাগ্নীষিয়ার পথে চলিয়া গেলেন। অনন্তর তাঁহার শিক্ষানুসারে এক জন প্রধান রাজমিস্ত্রি তুরুক শাসনকর্ত্তার নিকটে গিয়া এই নিবেদন করিলেন, আমার এক জন মজুর অনেক টাকা লইয়া মাগ্নীষিয়াতে পলাইয়া গিয়াছে। তাহাতে ঐ শাসনকর্ত্তা তৎক্ষণাৎ কতিপয় তুরুক সৈন্যকে পাঠাইলে তাহারা স্কঞ্জেসের লাগাইল পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করাইল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া ঐ তুরুকের দেখা পাইলেন। শাসনকর্ত্তারা নানাবিধ যন্ত্রণার পরে তাঁহাকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া রজ্জুদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় বদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আর যে পর্য্যন্ত তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অস্বীকার না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ঐ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাতে তাঁহাকে

রাখিতে তাঁহাদের মনস্থ ছিল। এই সকল দেখিয়া স্কঞ্জেস অতিশয় দুঃখিত হইলেন, তথাপি দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নীরব থাকিলেন। পরে অন্য সকল বন্দিকে নিদ্রিত দেখিয়া ধীরে২ ঐ তুরুকের কাছে আসিয়া বলিলেন, হে ভাই, সকল খ্রীষ্টিয়ান লোক তোমার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত আছে, আর তোমার মুক্তির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তোমার বিশ্বাস যাহাতে স্থির থাকে, এমত প্রার্থনা তাহারা নিত্য২ করিতেছে, এবং তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আমাকে এই স্থানে পাঠাই-য়াছে। ইহাতে ঐ দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, আমি তোমাদের প্রেমের জন্যে কৃতজ্ঞ আছি; আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, আমার সান্ত্বনার অভাব নাই; আমি শেষ পর্য্যন্তই স্থির থাকিব। আর তিনি যেরূপ বলিলেন, তদ্রূপ ঘটিল। তুরুক শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে কন্‌স্তান্তীনপুর নগরে লইয়া গিয়া বলিলেন, যদি তুমি পৈতৃক ধর্ম্ম পুনর্ব্বার স্বীকার কর, তবে মুক্ত হইয়া সুন্দরী স্ত্রী ও মহাধন পাইবা। ইহার কিছুতেও তিনি চঞ্চল হইলেন না। পরে তাঁহাকে অধিক যন্ত্রণা দিলেও স্থির থাকিতে দেখিয়া অবশেষে তাঁহার শিরশ্ছেদন করাইলেন।

৫। তুরুক দেশীয় আর এক জনের কথা।

তুরুক দেশস্থ গ্রীক মতাবলম্বি খ্রীষ্টিয়ান লোকদের মধ্যে যদি কেহ মহম্মদী হইয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করে, তবে সে আর বার ঐ মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইতে পারে না;

কারণ গ্রাহ্য হইলে তুরুকদের হইতে সকলের প্রতি ভয়ানক ক্রোধের সম্ভাবনা আছে। কএক বৎসর হইল আথানাসিয় নামে এক যুব লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া মহম্মদী হইয়াছিল; পরে চেতনা পাইয়া অনির্ব্বচনীয় মনস্তাপ ভোগ করিলে তাহার স্বজাতীয় লোকেরা তাহাকে গ্রাহ্য করিতে নিতান্ত অসম্মত হইয়া কেবল আপনার অনুতাপ প্রকাশ করণের পরামর্শ দিল। এই পরামর্শানুসারে চলিলে কেবল প্রাণদণ্ডের অপেক্ষা ছিল, তথাপি সেই ব্যক্তি স্মির্না নগরস্থ তুরুক শাসন-কর্ত্তার সাক্ষাতে মহম্মদি ধর্ম্ম অস্বীকার করিল, এবং সেই শাসনকর্ত্তা তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে স্পষ্টরূপে লোক সমূহের সাক্ষাতে কহিল, আমি ক্ষিপ্ত নই, বিবেচনা পূর্ব্বক বলিতেছি, আমি মহম্মদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিলাম; ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তবে তাহাতে সম্মত আছি। অপর তুরুকেরা তাহাকে কহিল, মহম্মদী থাকিলে তোমার প্রাণরক্ষা ও ভূম্যাদি মহাধন হইবে। ইহাতেও সে নিশ্চল থাকিলে শাসনকর্ত্তা জল্লাদকে কহিল, তুমি প্রথমে উহার গলদেশের ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড কাট; কি জানি তাহাতে সে বিবেচনা করিবে। ইহাও নিষ্ফল হইল, কেননা সেই ব্যক্তি হাঁটু পাতিয়া কহিল, আমার প্রাণ গেলেও আমি যীশুকে আর ছাড়িব না। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন হইল।

৬। পাসিফিক সমুদ্রের উপদ্বীপস্থ এক ব্যক্তির বিবরণ।

ঐ উপদ্বীপ নিবাসি লোকেরা যখন নরবলি দিত, তখন কখন ২ তন্নিমিত্তে খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে ধরিত। এক জন সুন্দর ও বুদ্ধিমান যুব লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি জ্ঞাতিবগ প্রথমে তাঁহাকে পরিহাস করিতে লাগিল; পরে তাহার কোন ফল না হইলে তাঁহাকে বলিল, যদি তুমি আমাদের সেবিত পৈতৃক ধর্ম্ম পুনর্ব্বার গ্রহণ কর, তবে তোমাকে বহু ধন সম্পত্তি দিব। ইহাতেও তিনি সম্মত না হইলে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে শপথ করিয়া পৈতৃক গৃহ-হইতে তাঁহাকে দূর করিল। পরে ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বেষ বশতঃ তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিল। তৎকালে কোন পৌত্তলিক পর্ব্ব সন্নিকট হওয়াতে নরবলির প্রয়োজন ছিল। তাহাতে তাঁহাকে বলিদান করিতে তাহারা সকলে একবাক্য হইল। কেননা তাহারা এমত বোধ করিল, সেই ব্যক্তি আমাদের দেবতার শত্রু, অতএব অন্যান্য বলি অপেক্ষা তাহাকে দিলে দেবতা প্রসন্ন হইবে, আর আমাদের প্রতিহিংসার আকাঙ্খাও পূর্ণ হইবে।

ঐ পর্ব্বের পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বোক্ত যুবা ব্যক্তি আপন ব্যবহারানুসারে ঈশ্বরারাধনা করিতে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি ধর্ম্মবিষয় ধ্যান করিতেছিলেন, এমত সময়ে পুরোহিত ও অধ্যক্ষদের

দাসবর্গ উপস্থিত হইয়া বলিল, রাজা আসিয়াছেন, তিনি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, অতএব তোমাকে আনয়নার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তৎকালে ঐ পর্ব্ব সন্নিকট এবং তাহাতে নরবলির প্রয়োজন আছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে যুবকের মনে সন্দেহ জন্মিল; এই জন্যে তিনি সেই ব্যক্তিদের ছল বুঝিয়া বলিলেন, রাজা আইসেন নাই, অতএব আমি তাঁহার সহিত কেন সাক্ষাৎ করিতে যাইব? পরে তাহারা কহিল, পুরোহিত প্রভৃতি তোমার কএক জন বন্ধু আসিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে ভাল হয়। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা কেন আমাকে প্রতারণা করিতেছ? পুরোহিতাদি বন্ধুগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে, ইহা সত্য বোধ হয়; কিন্তু তাহার যে অভিপ্রায় তোমরা দেখাইতেছ, সেই অভিপ্রায়ে নয়। আমি তাহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় জানি। আগামি পর্ব্বে নরবলি দিতে হইবে; সেই বলিরূপে আমি নিযুক্ত হইয়াছি, ইহা আমার মন বলে; আর সেই পর্ব্বে বলিদান করিবার জন্যে তোমরা আমাকে ধরিতে আসিয়াছ, তোমাদের মুখ এমন প্রমাণ দেয়। যীশু খ্রীষ্ট আমার রক্ষক; তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা আমার হিংসা করিতে পার না। আর তোমরা আমার শরীরকে নষ্ট করিতে পার, কিন্তু আমি মরিতে ভীত নহি; কারণ তোমরা আমার আত্মার কোন হানি করিতে পার না; সেই আত্মা প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সর্ব্বপ্রকার হিংসাহইতে সুরক্ষিত আছে। পরে তাঁহার

শত্রুগণ ছল নিষ্ফল দেখিয়া তাঁহার শেষ কথা শুনিবা-মাত্রই তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে বধ করিল। পরে নারিকেলের শাখাতে লম্বা ডুলি বুনিয়া তাঁহার শরীর মন্দিরে লইয়া গিয়া উল্লাসপূর্ব্বক বলিরূপে উৎসর্গ করিল।

৭। কর্ণেল্ গার্দ্দিনর।

পূর্ব্বকালে দুই জনের মধ্যে বিবাদ হইলে যখন বিবা-দের সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য বোধ হইত, তখন বাদি প্রতিবাদির প্রতি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করণের আজ্ঞা হইত; কারণ এমন সংশয়স্থলে পরমেশ্বর অবশ্য নির্দ্দোষি লোককে জয়ী করিবেন, সর্ব্বসাধারণের এমত বোধ ছিল। এই অবিচার সম্বলিত বিচারহইতে ক্রমে২ ইউরপীয় লোকদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হইল, যে এক জন অন্য জনের নিন্দা করিলে তাহারা পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করণদ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করে। এই রীতি ইউরপের নানা দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে; কারণ যে ব্যক্তি নিন্দিত হইলেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে অসম্মত হয়, তাহাকে সকলে ভীরু বলিয়া নিতান্ত অধম জ্ঞান করে। তথাপি ইংরাজদের রাজ্যে কএক বৎসরাবধি সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে; আর যে কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপলক্ষ্যে কাহাকে বধ করে, সে সামান্য নরহত্যাকারির ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

এক দিন উক্ত কর্ণেল গার্দ্দিনর দ্বন্দ্বযুদ্ধদ্বারা কোন বিবাদ নিষ্পন্ন করণার্থে নিমন্ত্রিত হইলে এই রূপ উত্তর

দিলেন, যুদ্ধ করিতে আমার ভয় হয় না, কিন্তু পাপ করিতে ভয় হয়। আর ইহাদ্বারা তিনি ইহা প্রকাশ করিলেন যে মনুষ্যের আজ্ঞা অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা অতিশয় সাহসিক লোকের কর্ম্ম।

ধর্ম্মের নিমিত্তে তাড়নাগ্রস্ত অনেক২ লোক ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করণ কালে যে ধৈর্য্য ও সাহস প্রকাশ করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইহার পরে অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

---

৮ অধ্যায়।

হিতৈষিতা।

১। এক জন যুব শিক্ষকের কথা।

অজ্ঞান বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্তে ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশের অনেক২ স্থানে রবিবারের পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে; সেই সকল পাঠশালার শিক্ষকেরা বালকদের পরিত্রাণার্থে বিনা বেতনে পরিশ্রম করে।

আমেরিকা দেশের কোন বিদ্যালয়ে এক জন যুব ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তথাপি আপন পরিশ্রমদ্বারা আপনাকে প্রতিপালন করিতেন। সেই যুবার আচার ব্যবহারেতে সত্য ধর্ম্মের গুণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানের লোকেরা ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন হওয়াতে অত্যন্ত দুরাচার ছিল। তাহাদের এমন অবস্থাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তিনি প্রথমে গৃহে২ গমন করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্তে

সভা করণের স্থান প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহারা নিতান্ত অসম্মত হইল। পরে তিনি রবিবারে তাহাদের বালকদিগকে শিক্ষা দিবার আশয়ে পুনরায় গৃহে২ গিয়া বালকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাতে বালকেরা শিক্ষা পাইতে সম্মত হইলে তিনি শিক্ষা দিবার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণে পুনর্ব্বার প্রতিগৃহে গমন করিলেন, কিন্তু কেহ স্থান দিতে চাহিল না। অতএব তিনি বালকগণকে এক বৃক্ষতলে আসিতে বলিলে তাহারা আসিল, আর তিনি এক রবিবারে তাহাদের সহিত প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিলেন। পরে বালকেরা তাঁহার শিক্ষাতে সন্তুষ্ট হওয়াতে তিনি প্রতি রবিবার সেই বৃক্ষতলস্থ পাঠশালায় যাইতেন। অনন্তর এক রবিবার প্রাতঃকালে অতিশয় বৃষ্টি হইলে তিনি মনে২ ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি অদ্য সেই বৃক্ষতলে অতি অল্প বালক আসিবে; যাহা হউক, আমি তথায় গিয়া দেখি। পরে প্রায় সমুদায় বালকদিগকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অদ্য তোমরা সকলে আমার গোশালাতে আইস। ইহা শ্রবণমাত্রে সেই যুব বালকদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আমাদিগকে আপন গোশালায় স্থান দিতে সম্মত আছেন। আইস আমরা ইহাতে ঘৃণা বোধ না করিয়া সন্তুষ্ট মনে তথায় গমন করি, আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গোশালাতে জন্মিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করি।

২। এক বিশ্বস্তা দাসীর বিবরণ।

এক ধনবতী স্ত্রীলোক আপনার দাসীকে নিত্য ২ অতিশয় শ্রমপূর্ব্বক বালকদের ছেঁড়া বস্ত্র সারিতে দেখিয়া বলিলেন, ওগো, তুমি কি জন্যে এত শ্রম করিয়া থাক? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি দেখিতে পাইতেছি, আপনকার যত টাকা আমি বাঁচাই, ততই দরিদ্রুদের উপকার করা হয়, এই জন্যে পুরাতন বস্ত্র সারিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রম করিয়া থাকি। যদি আর ২ দাস দাসীরা এই রূপ বিশ্বস্ত হইত, তবে তাহাদের মনিবেরা দরিদ্রুদের অধিক উপকার করিতে পারক হইত।

৩। বিশপ বর্ণেট্।

উক্ত ধার্ম্মিক লোকের নিকটে এক জন প্রতিবাসি লোক আসিয়া আপনার দুরবস্থা প্রকাশ করত কিঞ্চিৎ উপকার প্রার্থনা করিল। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কত টাকা পাইলে তুমি পুনর্ব্বার দোকান করিতে পার? পরে সে টাকার সংখ্যা বলিলে বিশপ সাহেব আপন গৃহাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে সে বলিল, তাহা দিলে ঘরে আর কিছু টাকা থাকিবে না। পরে বিশপ সাহেব বলিলেন, সে যাহা হউক, তুমি এই ব্যক্তিকে সেই টাকা দেও। দুঃখিত লোকের মন প্রফুল্ল করা কেমন আহ্লাদজনক কর্ম্ম তাহা তুমি জান না।

৪। জন ফ্লেচর।

উক্ত ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। এক বার তিনি কোন২ বন্ধুর নিমন্ত্রণানুসারে আপন পত্নীর সহিত দব্লিন নগরে যাইয়া দুই এক মাস পর্য্যন্ত অনেক পরিশ্রম পূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করিলেন। পরে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইলে তত্রস্থ কোন২ লোক তাঁহার ভারি শ্রম প্রযুক্ত তাঁহা-কে পুরস্কাররূপে টাকাতে পরিপূর্ণ একটি থলি দিতে চাহিলেন, এবং তিনি অস্বীকৃত হইলে তাঁহার বন্ধুরা তাহা লইতে তাঁহাকে অধিক সাধ্যসাধনা করিলেন। তাহাতে তিনি শেষে ঐ থলি লইয়া বলিলেন, তোমরা কি বাস্তবিক আমাকে ইহা দান করিলা? আর ইহা কি নিতান্ত আমার? ইহা আমি আপন ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিতে পারি কি না? তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, অবশ্য পার। ইহা শুনিয়া তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, এ তাঁহার দয়ার এক চিহ্ন। আমি শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যে দুঃখি লোকের উপকারার্থে চাঁদাদ্বারা যে টাকা সঞ্চয় করা যায়, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। এই টাকা লও, ঈশ্বর তোমাদিগের নিমিত্তে ও তোমাদের দ্বারা ইহা যোগাইয়াছেন; তোমাদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহা-দিগকে ইহা বিতরণ কর। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক। আর আমি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক তোমাদিগের প্রেম স্বী-কার করিয়া বিদায় হই।

৫। জর্ম্মাণি দেশীয় এক জন খ্রীষ্টিয়ান ব্যক্তির বিষয়।

ন্যূনাধিক এক শত বৎসর হইল, জর্ম্মাণি দেশে যুদ্ধের সময়ে এক জন সেনাপতি অশ্বদের নিমিত্তে কিছু শস্য কাটিতে প্রেরিত হইয়া আপনার অধীন অশ্বারোহি সৈন্যদলের সহিত নিরূপিত স্থানে গিয়াছিলেন। সে স্থান দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি নিম্নভূমি; তন্মধ্যে বন ব্যতি-রেকে প্রায় কিছু দেখা গেল না, তথাপি সেই নিম্ন-ভূমির মধ্যস্থলে একখানি ছোট ঘর ছিল। সেনা-পতি তৎসমীপে গিয়া দ্বারে আঘাত করিলে পক্ক দাড়ি বিশিষ্ট এক জন বৃদ্ধ বাহিরে আইলেন। সেনা-পতি তাঁহাকে বলিলেন, হে বাপ, আমরা শস্য কাটিতে আইলাম, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি শস্য-ক্ষেত্র দেখাইয়া দেও। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ সম্মত হইয়া তা-হাদের অগ্রে২ গমন করত তাহাদিগকে ঐ নিম্ন ভূমির বাহিরে লইয়া গেলেন। অর্দ্ধ ক্রোশ গেলে পর উক্ত সেনাপতি অতি সুন্দর যবের ক্ষেত্র দেখিয়া বলি-লেন, হে বাপ, এই আমাদের পক্ষে উত্তম স্থান। পথদর্শক উত্তর করিলেন, আপনি আর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য হউন, তাহাতে আপনকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পরে তাঁহারা আর এক দণ্ড অগ্রসর হইয়া অন্য যবের ক্ষেত্রে পৌঁছিলে সৈন্যগণ অশ্বহইতে নামিয়া যব কা-টিয়া আটি বাঁধিয়া অশ্বের উপরে চাপাইয়া পুন-র্ব্বার অশ্বারোহণ করিলেন। প্রস্থান কালে ঐ সেনা-

পতি বৃদ্ধকে বলিলেন, হে বাপ, তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে নিরর্থক ক্লেশ দিলা; এই ক্ষেত্র অপেক্ষা প্রথম ক্ষেত্র উত্তম ছিল। তাহাতে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেই ক্ষেত্র আমার নহে।

৬। আমেরিকা দেশীয় এক স্ত্রীর বিবরণ।

শ্রীযুক্ত রজর্স সাহেব এই কথা বলেন, এক দিন আমি কোন চাঁদার উপলক্ষ্যে এক জন বন্ধুর সহিত একটি গুণবতী বিধবাকে দেখিতে গিয়াছিলাম; অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার এক ধর্ম্মশীলা প্রিয় কন্যা মরিয়াছিল। আর সেই বিধবার ধনাভাব প্রযুক্ত আমরা তাঁহাহইতে অল্প অর্থ পাইব, এমত অপেক্ষা করিতেছিলাম, তথাপি পাছে অবহেলাদ্বারা তাঁহার মনে দুঃখ জন্মে, এই জন্যে তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম। পরে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তিনি স্থিরচিত্তে আমাদের আশার অতিরিক্ত অধিক অর্থ দিলেন; এবং আমরা এত টাকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে তিনি কহিলেন, তোমরা ইহা গ্রহণ করিতে সন্দেহ করিও না, কারণ আমি কন্যার যৌতুকরূপে ইহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। এখন যিনি আমার কন্যাকে লইয়াছেন, এই যৌতুকও তাঁহার হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত মাথিউ হেনরি।

উক্ত বিদ্বান লোক আপনাকে ও অন্যান্য লোকদিগকে হিতৈষী হওনার্থে প্রবৃত্তি দিতে অতি যত্নবান ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমরা যে মুদ্রা সঞ্চয় করি,

তাহা হারাণ হয়। যাহা দান করা উচিত, তাহা না দেওয়া কেমন? ক্ষেত্রে যে বীজ রোপণ করিতে হয়, সেই বীজ ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ন্যায়, অর্থাৎ অতি মূর্খের কর্ম্ম। তিনি অবকাশমতে লোভের দোষ প্রকাশ করিতেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সাংসারিক বিষয় আমাদের হৃদ্গত হয়, এই কথা কহিয়া ব্যক্তি-দিগকে সাংসারিক বিষয়ের লোভহইতে সাবধান থাকিতে চেতনা দিতেন। আর আমাদিগের যাহা আছে, তা-হাতে আমরা সন্তুষ্ট আছি, এই কথা বলিয়া যাহারা আপনাদিগকে নির্লোভ বলিত, তাহাদিগকে তিনি কহি-তেন, সুসমাচারে যে নির্বোধ ধনি লোকের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, সেও আপন বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট ছিল, তথাপি লোভী ছিল। ঈশ্বর যেমন সূর্য্যের কিরণ ও বৃষ্টি বর্ষণদ্বারা ভদ্র কি দুষ্ট ও ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক সকলের প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করেন, তেমনি উক্ত সাহেবও কখন২ দুষ্ট লোকের প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করিতেন। এক দিন তিনি আপনার কোন দরিদ্র বন্ধুর দুষ্ট পুত্রকে সৈন্য কর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে অনেক মুদ্রা বিনা বৃদ্ধিতে কর্জ্জ দিলেন। পরে কেহ২ তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি কহিলেন, সে যুবক এমত দয়ার পাত্র নয়; কিন্তু ঈশ্বর যদি দুরাত্মাদিগকেও দূর না করেন, তবে আমি কি নিমিত্তে আপন দয়া রুদ্ধ করিব?

৮। এক জন মজুরের বিবরণ।

এক জন উপদেশক আপন লোকদিগকে দেবপূজকদের বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রচারকদিগকে প্রেরণার্থে সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। এই বাক্যানুসারে তাঁহার শ্রোতারা আপন২ সংস্থানানুসারে দান করিল। সম্বৎসরান্তে সেই অভিপ্রায়ে পুনরায় চাঁদা হইলে সেই উপদেশক এক জন মজুর লোকহইতে এক মোহর পাইলেন; আর ঐ মোহরের সহিত এক পত্র ছিল, যথা, হে মহাশয়, গত বৎসরে যখন আপনি এ বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দিযাছিলেন, তখন কিছু দিতে না পারাতে আমি বড় খেদান্বিত হইয়াছিলাম। পরে গৃহে গিয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, ব্যয়ের লাঘব করিলে আমাদের সন্তানদের ক্লেশ হইবে। পরে ভাবিতে২ মনে পড়িল, প্রতি সপ্তাহে আমার তামাকুর নিমিত্তে চারি পয়সা করিয়া ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা কি নিতান্ত আবশ্যক? আমি বহু দিবসাবধি তামাকু খাইয়াছিলাম, এই জন্যে তাহা ত্যাগ করা প্রায় অসাধ্য বোধ হইল। তথাপি চেষ্টা করিতে মনস্থ করিয়া ঐ চারি পয়সা তামাকুতে ব্যয় না করিয়া এক বাক্সে রাখিলাম। প্রথম আট দশ দিন আমার অধিক ক্লেশ হইয়াছিল; তৎপরে ক্রমশঃ ক্লেশ ন্যূন হইল; শেষে সংপূর্ণরূপে গেল। আর আমার বালকেরাও তদনুসারে ব্যবহার করিতে লাগিল, অর্থাৎ দুই এক পয়সা পাইলে মিঠাই প্রভৃতি

না কিনিয়া উক্ত বাক্সে রাখিতে লাগিল। পরে আমি বৎসরান্তে ঐ বাক্স খুলিয়া পয়সা গণিয়া বেচিলে এই মোহর পাইলাম। আমি পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, যে তামাকু না খাইলে বাঁচিব না, কিন্তু এই ক্ষণে দেখি, যে যদবধি আমি তামাকু ত্যাগ করিয়াছি, তদবধি আরো স্বচ্ছন্দে ও সুখে কালযাপন করিতেছি।

৯। স্কটলণ্ডের পর্ব্বতীয় লোকের বিবরণ।

শ্রীযুক্ত লি রিচ্মণ্ড সাহেব যখন উক্ত পর্ব্বতীয় লোকদের দেশে গমন করিলেন, তখন প্রীতিযুক্ত ব্যবহারদ্বারা সকলের প্রণয় জন্মাইলেন। বিশেষতঃ ইয়োনা উপদ্বীপস্থ পাঠশালায় গিয়া তত্রস্থ বালকগণের সহিত পুনঃ২ এমত মৃদু আলাপ করিতেন, যে তাহারা তাঁহাকে অতিশয় প্রেম করিতে লাগিল। পরে এক দিন তিনি উপদেশ করণ সময়ে যিহূদীয় লোকদের বর্ণনা করিয়া তাহাদের নিকটে সুসমাচার পাঠাইবার নিমিত্তে কিছু দান পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বালকেরা সকলে বলিল, আমরা কিছু২ দিব। ইহাতে সভাস্থ লোকদের মধ্যে দুই এক জন অজ্ঞানের বাক্য বোধ করিয়া চুপ২ বলিলে অন্যান্য লোকেরা কহিল, বালকদের ইচ্ছামত হউক। তদনুসারে বালকেরা পরস্পর সঞ্চয় করিয়া বিংশতি টাকা দিল।

তিনি স্বদেশে প্রস্থান করণের অগ্রে আর বার ঐ পাঠশালার বালকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া একত্রীকৃত দুই শত বালককে উপদেশ দিলেন। ঐ উপ-

দেশ সমাপ্ত হইলে পর শিক্ষক বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যত বালক এই উপকারকের দয়া স্বীকার করিতে মানস করে, তাহারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধহস্ত হউক। ইহাতে সকলে ঊর্দ্ধহস্ত হইলে শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন, এ কি তোমাদের অন্তঃকরণের ভাব? তাহাতে সকলে অবিলম্বে এক হস্ত হৃদয়ে রাখিয়া ঊর্দ্ধহস্ত হইল। রিচ্মণ্ড সাহেব তাহাদিগকে এই রূপ দণ্ডায়মান দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে২ চলিয়া গেলেন।

ইয়োনা উপদ্বীপের নিকটে ফিঙ্গালের গুহা নামে অতি আশ্চর্য্য একটি গুহা আছে। তাহার দুই পার্শ্ব স্বয়ংজাত স্তম্ভশ্রেণীতে ভূষিত, এবং উচ্চতা প্রযুক্ত অতি প্রকাণ্ড গীর্জাঘরের অন্তর্ভাগের ন্যায় দেখায়; কিন্তু তাহার মেঝিয়া সমুদ্রের এক খাল। উক্ত রিচ্মণ্ড সাহেব সেই অদ্ভুত গুহা দেখিবার বাঞ্ছাতে কোন নির্ব্বাত দিনে দুই জন নাবিক বিশিষ্ট এক নৌকা ভাড়া করিয়া তথায় গমন করিলেন। পরে তাহার দর্শনে তৃপ্ত হইয়া যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ঐ দুই নাবিককে নৌকার ভাড়া ও তাহাদের বেতন দিতে চাহিলে তাহারা কিছুই গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল; এবং তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলে তাহারা নেত্রজলাভিষিক্ত বদনে কহিল, না! আপনি প্রেমপ্রযুক্ত আমাদের দেশে আইলেন, আর আমরাও প্রেমপ্রযুক্ত আপনাকে ঐ গুহা দেখাইলাম।

১০। এক জন যুবতী খ্রীষ্টিয়ানীর বিবরণ।

আমার অর্থ নাই, অতএব পরের হিত করা আমার অসাধ্য, তোমাদের মধ্যে কে এমন কথা কহিতে পারে? তোমাদের শারীরিক সুস্থতা ও বল তোমাদের অর্থস্বরূপ। পূর্ব্ব কালে আয়ূব নামক ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিপদের সময়ে এই রূপ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যথা, আমার সম্পত্তিকালে আমি অন্ধের চক্ষুস্বরূপ ও খঞ্জের চরণস্বরূপ ছিলাম। আর বধির ব্যক্তির কর্ণস্বরূপ হওয়া কি রূপ তাহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণে প্রকাশ পায়। একটি বধিরা স্ত্রী কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে যখন ধর্ম্ম বিষয়ে আপন চেষ্টার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিবরণ প্রকাশ করিলেন, তখন কহিলেন, মণ্ডলীর অধ্যক্ষের এক বিশেষ উপদেশদ্বারা আমার চেতনা ও পারমার্থিক মঙ্গল জন্মিয়াছে। আমি বধিরতা প্রযুক্ত কোন উপদেশ শুনিতে পাই না, কিন্তু আমার পরিচিতা একটি ধার্ম্মিকা যুবতী প্রতি রবিবার উপদেশ শ্রবণ সময়ে তাহার সারাংশ লিখিয়া আমাকে ঘরে পাঠ করিতে দেন, তাহাতে সেই উপদেশদ্বারা আমার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিলক্ষণ জ্ঞান হইল। তদবধি ঐ বধিরা স্ত্রী শ্রবণ করিতে না পারিলেও যাবজ্জীবন ঈশ্বরের মন্দিরে যাইয়া আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতেন, পরে শান্তি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বিবরণ পাঠ করিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিলে যুবা ব্যক্তিরা উপদেশকের কর্ম্ম দ্বিগুণ রূপে সফল করিতে পারে, তাহা করিলে সভাস্থ লোকদের মঙ্গল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়।

১১। এক দীনহীনা স্ত্রীর বিবরণ।

আমেরিকা দেশীয় এক জন উপদেশক নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মণ্ডলীর মধ্যে পাঁচ বা ছয় বালকের ভারে ভারগ্রস্তা এক স্ত্রী ছিল। তাহার স্বামী মাতাল, এই জন্যে উক্ত বালকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ মাতাকেই করিতে হইত, এই হেতুক সে সপ্তাহের মধ্যে দুই তিন দিন পরের বস্ত্রাদি ধৌত করিতে যাইত। অল্প বৎসর হইল সে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তক পাইয়া পাঠ করণদ্বারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করাতে অন্যান্য লোককে সেই প্রকার পুস্তক বিতরণ করিতে অতিশয় যত্নবতী হইল। তৎকালে সেই অঞ্চলে কোন ত্রাক্ত সোসাইটী না থাকাতে সে ঐ রূপ ক্ষুদ্র পুস্তক ক্রয় করণের আশয়ে এক চাঁদার পুস্তক লইয়া অগ্রে বিংশতি জনের স্বাক্ষর লইল, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন ন্যূনাধিক অর্দ্ধ টাকা দিতে স্বীকার করিল; আর সে আপনি স্বাক্ষর করিয়া এক টাকা দিতে স্বীকার করিল। পরে প্রতিশ্রুত টাকা সংগ্রহ করণার্থে সে ঐ সকল স্বাক্ষরকারিদিগের নিকটে গিয়া টাকা পাইয়া আমার নিকটে আনিয়া ক্ষুদ্র পুস্তক ক্রয় করিল। পরে সেই সকল পুস্তক বিতরণ করণার্থে তৃতীয় বার ঘরে ২ গমন করিল। এই রূপে সে পদব্রজে প্রায় দশ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়াছিল। তৎকালে সেই অঞ্চলে যে অল্প লোক বাস করিত, তাহাদের গৃহ সকল ছিন্নভিন্ন ছিল; কিন্তু তাহা-

দিগকে উক্ত ক্ষুদ্র২ পুস্তক বিতরণ করিলে তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক বিবেচনা করিতে লাগিল। আর তৎস্থানে কোন গীর্জা ঘর না থাকাতে তাহারা রবি-বারে স্ব২ গৃহে থাকিত। অতএব সেই স্ত্রী তাহাদের মধ্যে কোন লোকের বাটীতে গিয়া তাহার দুই তিন জন প্রতিবাসিকে ডাকিয়া তাহাদের সাক্ষাতে আপনার কোন পুস্তক বাহির করিয়া পাঠ করিত। তাহার এই রূপ পরিশ্রমদ্বারা অনেক লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে চেষ্টা জন্মিল। আর যে কোন লোক তদ্রূপ কর্ম্ম করে, তাহারও পরিশ্রম সফল হইবে। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য বিষয় এই যে সেই স্ত্রী পূর্ব্বে পাঠ করিতে জানিত না; তাহার দুই তিন সন্তানের জন্ম হইলে পরে সে পাঠ করিতে শিখিয়াছিল।

১২। শ্রীযুক্ত জন এলিয়াট।

এই ব্যক্তি মরণ দিনেও এক জন বালককে শয্যার নিকটে ডাকিয়া বর্ণমালা শিখাইয়াছিলেন; তখন তাঁহার অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। অতএব তাঁহার এক জন বন্ধু বলিলেন, মহাশয়, আপনি এখনও বিশ্রাম করেন না কেন? ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, ঈশ্বর যাহাতে আমাকে কর্ম্মক্ষম রাখেন, ইহা তাঁহার কাঁছে প্রার্থনা করিয়াছি। সম্প্রতি আমি ঘোষণা করিতে আর পারি না, তথাপি বর্ণমালা শিখাইতে পারি। অতএব আমার প্রার্থনা সফল হইল।

১৩। এক জন মনঃপরিবর্ত্তন প্রাপ্ত যিহূদি লোকের বিবরণ।

এই ব্যক্তি যে সভার চেষ্টাতে খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সভার বৃদ্ধির নিমিত্তে অতিশয় উদ্‌যোগী হওয়াতে এক দিন তাহার পক্ষে বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, তোমার এত উদ্‌যোগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ বোধ হয় সেই সভাদ্বারা এক শত ব্যক্তিরও মনঃপরিবর্ত্তন হইবে না। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এমন হউক। আপনি অঙ্কবিদ্যার পারদর্শী, অতএব পশ্চাল্লিখিত ধারানুসারে এক শত অমর আত্মার মূল্য গণনা করুন; যথা, তুমি কি অমর আত্মার মূল্য জানিতে চাহ? নিশীথে গগণমণ্ডল অবলোকন করিয়া নক্ষত্রগণের সংখ্যা গণনা কর; তাহার মধ্যে প্রত্যেক নক্ষত্র এই পৃথিবী অপেক্ষা কত বৃহৎ! ভাল, ঐ সকল নক্ষত্র দ্বিগুণ করিয়া ওজন করিলে এক অমর আত্মা অপেক্ষা লঘুতর হইবে, সন্দেহ নাই।

১৪। তৃতীয় জর্জ নামক ইংলণ্ডীয় রাজার কথা।

উক্ত মহারাজ অজ্ঞাতসারে সামান্য লোকদের সহিত কথোপকথন করিতে ভাল বাসিতেন। বিশেষতঃ উইন্‌সর নামক রাজপুরীর নিকটে বাসকারি লোকদের মধ্যে অনেকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন, ইহার অনেক প্রমাণ

আছে। এক দিন রাখালের কর্ম্মে নিযুক্ত রক্তবর্ণ কেশ বিশিষ্ট দশ বৎসর বয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট এক বালক পথের পার্শ্বে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল, ইতিমধ্যে মহারাজ দাস ব্যতিরেকে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে২ ঐ বালকের সমীপে পৌঁছিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার হস্তে এ কি? সে তুচ্ছস্বরে বলিল, এ আমার বর্ণমালা। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, তুমি কি বানান করিতে জান? সে বলিল, হাঁ, কিছু২ পারি। তখন রাজা তাহার পুস্তক লইয়া বলিলেন, আমি এক বার দেখি। পরে ঐ রাজা গুরুস্বরূপ ও বালক শিষ্যস্বরূপ হইলে রাজা বালককে বলিলেন, তুমি কি দুই তিন অক্ষরের শব্দ বানান করিতে পার? সে বলিল, পারি। পরে রাজা তাহার পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি যেমন বানান করিতে পার, তেমন কি পাঠ করিতেও পার? তুমি কি পাঠশালায় গিয়া থাক? আর ধর্ম্মপুস্তক কি পাঠ করিতে পার? বালক উত্তর করিল, আমার মাতা দীনহীন, পাঠশালার বেতন দিতে অক্ষম, সুতরাং আমার পাঠশালায় যাওয়া হয় না। আর আমাদের যে ধর্ম্মপুস্তক আছে তাহা এমত মলিন ও জীর্ণ ও ছিন্নপত্র, যে তাহা কোন মতে পাঠ করা যায় না। ইহাতে রাজা কহিলেন, এ বড় দুঃখের বিষয়। তোমার মাতার নাম কি? ও তিনি কোথায় থাকেন? অনন্তর বালক মাতার নাম ও বাসস্থান বলিলে রাজা পেন্‌সিল দিয়া তাহা লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে বালক এক প্রকার ভগ্নাশ হইল, কারণ সে রাজাকে উত্তম রূপে চিনিল,

কেবল ছল পূর্ব্বক তাঁহাকে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিল।

অপর রাজা আপনার অট্টালিকায় প্রত্যাগত হইয়া আপনার দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, এই রাজপুরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সামান্য লোকদের মধ্যে অত্যল্প লোক শিক্ষা পায়, এ ভাল নয়। ইহা বলিয়া তিনি দেওয়ানের হস্তে এক পুলিন্দা সমর্পণ করিয়া কহিলেন, এই নাম ধামানুসারে ইহা পাঠাইয়া দেও, এবং সেই স্ত্রীকে বলিয়া পাঠাও যে এই পুলিন্দাতে যে পুস্তক আছে, তাহা তোমার পুত্রের শিক্ষার্থে রাজার পুরস্কারস্বরূপ দত্ত হইয়াছে। আর আমি সেই স্ত্রীলোকের অবস্থা বিশেষরূপে জানিতে চাই, এবং তাহার বালকেরা যে পাঠশালাতে যায়, এ আমার বাঞ্ছা। সেই পুলিন্দার মধ্যে এক খানি ধর্ম্মপুস্তক ছিল, তাহার প্রথম পৃষ্ঠে রাজা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন যে ইহা অমুকী স্ত্রীর প্রতি তৃতীয় জর্জ রাজার দান। অধিকন্তু তিনি সেই পুস্তকের ভিতরে পঞ্চাশ টাকার এক নোট রাখিয়াছিলেন। রাজা দেওয়ানকে আরও কহিলেন, ইহা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেও; আমার রাজ্যস্থ সমুদয় প্রজা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে, এই আমার ইচ্ছা।

রাজার মৃত্যুর পরে অনেক লোক সেই ধর্ম্মপুস্তক খানির নিমিত্তে ঐ স্ত্রীকে অনেক টাকা দিতে চাহিলেও সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিত, আমি ইহা যাবজ্জীবন ত্যাগ করিব না, এবং যদি পারি, তবে মরণ সময়েও ইহা আমার শিয়রে রাখিব।

১৫। দীনহীনা পেগি নাম্নী দাসীর বিবরণ।

উক্ত দাসীর বিষয়ে লণ্ডন নগরবাসি এক জন উপদেশক বলেন, তাহার মাতা মরণকালে আয়রলণ্ড দেশীয় এক ব্যক্তির হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। সেই কর্ত্রী তাহাকে শিক্ষা দিয়া দাসীরূপে রাখিয়া বেতনের নিমিত্তে কেবল অন্ন বস্ত্র দিতেন। সেই ব্যক্তির নিকটে থাকিতে২ পেগি প্রতি রবিবারে গীর্জাঘরে গিয়া সুসমাচারের ঘোষণা শুনিত; তাহাতে যেমন চাতকপক্ষী বৃষ্টিজলে সন্তুষ্ট হয়, তেমনি সেও কালক্রমে ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশে সন্তুষ্টা হইতে লাগিল, এবং তাহার ফলরূপে তাহার আচার ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইল। ইহা দেখিয়া তাহার কর্ত্রী তাহার কর্ম্ম বিষয়ে সন্তুষ্টা হইয়া পাছে সে সুযোগক্রমে বেতনের আশাতে অন্যত্র যায়, তন্নিমিত্তে তাহাকে কিঞ্চিৎ বার্ষিক বেতন দিতে স্বীকৃতা হইলেন। পরে কতক মাস গত হইলে এক দিন সন্ধ্যাকালে গীর্জার পর ঐ দাসী আমার হস্তে এক খানি দশ টাকার নোট দিল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম, এ কি? সে উত্তর করিল, হে মান্যবর মহাশয়, এ আমার প্রথম উপার্জ্জিত টাকা, ইহাতে আমি কি করিব? আঃ! আমি কি আপন জন্মদেশ ভুলিব? তাহা কখন হইবে না। এই টাকা আয়রলণ্ড দেশীয় লোকদের পারমার্থিক মঙ্গলার্থে ব্যয় করা আমার বাঞ্ছা। তাহারা রোমাণ কাথলিক, অতএব তাহাদের নিকটে ধর্ম্মপুস্তক ও সুসমাচার প্রচারকদিগকে পাঠাইলে ভাল হয়। আমি ইহা শ্রবণে

অতিশয় আনন্দিত হইলাম, কিন্তু মনে২ ভাবিলাম যে এত টাকা কোন মতে লওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে এই দুঃখিনীর অবশ্য প্রয়োজন হইবে। অতএব তাহাকে বলিলাম, ওগো, তোমার এত অধিক দেওয়ার প্রয়োজন নাই, আমি এত লইব না। তাহাতে সে বলিল, আপনি না লইলে অর্দ্ধ মাস পর্য্যন্ত আমার সুখে আহার নিদ্রা হইবে না। পরে ঈশ্বর আমার স্বদেশীয় দীনহীন ব্যক্তিদিগকে সুসমাচার দান করণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন, এই কথা বলিয়া সে আমার হস্তে ঐ নোট দিয়া চলিয়া গেল। দাতৃত্বগুণে সেই দুঃখিনী কত শত লোকাপেক্ষা উত্তমা! কোন্ ব্যক্তি প্রথমে টাকা পাইয়া সঞ্চয় করিতে আশা না করে? আর কোন্ ব্যক্তি বা প্রথমে টাকা পাইয়া সমুদয় দান করে? সে বহু কালাবধি টাকা উপার্জনার্থে চেষ্টা করিয়া পাইবামাত্র স্বজাতীয়দের নিকটে সুসমাচার প্রকাশ করণের নিমিত্তে একেবারে সমুদয় দান করিল।

১৩। শ্রীযুক্ত ফ্র্যাঙ্কে সাহেবের কথা।

উক্ত সাহেব ১৬৬৩ শালে জর্ম্মাণি দেশের লুবেক নগরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি নানা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সত্যরূপে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি মন ফিরাইয়া তদবধি উপদেশ ও কথোপকথনদ্বারা অনেক২ লোককে পরিত্রাণজনক ধর্ম্মজ্ঞান দিতে অতি যত্নবান ছিলেন। পরে ১৬৯২ শালে তিনি

হালে নামক নগরে ধর্ম্মোপদেশকের ও অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া আপন আয়ুর অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ বৎসর তথায় যাপন করিলেন। সেই নগরে উপস্থিত হইলে পরে তিনি দরিদ্র লোকদের উপকারার্থে প্রতি বৃহস্পতি-বারে একটি বিশেষ সময় নিরূপণ করিলেন; তাহাতে অনেক২ লোক তাঁহার নিকটে আসাতে তিনি প্রথমে তাহাদিগকে কিছু ভিক্ষা দিতেন ও রুটী বিতরণ করিতেন। কিছু কাল পরে মনে২ ভাবিলেন, এই যে লোকদিগকে আমি শারীরিক প্রাণ রক্ষার্থে অন্ন দিয়া থাকি, ইহাদিগকে আত্মার পরিত্রাণার্থে পারমার্থিক অন্নও দান করা কি আমার উচিত নয়? এমত বিবেচনা করিয়া তিনি সেই দরিদ্রদিগকে আপনার কুঠরীতে একত্র করিয়া তাহাদের সহিত পরিত্রাণের উপায় বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই সকল লোকদের ঘোর অজ্ঞা-নতা প্রকাশ পাইলে তিনি অতিশয় মনোদুঃখিত হইয়া, যাহাতে তাহাদের বালকগণ কোন মতে ধর্ম্মশিক্ষা পায়, এমত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি কোন২ বালককে পাঠশালায় পাঠাইবার নিমিত্তে তাহাদের পিতামাতাকে প্রয়োজনীয় পয়সা দিতেন; কিন্তু তাহাতে বাঞ্ছিত ফল দর্শিল না, কেননা পিতামাতারা পয়সা লইয়া অন্য২ বিষয়ে ব্যয় করিত, বালকদিগকে পাঠশালায় পাঠাইত না।

১৬৯৫ শালে তিনি আপন কুঠরীর এক দেওয়ালে ছিদ্রযুক্ত একটি ছোট সিন্দুক বদ্ধ করিলেন, তাহার ঊর্দ্ধে ধর্ম্মপুস্তকের এই বচন লেখা ছিল; যথা, "সাংসারিক

বিষয় প্রাপ্ত যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে দীন হীন দে-
খিয়া তাহার প্রতি আপনার দয়া রোধ করে, সেই
ব্যক্তির অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে
পারে?" ১ যো ৩; ১৭। এবং সিন্দুকের নীচে ধর্ম্ম-
পুস্তকের এই বচন লিখিত ছিল; যথা, "প্রত্যেক জন
আপন২ মনের নিরূপণানুসারে দান করুক, কাতর
হইয়া কিম্বা ভয় করিয়া না দিউক, কেননা ঈশ্বর হৃষ্ট-
চিত্ত দাতাকে ভাল বাসেন।" ২ ক ৯; ৭। প্রায় তিন
মাস পর্য্যন্ত সেই সিন্দুক খালি থাকিল। পরে এক দিন
কোন মান্য স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বিদায়
হওন কালে তন্মধ্যে কিছু অর্থ ফেলিলেন। ফ্রাঙ্কে সাহেব
যখন সিন্দুক খুলিলেন, তখন কেবল কএকটি তাম্রমুদ্রা
দেখিবার অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু সাড়ে চারি ডালর
পাইয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। জর্ম্মানি দেশীয়
ডালর নামক মুদ্রা প্রায় দেড় টাকার তুল্য। এত অর্থের
দর্শনে ফ্রাঙ্কে সাহেব কহিলেন, এত টাকাতে কোন মহৎ
কর্ম্ম আরম্ভ করা উচিত, অতএব আমি ইহাতে দরিদ্র
বালকদের জন্যে একটি পাঠশালা স্থাপন করিব। এই
প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি এক ডালরেতে বর্ণমালা প্রভৃতি পুস্তক
ক্রয় করিলেন, পরে বিদ্যালয়ের এক জন নির্ধন ছাত্রকে
প্রতি সপ্তাহে ছয় আনা বেতন দিতে স্বীকার করিয়া
প্রতি দিন দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওনে নিযুক্ত করি-
লেন, এবং আপনার পুস্তকালয়ে পাঠশালা করিলেন।
তাহাতে প্রথমে অতি দরিদ্র কএক জন বালক শিক্ষা
পাইতে আইল, পরে অন্য কোন২ বালকের পিতা-

মাতা প্রতি সপ্তাহে কএকটি পয়সা দিতে স্বীকার করিয়া আপন২ সন্তানকে আনিল। এই রূপে অল্প কালের মধ্যে পঞ্চাশ জন বালক একত্র হইল। সেই বৎসরে কোন ব্যক্তি বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিতরণার্থে তাঁহাকে ৫০০ ডালর দিলেন, পরে কেহ দরিদ্রদের জন্যে ১০০ টাকা এবং ঐ পাঠশালার জন্যে ২০ টাকা দিলেন। সেই বৎসরের শেষে আপনার গৃহে ঐ পাঠশালার জন্যে স্থান না থাকাতে তিনি কোন প্রতিবাসির ঘরে প্রথমে এক কুঠরী, পরে আর এক কুঠরী ভাড়া করিয়া লইলেন। পরে কোন২ বালক পাঠশালাতে যে উত্তম শিক্ষা পায়, তাহা ঘরে পিতামাতার মন্দ আচরণ দর্শনদ্বারা বিফল হয়, ইহা দেখিয়া ফ্রাঙ্কে এমত কোন২ বালকের ভরণ পোষণ করিতে স্থির করিলেন। এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে২ পিতৃমাতৃহীন বালকেরা যে সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার যোগ্য পাত্র, ইহা তাঁহার মনে পড়িল। অনন্তর দুই এক জন বন্ধুকে আপনার মনোবাঞ্ছা জানাইলে তাঁহাদের মধ্যে এক জন ৫০০ ডালরের বার্ষিক সুদ তাহার জন্যে নিরূপণ করিলেন। পরে ফ্রাঙ্কে সাহেব সেই টাকাতে প্রতিপালনীয় কোন দরিদ্র বালকের অন্বেষণ করিলে পিতৃমাতৃহীন চারি জন বালক তাঁহার নিকটে আনীত হইল; তাহাতে তিনি পিতা ঈশ্বরেতে নির্ভর করিয়া চারি জনকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে আট দশ দিনের মধ্যে অন্য পাঁচ জনকে গ্রহণ করিলেন। সেই বালকেরা কোন২ ধনহীন ধার্ম্মিক লোকের ঘরে খোরাকি খাইত। আর

তাহাদের প্রতিপালনার্থে যে অর্থের প্রয়োজন ছিল, সেই অর্থ অনপেক্ষিত রূপে নানা দয়ালু লোকের দান-দ্বারা পাওয়া যাইত। বরং প্রয়োজন অপেক্ষা এত অধিক অর্থ পাওয়া গেল, যে ১৬৯৬ শালের গ্রীষ্ম-কালে ফ্রাঙ্কে সাহেব ৩৬৫ ডালরেতে পিতৃহীন বালক-দের আশ্রয়স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র গৃহ ক্রয় করিলেন। সেই গৃহেতে প্রথমে বারো জন বালক আশ্রয় পাইল, এবং তাহাদের সহিত এক জন শিক্ষক বাস করিতেন। পরে বালকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আর একটি গৃহ ভাড়া করিতে হইল। এবং ১৬৯৬ শালে ২০০০ ডালরেতে আর এক গৃহ কিনিতে হইল। তাহাতে ফ্রাঙ্কে সাহেব মনে২ কহিলেন, বোধ হয় এই পিতৃমাতৃহীন বালক-দের নিমিত্তে অতি বৃহৎ একটি বাটী নির্ম্মাণ করিলে ভাল হইবে। তখন তাঁহার হাতে প্রায় কিছু অর্থ ছিল না; কিন্তু যখন যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, পরমেশ্বর তখন সেই অর্থ যোগাইয়া দিবেন, এমত দৃঢ় বিশ্বাস করাতে তিনি সেই ভারি কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। সেই বাটী প্রস্তুত করিতে আড়াই বৎসর লাগিল; তাহাতে কাষ্ঠ ও লৌহ ও ইষ্টক ও চূণ ও বালী ও মজুরদের বেতন, এই সকলেতে নিত্য২ কত ব্যয় হইত, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। অনেক২ বার যে দণ্ডে যত টা-কার প্রয়োজন ছিল, সেই দণ্ডে তত টাকা ডাকদ্বারা কিম্বা অপরিচিত কোন ব্যক্তির দূতদ্বারা আনীত হইল। ইহার যে সকল উদাহরণ ফ্রাঙ্কে সাহেবের জীবনচরিত্রে লেখা আছে তাহা অতি আশ্চর্য্য, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে

এই স্থানে তাহা লেখা যাইতে পারে না। ১৭০০ শালের শেষে সেই বাটী সমাপ্ত হইয়াছিল।

১৭২৭ শালে ফ্রাঙ্কে সাহেবের মরণকালে সেই বাটীতে ১৩৪ জন পিতৃমাতৃহীন বালক বাস করিয়া প্রতিপালিত হইত; তাহাদের ১৯ জন অধ্যক্ষ ছিল। তদ্ব্যতিরেকে ২২০৭ জন বালক বালিকা প্রতিদিন অল্প মূল্যে শিক্ষা পাইত; তাহাদের ১৭৫ জন শিক্ষক ছিল। অধিকন্তু ঐ নগরস্থ বিদ্যালয়ের ৪৬৭ জন ছাত্র সেই বাটীতে প্রতি দিন বিনা মূল্যে এক বেলা কিম্বা দুই বেলা আহার করিত।

এত বালকদের জন্যে পুস্তক যোগাইবার নিমিত্তে ও তাহাদের প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের লাঘবার্থে সেই বাটী সম্বন্ধীয় এক যন্ত্রালয় ও পুস্তক বিক্রয়ের দোকান স্থাপিত হইয়াছিল। আর ফ্রাঙ্কে সাহেবের কান্স্টাইন নামক এক ধনবান বন্ধু ছিলেন; তিনি ধর্ম্মপুস্তকের মূল্য ন্যূন করণের উপায় চিন্তা করিয়া এত ধাতুময় অক্ষর ঢালাইলেন, যে সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থে কেবল এক বার অক্ষর বসাইতে হইল; বসাইলে পরে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তদবধি সেই যন্ত্রালয়ে প্রতি বৎসর সহস্র২ খান ধর্ম্মপুস্তক ছাপান হইয়া থাকে।

সেই রূপে ঐ বাটীর সম্বন্ধে যে চিকিৎসাশালা ও ঔষধালয় স্থাপিত হইল, তদ্দ্বারাও সহস্র২ লোকের অনেক উপকার হইয়াছে।

উক্ত ফ্রাঙ্কে সাহেবের বিষয়ে কেবল আর একটি

কথা এই স্থানে লেখা যাইতেছে। তাহা এই, ভারতবর্ষে সত্য সুসমাচার প্রচার করণার্থে প্রথমে ১৭০৬ শালে যে দুই জন মিশনরি সাহেব মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন ত্রাঙ্কেবার নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ফ্রাঙ্কে সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

১৭। জান হৌয়ার্ড সাহেবের কথা।

উক্ত সাহেব ১৭২৬ শালে লণ্ডন নগরের নিকটে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা এক জন ধনি সওদাগর ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকালে তাঁহার বুদ্ধির বিশেষ তেজ প্রকাশ পায় নাই, এবং শরীরও দুর্ব্বল ছিল। পরে তাঁহার পিতা মরিলে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া নানা পরদেশ ভ্রমণদ্বারা অধিক জ্ঞান উপার্জন করিলেন, পরে ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি মন ফিরাইয়া তাঁহার মণ্ডলীতে গৃহীত হইলেন। অনন্তর বিবাহ করিয়া ভার্য্যার সহবাসে কতিপয় বৎসর সুখে যাপন করিলেন।

অপর তাঁহার ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তিনি শোকসাগরে মগ্ন হইয়া শোক নিবারণার্থে পরদেশ ভ্রমণ করিতে স্থির করিয়া ভূমিকম্পদ্বারা উৎপাটিত লিস্‌বন নামক পর্ত্তুগাল দেশের রাজধানী দেখিবার আশয়ে জাহাজারোহণ করিলেন। সেই সময়ে ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ লোকদের মধ্যে যুদ্ধ থাকাতে পথের মধ্যে ঐ জাহাজ ফ্রেঞ্চ লোকদের হস্তগত হইল; তাহাতে চড়নদার প্রভৃতি তাবৎ লোক

বন্দিরূপে ফ্রান্স দেশে নীত হইয়া কারাগারে রক্ষকদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লেশ পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে হৌয়ার্ড সাহেব মুক্ত হইয়া ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার যত্নদ্বারা অন্য সকল লোকও ক্রমে২ মুক্তি পাইল। তৎকালে কারাবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার যে ক্লেশ হইয়াছিল, সেই ক্লেশদ্বারা তাঁহার মনে কারাবদ্ধ লোকদের প্রতি চিরস্থায়ি অনুকম্পা উৎপন্ন হইল।

অপর ১৭৫৮ শালে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন, কিন্তু সাত বৎসর পরে তাঁহার সেই ভার্য্যাও প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার শোক নিবারণার্থে দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়া জর্ম্মাণি ও ফ্রান্স ও ইতালি দেশে তিন চারি বৎসর যাপন করিলেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনানন্তর ইংলণ্ডীয় বেড্‌ফর্ড নামক জেলার মধ্যে কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত হইলেন; তাহাতে ঐ জেলার মধ্যবর্ত্তি তাবৎ কারাগারের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হওয়াতে তিনি সেই কর্ম্মে আপনি মনোযোগ করিয়া পুনঃ২ প্রত্যেক কারাগারে যাইয়া কারাবদ্ধ লোকদের দুরবস্থা স্পষ্টরূপে অবগত হইলেন। তৎকালে প্রায় কোন কারাগারে নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিতে পারিত না, এবং কারাগার পরিষ্কার রাখিবার কোন চেষ্টা ছিল না, এবং অনেক কারাবদ্ধ লোকদের আহারাদি বিষয়ক কোন নিয়ম নিরূপিত ছিল না, সুতরাং দুষ্ট বায়ুতে ও ময়লাতে ও ক্ষুধাতে ও বস্ত্রের অভাবে ও রক্ষকদের লোভ ও ক্রূরতাতে কারাবদ্ধ লোকদের

অসীম ক্লেশ হইত। এই সকল দেখিয়া হৌয়ার্ড সাহেব অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং কারাবদ্ধ লোকদের ক্লেশ ন্যূন করণার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন।

অনন্তর ঐ বার্ষিক উচ্চ পদ ত্যাগ করিলে পরে তিনি একান্ত মনে সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে যত্নবান হইয়া আয়ুর অবশিষ্ট ষোল বৎসর যাপন করিলেন। প্রথমে তিনি ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ড ও আয়রলণ্ড দেশের সমস্ত কারাগার দেখিতে গেলেন। পরে ইউরপ মহাদ্বীপে যত রাজ্য, সেই সকল রাজ্যের যত কারাগারে প্রবেশ করা তাঁহার সাধ্য হইল, সেই সকল কারাগারে গিয়া তথায় বদ্ধ লোকদের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার এই রূপ ক্রিয়াতে নানা দেশের অধ্যক্ষেরা অতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, কেননা তিনি নির্ভয়ে দোষি রক্ষকদের ও পাচকদের ও চিকিৎসকদের এবং খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি ব্যবসায়ি লোকদের দোষ প্রকাশ করিতেন, এবং অতি মলিন কারাগারের বর্ণনা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন, এবং অনাবশ্যক ক্রূরতা কোন মতে গুপ্ত রাখিতেন না। এই ২ কারণ বশতঃ কতক বৎসর পর্য্যন্ত ফ্রান্স দেশে তাঁহার গমন নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি তিনি গোপনে তাহার পারিস নামক রাজধানীতে গিয়া তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত পদাতিকদের হস্ত আশ্চর্য্য রূপে এড়াইয়া উক্ত রাজ্যের অনেক কারাগার দেখিলেন।

১৭৮৯ শালে তিনি রুষিয়া দেশস্থ ক্রিমিয়া নামক প্রায়দ্বীপের উত্তরদিগে স্থিত অঞ্চলে গেলেন, কেননা তৎকালে রুষীয় ও তুরুক লোকদের মধ্যে যুদ্ধ ছিল, অতএব

পীড়ার সময়ে রুষীয় সামান্য সৈন্যেরা আপন২ অধ্যক্ষদের অমনোযোগ ও লোভ ও প্রবঞ্চনা প্রযুক্ত যে অসীম ক্লেশ পাইত, তাহা কিঞ্চিৎ ন্যূন করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করা তাঁহার দুষ্কর হইল, কেননা অধ্যক্ষ ও চিকিৎসক সকল দ্রুতগামি চরদ্বারা তাঁহার আগমনের অনুসন্ধান অগ্রে পাইয়া অতি শীঘ্র চিকিৎসালয়হইতে মলিন বস্ত্র ও পচা খাদ্য দ্রব্য দূর করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র ও ভাল খাদ্য দ্রব্য তাঁহাকে দেখাইত; পরে তিনি নির্গত হইবামাত্র সেই সকল পুনর্ব্বার পরিবর্ত্ত করিত। কিঞ্চিৎ কাল পরে রুষীয় লোকদের মধ্যে মহামারী উৎপন্ন হইলে কোন ধনবতী স্ত্রী পীড়াগ্রস্তা হইয়া হৌয়ার্ড সাহেবের চিকিৎসা-দ্বারা উপশম পাইবার আশাতে তাঁহাকে ডাকাইলেন; তাহাতে তিনি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তে বারো ক্রোশ পথ গিয়া তৃতীয় বার সাক্ষাৎ হওন সময়ে অসাবধান-রূপে তাঁহার নাড়ী ধরিলে তাঁহারও সেই পীড়া হইল, এবং তিন সপ্তাহের পরে অর্থাৎ ১৭৯০ শালে ২০ জানুয়ারি তারিখে খেরসন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল। ক্লিষ্ট লোকদের উপকারার্থে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ সহস্র ক্রোশের পথ যাত্রা করিয়াছিলেন।

যদ্যপি পরাক্রমি রাজগণ তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতে এক প্রকার ভীত হইতেন, তথাপি তিনি অতি নম্রশীল ও সরলাত্মা লোক ছিলেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে তাঁহার অতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার হিতৈষিতা নিষ্ফল হয় নাই, কেননা সেই সময়াবধি কারাবদ্ধ প্রভৃতি

ক্লিষ্ট লোকদের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ হইতেছে। পূর্ব্বে তাহারা সর্ব্বদা মৃত্যুর মুখে ছিল, অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশ প্রথম বৎসরে মরিত, কিন্তু সম্প্রতি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কারাগারে অধিক পীড়া আর হয় না।

১৮। শ্রীযুক্ত উইল্‌বরফর্স সাহেবের কথা।

উক্ত সাহেব অতি মান্য ও ধনবান লোক ছিলেন। তিনি ১৭৫৯ শালে ইংলণ্ড দেশের হল নগরে জন্মিয়াছিলেন, পরে একুশ বৎসর বয়সে পার্লিয়ামেণ্ট অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার অংশী হইয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই সভাভুক্ত থাকিলেন। তিনি অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ সুবক্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত গুণের মধ্যে হিতৈষিতা প্রধান ছিল, এই জন্যে ১৮৩৩ শালে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজকীয় ব্যয়ে মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার কবর দেওয়া গেল।

যৌবনকালে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৭৮৫ শালে যখন তিনি দূর দেশ নিবাসি কোন পীড়িত কুটুম্বকে দেখিবার নিমিত্তে ফ্রান্স দেশ দিয়া যাত্রা করিলেন, তখন এক জন ধার্ম্মিক বন্ধু তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এক দিন অতি উদ্‌যোগি কোন ধর্ম্মোপদেশকের বিষয়ে কথোপকথন হইলে উইল্‌বরফর্স সাহেব কহিলেন, আমার বোধ হয় সেই ব্যক্তির উদ্‌যোগ অতিরিক্ত। তাহাতে তাঁহার বন্ধু উত্তর করিলেন, বোধ হয় ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আচরণের যে বর্ণনা লিখিত আছে, তাহার সহিত

সেই ব্যক্তির উদ্যোগের তুলনা করিলে তুমি তাহা আর অতিরিক্ত বলিবা না। উইল্বরফর্স প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি কি এমত বল? ভাল, আমি সেই পরীক্ষা করিব। আইস আমরা যাত্রা করিতে২ একত্র ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ পাঠ করি। এই কথানুসারে তাঁহারা প্রতি দিন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহাতে উইল্বরফর্স সাহেব চেতনা পাইয়া আপনার পাপাবস্থা বুঝিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে আশ্রয় লইলেন, এবং তদবধি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রভুকে প্রেম ও সেবা করিতে স্থির করিলেন। পরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে ঐ পীড়িত কুটুম্বের গৃহে ডাক্তর দদ্রিজ সাহেবের রচিত "মনোমধ্যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি" নামে এক গ্রন্থ পাইলেন। তাহা পাঠ করণদ্বারা ধর্ম্মের চেষ্টা তাঁহার মনে আরও দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইল। সেই সময়াবধি তিনি যাবজ্জীবন খ্রীষ্টরাজ্যের বৃদ্ধির নিমিত্তে যথাশক্তি যত্নবান্ থাকিলেন। বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে সুসমাচার প্রচার করণের যে সকল বাধা কোম্পানি পূর্ব্বে করিত, তাহা দূর করণার্থে ১৮১২ ও ১৮১৩ শালে অত্যন্ত চেষ্টান্বিত ছিলেন। আর তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইল, অর্থাৎ সেই সময়াবধি এতদ্দেশে মিশনরিদিগের আগমন আর নিষিদ্ধ নহে।

উইল্বরফর্স সাহেবের চরিত্রে ক্রীত দাসদের মুক্ত্যর্থে তাঁহার অনবরত পরিশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। ইংলণ্ড দেশে ক্রীত দাস রাখা পূর্ব্বাবধি নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি কখন২ দূরদেশহইতে আগত কোন২ ধনি

লোক সেই দেশেও আপন ২ ক্রীত দাস রাখিত। এমন হইলে যখন কেহ দাসের পক্ষ হইয়া বিচারস্থানে নালিশ করিত, তখন কর্ত্তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইত। এই প্রকারে কোন ২ মোকদ্দমা হইলে পরে ও ক্রীত দাসদের প্রতি কোন ২ কর্ত্তার ঘৃণার্হ ক্রূরতার প্রমাণ সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে প্রকাশ পাইলে পরে ১৭৮৫ শালে কেমব্রিজ নামক প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বার্ষিক নিয়মানুসারে ছাত্রদের উদ্যোগ বর্দ্ধনার্থে একটি প্রশ্ন বিজ্ঞাপন করিলেন। ছাত্রদের মধ্যে যে কেহ সেই প্রশ্নের উত্তম উত্তর লিখিবে, সে সম্মানসূচক পারিতোষিকরূপে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইবে, এই নিয়ম দীর্ঘ কালাবধি স্থির ছিল। সেই বৎসরে এই প্রশ্ন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; যথা, যে মনুষ্য দাস হইতে অসম্মত, তাহাকে দাস করা কিম্বা দাসত্বে রাখা কি বিহিত? ছাত্রদের মধ্যে তামস ক্লার্কসন নামক এক যুবা পূর্ব্ব বৎসরে সেই প্রকার স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন, অতএব এই বৎসরেও তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষী হইয়া ঐ প্রশ্নসম্বন্ধীয় কোন ২ পুস্তকের অন্বেষণ করিতে লণ্ডন নগরে গিয়া গিনি দেশের বৃত্তান্ত নামক একটি গ্রন্থ পাইলেন। উক্ত গিনি দেশ আফ্রিকা মহাদ্বীপের পশ্চিম ভাগের এক অঞ্চল। ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা ইউরপীয় রাজ্যের জাহাজ সেই স্থানে দাস ক্রয় করিবার নিমিত্তে যাইত; কেননা তথাকার জাতিদের অধ্যক্ষগণ যুদ্ধেতে কিম্বা বলেতে কিম্বা ছলেতে অনেক ২ লোককে ধরিয়া সমুদ্রতীরে আনাইয়া ইউরপীয় বণিক্‌দের নিকটে বিক্রয় করিত। পরে

তাহারা তাহাদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া জাহাজে আরোহণ করাইয়া খোঁয়াড়ে একত্রীকৃত মেষপালের ন্যায় জাহাজের খোলে রাখিয়া আমেরিকা মহাদ্বীপের কোন২ স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। সেই২ স্থানের ইউরপীয় লোকেরা তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া পশুতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের দ্বারা ইক্ষুক্ষেত্র কিম্বা তুলার ক্ষেত্র চাস করাইত, এবং চিনি ও তুলা প্রস্তুত করাইত। এমন হওয়াতে সেই দুর্ভাগ্য ক্রীত দাসদের অসীম ক্লেশ ঘটিত; বিশেষতঃ সমুদ্রযাত্রাতে উপযুক্ত খাদ্যের ও পেয়ের ও বায়ুর অভাবে ও দুর্গন্ধের প্রাবল্যে তৃতীয়াংশ কিম্বা অৰ্দ্ধাংশ ক্রীত দাস মরিত, কেননা জাহাজের যে স্থানে তাহাদিগকে রাখা যাইত, তাহার নিম্নতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহারা উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কিম্বা লম্বমান হইয়া শয়ন করিতে পারিত না।

উক্ত ক্লার্কসন সাহেব এই সকলের বিশেষ বিবরণ পাঠ করণদ্বারা এমত উদ্বিগ্ন ও ক্ষুণ্নমনা হইলেন, যে সেই স্বর্ণমুদ্রা পাইলেও তাঁহার কিছুই সান্ত্বনা হইল না; কেননা ক্রীত দাসদের দুরবস্থা নিরন্তর তাঁহার জ্ঞানগোচরে থাকিত। অতএব যাহাতে সেই দাসদের বাণিজ্য লোপ হয়, এমত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মরণ দিন পর্য্যন্ত অক্লান্ত থাকিলেন। তাঁহার চেষ্টার আরম্ভকালে তিনি উইল্বরফর্স সাহেবের নিকটে গিয়া তাঁহাকে আপন অভিপ্রায় জানাইয়া, যাহাতে ঐ বাণিজ্য

পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞাদ্বারা নিষিদ্ধ হয়, এমন উপায় চিন্তা করণে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উইল্‌বরফর্স সাহেব তাঁহার প্রমুখাৎ দাসদের দুরবস্থার বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সাহায্য করিতে স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে বিংশতি বৎসর লাগিল; কারণ ঐ দাসদের বাণিজ্য এবং চিনি ও তূলার বাণিজ্যদ্বারা যে সহস্র২ লোক লাভ পাইত, তাহারা সেই বাণিজ্যের লোপ আপনাদের সর্ব্বনাশ বলিয়া অত্যন্ত প্রতিরোধ করিত। অবশেষে ১৮০৭ শালে পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞাদ্বারা ইংলণ্ডীয় রাজ্যের অধীন সমস্ত স্থানে দাসের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল। আর তদবধি যখন যে কোন ভূপতির সহিত ইংলণ্ডীয় রাজা সন্ধি কিম্বা নিয়ম স্থির করেন, তখন সেই ভূপতি যে আপনার অধীন দেশে ঐ বাণিজ্য নিষেধ করেন, এমত নিবেদন করিয়া থাকেন। আর সমুদ্রগামি যে কোন জাহাজে দাসগণ বিক্রয়স্থানে নীত হয়, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজ যদি তাহা ধরিতে পারে, তবে বোম্বেটে বলিয়া কোন বিচারস্থানে লইয়া যায়; তাহাতে দাসগণ মুক্ত ও জাহাজের কর্ত্তা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, ও জাহাজ রাজার থাকে।

পরে দাসদের বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইলেও ক্রীত দাসদের অবস্থা বড় শুধরাইল না, বরঞ্চ তাহাদের কর্ত্তারা পরদেশহইতে নূতন২ দাস পাইবার আশা বন্ধ দেখিয়া অনেক প্রজা পাইবার অভিপ্রায়ে দাস দাসীদিগকে নির্লজ্জ ব্যভিচার করণের আশ্বাস দিতে লাগিল। অতএব

দাসত্ব লোপ না হইলে সেই দুর্ভাগ্যেরা কখন সুখ পাইবে না ও ভাল মানুষ হইবে না, ইহা বুঝিয়া উইল্‌বরফর্স সাহেব সেই অভিপ্রায়ে আর বার অনবরত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাহার সম্পূর্ণ ফল তিনি দেখিতে পাইলেন না, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞাদ্বারা ইহা স্থির হইল, যে ইংলণ্ড দেশের অধীন সমস্ত স্থানে ১৮৩৪ শালের ১ আগষ্ট তারিখে ক্রীত দাসদিগকে মুক্ত করণের আরম্ভ করা যাইবে, এবং ক্ষতি নিবারণার্থে তাহাদের কর্ত্তাদিগকে বিংশতি কোটি টাকা দত্ত হইবে। এই সমাচার পাইয়া উইল্‌বরফর্স সাহেব কহিলেন, আ! ক্রীত দাসদের মুক্তির নিমিত্তে ইংলণ্ডীয় রাজকোষহইতে বিংশতি কোটি টাকা দত্ত হয়, পরমেশ্বর আমাকে এমন দিন দেখিতে দিয়াছেন, ইহার জন্যে তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি। অপর ১৮৩৮ শালের ১ আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড রাজ্যের অধীন সমস্ত ক্রীত দাস সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইল।

---

৯ অধ্যায়।

ভ্রাতৃপ্রেম।

১। সেণ্ট হেলীনা উপদ্বীপস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের কথা।

১৮১৯ শালে দুই জন মিশনরি সাহেব ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন কালে পথের মধ্যে উক্ত উপদ্বীপে জাহাজহইতে

নামিলেন; তাঁহাদের এক জনের স্ত্রী ও একটি সন্তান ছিল। তাঁহারা তথাকার উত্তরণীয় গৃহে পৌঁছিবামাত্র শ্রীযুক্ত পাদরী বর্ণন সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের তাবৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করণের চেষ্টা প্রকাশ করিলেন। আর কতিপয় ঈশ্বরপরায়ণ সেনাপতি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন। উক্ত মিশনরি সাহেবেরা চারি দিন পর্য্যন্ত ঐ উপদ্বীপে অবস্থিতি করিয়া আপন২ মন ও শরীর আপ্যায়িত করিলেন। পরে যখন তাঁহারা জাহাজারোহণ পূর্ব্বক গন্তব্য দেশে যাইতে চাহিলেন, তখন ঐ উত্তরণীয় গৃহের কর্ত্তা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে মহাশয়েরা, আপনাদিগকে কিছু দিতে হইবে না। বাস্তবিক তাঁহার প্রায় ২০০ টাকা পাওনা ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পাদরী ও সেনাপতি সাহেবেরা ঐ টাকা পরিশোধ করাতে তাঁহাদের কিছু দিতে হইল না। অপরিচিত খ্রীষ্টিয়ান লোকদের এমত আশ্চর্য্য প্রেম ও উপকারদ্বারা ঐ দুই মিশনরি সাহেব চির বাধিত হইলেন। এক দিন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিলেন, যদ্যপি উক্ত ঘটনার পরে একাদশ বৎসর অতীত হইল, তথাপি এখনও স্মরণ হইলে মন কৃতজ্ঞতাতে প্রফুল্ল হয়।

২। এক জন উচ্চপদস্থ লোকের কথা।

এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধারণ লোকদিগেতে সত্য ধর্ম্মের প্রমাণ দেখিলে কখন২ ভোজনার্থে ও আলাপ করণার্থে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার এক

বন্ধু সাংসারিক বিচারানুসারে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন; সেই ব্যক্তি এক দিন প্রণয়ভাবে তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন, তুমি কেন এমত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীয় লোকদিগকে আপনার অতিথি ও বন্ধু ও সঙ্গী করিয়া থাক? তাহাতে ঐ ভদ্র লোক নম্রভাবে উত্তর করিলেন, পরলোকে উহারা যত উচ্চপদস্থ হইবে, আমার তত উচ্চপদস্থ হওয়া অসম্ভব; অতএব ইহলোকে কেন উহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিব? এই কথা শুনিবামাত্র ঐ অভিমানী লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন; কেননা তিনি মনে ২ কহিলেন, পরলোকে যদি ঐ সকল ক্ষুদ্র লোক অপেক্ষা আমার এই ধার্ম্মিক বন্ধুর অবস্থা ক্ষুদ্র হয়, তবে অধার্ম্মিক যে আমি আমার কি দশা ঘটিবে?

৩। স্কেনান্দন্।

আমেরিকা দেশস্থ স্কেনান্দন্ নামক ওনাইডা বংশীয় এক জন প্রধান ইণ্ডিয়ান লোক সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের পরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবৎ থাকিলেন। পরে এক শত বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি কহিলেন, আমি পুরাতন বৃক্ষস্বরূপ। এক শত বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু আমার ডাল লড়াইতেছে; আমার উপরিভাগ (অর্থাৎ চক্ষু) নিস্তেজ হইয়াছে; আর এত কাল আমার জীবিত থাকিবার কারণ কেবল পরমাত্মা জানেন। আমি যেন মৃত্যুর নিরূপিত দিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি, তোমরা যীশুর নিকটে ইহা

প্রার্থনা কর। পরে আমার মৃত্যু হইলে আমার উপদেশকের পার্শ্বে আমার কবর দিও, কেননা আমি পুনরুত্থানের দিনে তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে চাই।

৪। এক জন খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকের কথা।

আফ্রিকা দেশের দক্ষিণ অংশে হটেণ্টট ও কাফর প্রভৃতি নানা অসভ্য জাতির নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে অনেক মিশনরি সাহেব গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন স্থানে২ ভ্রমণকালে এক দিন সন্ধ্যাতে অরেঞ্জ নদীর তীরস্থিত কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের কোন ঘরে রাত্রি যাপনের অনুমতি পাইবার আশাতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কেননা তাঁহার খাদ্য ও পেয় দ্রব্য সকল ফুরাইয়া গিয়াছিল, এবং সেই দেশে অনেক২ সিংহ থাকে, তাহারা রাত্রিকালে জল পানার্থে নদীর নিকটে যায়, অতএব সেই স্থানে তাম্বুতে রাত্রি যাপন করা কিম্বা সন্ধ্যার পরে নদীহইতে জল আনা আশঙ্কার কর্ম্ম। কিন্তু সেই গ্রামনিবাসি তাবৎ লোক দেবপূজক, এই জন্যে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া গ্রামহইতে দূরে যাইতে আজ্ঞা করিল, এবং তিনি জল চাহিলে তাহাও দিতে কিম্বা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বিক্রয় করিতে নিতান্ত অসম্মত হইল। অতএব তিনি ও তাঁহার সঙ্গি দাস গ্রামের ও নদীর নিকটে উপস্থিত হইলেও ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণাতুর থাকিয়া রাত্রি যাপনের অপেক্ষাতে ছিলেন; এবং গ্রামের লোকেরা পাছে রাত্রিকালে আসিয়া তাঁহাদের কোন হিংসা করে, এমত আশঙ্কাতেও

সন্দিগ্ধ হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বর আপন দাসদের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইয়া দিলেন। অর্থাৎ অন্ধকার হইলে নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া এক জন স্ত্রীলোক নামিয়া তাঁহাদের নিকটে আইল। তাহার মস্তকে এক আটি জ্বালানি কাষ্ঠ ও হস্তে এক ঘটি দুগ্ধ ছিল। নিকটে উপস্থিত হইলে সে নীরব থাকিয়া সাহেবকে দুগ্ধের ঘটি দিয়া কাষ্ঠ ভূমিতে ফেলিল, পরে চলিয়া গেল। কিছু কাল পরে সে মস্তকে হাঁড়ি ও এক হস্তে মেষের বৃহৎ মাংসখণ্ড ও অন্য হস্তে জলের কলস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অগ্নি জ্বালিয়া মাংস পাক করিতে লাগিল। সাহেব পুনঃ২ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে আপনার পরিচয় দিল না। পরে অপরিচিত লোকদের এমন অনপেক্ষিত উপকার করণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সরল মনে এই উত্তর দিল, আপনি যাহার দাস, সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমি প্রেম করি, আর তাঁহার নামে আপনাকে এক বাটি শীতল জল দেওয়া আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই অসভ্য স্থানে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার যত আনন্দ হইল, তাহা ব্যক্ত করা আমার অসাধ্য। পরে সে যে খ্রীষ্টিয়ানী, ইহা প্রকাশ পাইলে সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অঞ্চলে অন্য কোন খ্রীষ্টিয়ান লোক নাই; অতএব তুমি কেমন করিয়া মনের মধ্যে ধর্ম্মরূপ প্রদীপ উজ্জ্বল রাখিয়া থাক? ইহা শুনিয়া সে বক্ষঃস্থলহইতে একখান ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ বাহির করিয়া কহিল, বাল্য-

কালে আমি এক জন মিশনরি সাহেবের স্থাপিত পাঠ-শালায় যাইতাম; সেই স্থানে এই পুস্তকখানি পাইয়া-ছিলাম। কিছু কাল পরে আমার পিতা মাতা আমাকে এই দূরবর্ত্তি অঞ্চলে আনাইল; তদবধি আমি অবকাশ ক্রমে এই পুস্তক পাঠ করিয়া থাকি। ইহা আমার তৈল-পাত্র, ইহাতেই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল থাকে। ইহা আমার পক্ষে জলের উনুইস্বরূপ, ইহাতে আমার মন আপ্যায়িত হয়। পরে তাহার সহিত আরও কিঞ্চিৎ কথোপকথন ও প্রার্থনা হইলে পরে সে ঘরে চলিয়া গেল, এবং সাহেব ও তাঁহার দাস তাম্বুতে আপন বৃহৎ শকটের নিকটে নির্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করিলেন।

৫। এক জন হাপ্সি দাসীর বিবরণ।

জামেকা উপদ্বীপনিবাসি এক জন উপদেশক এই কথা বলেন. উক্তা স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন কালে আমি তাহা-কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কি ঈশ্বর-কে প্রেম কর? তাহাতে সে উত্তর করিল, হাঁ, তাঁহাকে যত প্রেম করি, তাহা কহিতে পারি না। পরে আমি বলিলাম, তুমি ঈশ্বরকে প্রেম কর কেন? সে উত্তর করিল, হে মহাশয়, আমি তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনি দীনহীনদিগকে ত্রাণ করিবার জন্যে আপনার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ঈশ্বর এই দুঃখি হাপ্-সির প্রতিও দয়া করেন; আর তিনি পাপি লোকের পাপ মোচন করেন। তিনি আমার অন্তঃকরণে প্রেম অর্পণ করিয়াছেন। পরে আমি বলিলাম, ভাল, তুমি কি

খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে প্রেম কর? ইহাতে সে বলিল, মহাশয় এমত কথা কেন বলেন? আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, তাহা তো পূর্ব্বে বলিয়াছি। তখন আমি কহিলাম, ইহাতে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর কিসে হইল? সে বলিল, আমি যে ভ্রাতাকে নিত্য দেখিতে পাই, তাহাকে যদি প্রেম না করি, তবে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রেম করিব? মহাশয় শুনুন; আমি পরমেশ্বরকে প্রেম করি, আর তিনি যাহাদিগকে প্রেম করেন, তাহাদিগকে আমিও প্রেম করি।

---

১০ অধ্যায়।

ঈশ্বরেতে নির্ভর এবং তাঁহার ইচ্ছাতে সন্তোষ।

১। কেণ্টরিং নগরবাসি এক জন খ্রীষ্টিয়ানের কথা।

এই নগরবাসি দুই জন ধার্ম্মিক লোকের অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন অল্প কালে অতিশয় ধনবান হইয়া উঠিলেন। তাহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আপন ধনি বন্ধুর নিমিত্তে ভাবিত হইলেন, পাছে ধনের মায়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ মুগ্ধ হয়; এই জন্যে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ধন কি তোমার পক্ষে ফাঁদস্বরূপ নয়? তাহাতে তিনি কিছু কাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন, আমার এমত বোধ হয় না, কেননা আমি সকল বস্তুতেই পরমেশ্বরকে ভোগ করি। তা-

হার অল্প বৎসর পরে তাঁহার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তাঁহার সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ নষ্ট হইল, তাহাতে তিনি এক প্রকার দুর্গত হইলেন। তখন তাঁহার বন্ধু এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, তোমার ধনহীনতা কি তোমাকে অতিশয় দুঃখিত করে না? ইহাতে তিনি কিছু কাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন, আমার এমত বোধ হয় না, কেননা এখন পরমেশ্বরেতে সকল বস্তু ভোগ করি।

২। এক জন ক্লিষ্ট হাপ্সির বিবরণ।

রাবর্ট নামক এক জন হাপ্সি ইক্ষুর রস পাক করিত; তাহাতে বোধ হয় এক দিন কর্ম্ম করিবার সময়ে এক ফোঁটা তপ্ত রস তাহার হস্তে পড়িল। যাহা হউক, সে তদবধি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্লেশ পাইল, কেননা সেই স্থানে ক্ষত জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে অঙ্গুলি সকল গলিয়া পড়িল। পরে ক্রমে২ ঐ ব্যাধি মস্তকে উঠিলে তাহার চক্ষুদ্বয় ও মাথার খুলির কোন২ খণ্ড খসিয়া পড়িতে লাগিল। এবং উক্ত পীড়া প্রযুক্ত তাহার পাও গলিয়া পড়িল। এমত ভয়ানক অবস্থায় সে ধৈর্য্য হইয়া বলিত, যেখানে মৃত্যু ও দুঃখ ও যাতনা নাই, এমত স্থানে যাইতে আমার ভরসা আছে। যে উপদেশক তাহাকে দেখিতে যাইতেন, তিনি বলেন, যখন শেষ বার তাহার ঘরে গেলাম, তখন দুর্গন্ধ প্রযুক্ত তাহার নিকটস্থ হইতে না পারাতে দ্বারের মধ্যে থাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিলাম ও

প্রার্থনা করিলাম। তুমি কেমন আছ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, আমি প্রভুর নিরূপিত সময় অপেক্ষা করিতেছি, তিনি ডাকিবামাত্র যাইব। দেখুন, আমার দুই চক্ষু ও দুই হাত ও দুই পা গিয়াছে। অত-এব আমার শরীরের কি আছে? হে মহাশয়, কখন ২ বেদনা আমার অসহ্য বোধ হয়; এমত সময়ে ঈশ্বর-সমীপে কাকুতি করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি। মরণকাল উপস্থিত হইলে সে নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে বিশেষতঃ আপনার স্ত্রীকে ঈশ্বরের সেবা করিতে আদেশ করিল; পরে শান্ত মনে প্রাণ ত্যাগ করিল। তৎকালে যদ্যপি হাপ্নি লোকদের মধ্যে অনেকে বিবাহরূপ বন্ধন মানিত না, তথাপি সেই স্ত্রী বিশ্বস্তা হইয়া পীড়িত স্বামির অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সেবা করিল।

৩। এক দুঃখিনী মাতার বিবরণ।

আমেরিকা দেশের কোন ধনি লোক প্রথমে সাংসা-রিক সুখে মগ্ন ছিলেন, পরে তাঁহার মন এই রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার একটি অদ্বিতীয়া প্রিয়তমা কন্যা ছিল; সে পীড়াগ্রস্তা হইয়া অল্প কাল পরে মরিল। পিতা কেবল ঐ কন্যাতে মনোনিবেশ করিতেন, আর ঐ কন্যার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া শোকে প্রায় উন্মনা হইলেন, এবং সত্য ধর্ম্ম বিহীন হওয়াতে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকেও অভিশাপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার ভার্য্যা কন্যার পাছতলায় দণ্ডায়মান হইয়া সজল নয়নে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া

কহিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছামত হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছামত হউক। এই কথা শ্রবণমাত্রই তাঁহার রাগান্বিত স্বামী কন্যার দিগ্‌হইতে ফিরিয়া আপন স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাঁহাকে নির্দ্দয় মাতা জানিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক প্রহার করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সেনাপতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের পারদর্শী প্রযুক্ত পাণ্ডিত্যের শ্লাঘা করিতেন; এই জন্যে ক্রমে২ তাঁহার রাগের শমতা হইলে শোকের সময়েও বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই দুর্ঘটনাতে আমার সাহস ও জ্ঞান নিষ্ফল। এই রূপ বিবেচনা করাতে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং আপন অধৈর্য্যতার সহিত ভার্য্যার ধৈর্য্য তুলনা করিয়া কহিলেন, এ বড় আশ্চর্য্য, আমি এক জন পুরুষ ও সেনাপতি, এবং বিপদের সময়ে আমার সান্ত্বনাদায়ক জ্ঞান আছে, ইহা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, তথাপি এই শোকের সময়ে তুচ্ছনীয় নৈরাশ্য প্রকাশ করিলাম। কিন্তু আমার যে দুর্ব্বলা ভার্য্যা কন্যার প্রতি অতিশয় স্নেহবতী, এই শোকের সময়ে কেবল তিনি ধৈর্য্যযুক্ত জ্ঞান প্রকাশ করিলেন; আমি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চাহি। তাহাতে তাঁহার মন তাঁহাকে কহিতে লাগিল, ইহার কারণ এই যে তোমার স্ত্রী খ্রীষ্টের আশ্রিত লোক, কিন্তু তুমি তাঁহার আশ্রিত লোক নহ। এই রূপ ভাবিতে২ তাঁহার মনের নূতন ভাব জন্মিল, অর্থাৎ পূর্ব্বে তিনি যে ধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদবধি তাহার গুণ বুঝিয়া মনের মধ্যে তাহা গ্রাহ্য করিলেন।

৪। ধার্ম্মিক মোরেবিয়ান লোকদিগের কথা।

পূর্ব্বকালে ওষ্ট্রিয়া রাজ্যের অধীন কোন২ অঞ্চলে, বিশেষতঃ মোরেবিয়া দেশে সত্য ধর্ম্মে অনুরক্ত অনেক লোক বাস করিত, কিন্তু রোমাণ কাথলিক মতাবলম্বি রাজগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাদের অধিকাংশ বিদেশে প্রবাস করিতে গিয়াছে। ন্যূনাধিক এক শত বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত জান ওএস্‌লি সাহেব ইংলণ্ড দেশহইতে জর্জিয়া দেশে গমন করিলেন। যে জাহাজে তিনি ছিলেন, সেই জাহাজে কতক গুলিন মোরেবিয়ান লোক ছিল। পথের মধ্যে বৃহৎ তুফান উপস্থিত হওয়াতে তিনি মৃত্যুভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন যে এখন মরিলে পরকালে আমার অমঙ্গল হইবে, এবং ঐ মোরেবিয়ান লোকদের মনের স্থিরতা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। ফলতঃ ঐ সকল ধার্ম্মিক লোক গান করিতেছিল, ইতিমধ্যে একটা বৃহৎ ঢেউ আসিয়া জাহাজের প্রধান পাইল ছিঁড়িয়া দুই পুলের মধ্যবর্ত্তি তাহাদের বসিবার স্থান পূর্ণ করিল; তাহাতে জাহাজস্থ ইংরাজ লোকেরা অতিশয় ভীত হইলেও ঐ মোরেবিয়ান লোকেরা গান করিতে নিবৃত্ত হইল না। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ওএস্‌লি সাহেব দুই এক দিন পরে তাহাদের এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কি ভয় হইল না? সে বলিল, না, ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা সুস্থির ছিলাম। পরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের স্ত্রীলোক ও বালকদের কি ভয় হইল

না? তাহাতে সে বলিল, আমাদের স্ত্রীলোক ও বালক-গণ মরিবার ভয় করে না। এই কথা শ্রবণে ওএস্লি সাহেব চমৎকৃত হইয়া তাহাদের সহিত আরো অনেক বার আলাপ করিলেন।

৫। এক তাড়িতা স্ত্রীর বিবরণ।

খ্রীস্টিয়ান মণ্ডলী সংস্থাপনের কিছু কাল পরে একটি স্ত্রী খ্রীস্টধর্ম্মাবলম্বন প্রযুক্ত দেবপূজক দেশাধ্যক্ষের আজ্ঞানুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ণগর্ব্ভা থাকাতে মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে প্রসববেদনাগ্রস্তা হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাহাতে কারারক্ষক তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিল, আজি তুই যদি এমন চীৎকার করিস্, তবে কাল কেমন করিয়া প্রাণদণ্ড সহ্য করিবি? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, অদ্য আমি সাধারণ দুঃখ পাইতেছি, এই জন্যে পরমেশ্বর আমার কেবল সাধারণ সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু কল্য অসাধারণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এই জন্যে অসাধারণ সাহায্য পাইবার অপেক্ষাতে আছি। আর তাঁহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল, অর্থাৎ সময়ানুসারে তোমার শক্তি হইবে, এই শাস্ত্রীয় বচন তাঁহার পক্ষে সফল হইল।

৬। যোনাথন।

ইংলণ্ড দেশস্থ ইয়র্ক জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে যোনাথন নামক এক জন সরল ধার্ম্মিক কৃষক লোক বাস করিত। সে নির্ধন এবং পীড়াপ্রযুক্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল, তথাপি

অল্প বেতনে স্ত্রী ও তিনটি পুত্রের প্রতিপালন করিত। সে ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হওয়াতে আপনার ও পরিজনগণের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতে যত্নবান ছিল। এক দিন শস্য ছেদনের সময়ে সে শস্যের গাদার উপরহইতে পড়িয়া যাওয়াতে পা মুচড়িয়া গেল; সুতরাং অনেক দিনাবধি তাহাকে শয্যায় পড়িয়া থাকিতে হইল; তাহাতে সে কর্ম্ম করিতে না পারাতে তাহার পরিবারবর্গের অতিশয় ক্লেশ হইল। একদা তাহার স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহার নিকটে আইলে যোনাথন বলিল, কি হইল? সে উত্তর করিল, বালকেরা ক্ষুধাতে কাঁদিতেছে, আর তাহাদিগকে দি, এমন কোন খাদ্য দ্রব্য আমার কাছে নাই। ইহাতে যোনাথন বলিল, ঈশ্বরেতে তোমার বিশ্বাস আছে কি না? এবং তাঁহার বাক্যে তোমার প্রত্যয় হয় কি না? শুন; নিত্য২ তোমাকে খাদ্য দত্ত হইবে, ও তোমার জলের অভাব হইবে না, এই কথা কি ধর্ম্মপুস্তকে লেখা নাই? তুমি এখন এই শয্যার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, এবং তোমার সন্তানদের অবস্থার বিষয় তাঁহার নিকটে নিবেদন কর, অর্থাৎ তাহাদের কিছুই খাদ্য নাই, এবং খাদ্য ক্রয় করিবার জন্যে ঘরে এক কড়া কড়িও নাই, এই নিবেদন কর। আর আমিও তদ্রূপ প্রার্থনা করিব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে আমাদের প্রার্থনা সফল হইতে পারে, কেননা তিনি প্রার্থনাশ্রবণকারি ঈশ্বর।

অনন্তর যোনাথন ও তাহার স্ত্রী ঈশ্বরসমীপে শাস্ত্রীয়

প্রতিজ্ঞা উল্লেখ করত একান্ত প্রার্থনা করিল, পরে উত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষায় রহিল। কিছু কাল পরে নিকট-বর্ত্তি কোন ধনি প্রতিবাসির এক জন দাসী একখান রুটী লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। যোনাথনের স্ত্রী ঐ রুটী পাইবামাত্র পতিসমীপে দৌড়িয়া গিয়া বলিল, এই দেখ, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনিলেন। তাহাতে তাহার স্বামী কহিল, ঐ রুটী খাইবার অগ্রে হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত। পরে তাহারা তদনুসারে ধন্যবাদ করিয়া আনন্দিত মনে সকলে আহার করিতে লাগিল। তাহার দুই তিন দণ্ড পরে অন্য এক দাসী তাহাদের জন্যে কিছু মাংস আনিয়া দিল। ইহা শ্রবণমাত্রে যোনাথন আপনার স্ত্রীকে এই কথা বলিল, হে প্রিয়ে, দেখ, পরমেশ্বর আপন বাক্যে স্থিরতর আছেন, অর্থাৎ তিনি রুটী দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তদ্ব্যতিরেকে মাংসও দিলেন; অতএব আইস, আমরা পুনর্ব্বার হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ করি।

এই বৃত্তান্তহইতে যে২ শিক্ষা লাভ হয়, তাহার মধ্যে তিনটি কথা প্রধান। প্রথম এই যে আমরা নিতান্ত ঈশ্বরের হস্তগত আছি, অতএব তাঁহাকে ভয় ও সমাদর ও সেবা করা আমাদের উচিত। বিশেষ২ সময়ে সকলের প্রতি দুঃখ ও ক্লেশ ঘটে, অতএব তাহা সহ্য করণের জন্যে প্রস্তুত হওয়া আমাদের উচিত। ঈশ্বর ব্যতি-রেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের যোগ্য অন্য বন্ধু কেহ নাই, এই জন্যে আইস, আমরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করি, তা-হাতে আমাদের মঙ্গল হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। প্রার্থনার গুণ ও সফলতার প্রতি মনোযোগ করা আমাদের উচিত। ধর্ম্মপুস্তকে প্রার্থনার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রাথনা করণে আমাদের আশ্বাসজনক অনেক কথা লিখিত আছে। যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে প্রাণধারণ হয় না, তেমনি প্রার্থনা ব্যতিরেকে সত্য ধর্ম্ম হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ। পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলে তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অমনোযোগী হওয়াতে অনেক লোক আপনাদের ক্ষতি আপনারা জন্মায়।

উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির বিষয়ে আর একটি কথা লিখি। তাহার এক জন ধনবান জ্ঞাতি তিন চারি ক্রোশ দূরে বাস করিতেন; যোনাথন কখন২ তাঁহাকে দেখিতে যাইত। এক দিন কোন ধর্ম্মসভার উপলক্ষে ঐ স্থানে গমন হওয়াতে ঐ ধর্ম্মসভা সমাপ্ত হইলে পরে সে উক্ত ধনবান জ্ঞাতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাটীতে গেলে তাহাকে তথায় ভোজন করিতে হইল। ভোজন কালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ধর্ম্মের বিষয়ে যোনাথনকে পরিহাস করিল। শেস ভোজনে মদ্যপানের ব্যবহার থাকাতে ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যোনাথনকে মত্ত করণের আশায় মদ্য পান করিতে উত্তেজনা করিল। তাহাতে সে তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া এক প্রকার কৌতুক ভাবে কহিল, যদি মদ্য পান না করিলে নয়, তবে এ বার আমি পশুর ন্যায় পান করিব। পরে সে আপনার ইচ্ছামতে অর্থাৎ অতি পরিমিত রূপে পান

করিয়া প্রস্থান করিতে উঠিতেছিল, ইহা দেখিয়া এক জন বলিল, এ কেমন? তুমি কি পশুর ন্যায় মদ খাইতে স্বীকার কর নাই? বোধ হয় তোমার মত ধার্ম্মিক লোকেরা যদ্যপি দিব্য না করে, তথাপি মিথ্যা কহিতে ভয় করে না। ইহা শুনিয়া যোনাথন উত্তর করিল; আমি তো মিথ্যা কথা কহি নাই। বিবেচনা করিয়া দেখ, পশু কত পান করে? তৃষ্ণা নিবারণার্থে যত আবশ্যক ততই পান করে; আমিও তত পান করিয়াছি। তোমরা সাবধান, পাছে অতিরিক্ত মদ্য পানদ্বারা পশু অপেক্ষা অধম হও।

৭। মেরী নাম্নী এক অন্ধা স্ত্রীর বিবরণ।

উক্ত মেরী শিশুকালে পাঠ করিতে শিখিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে অতি ভাল বাসিত; পরে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া ক্রমে২ সম্পূর্ণ রূপে অন্ধা হইল। যাহার যে বয়স হউক, অন্ধ হইলে দুঃখ বোধ হয়, কিন্তু তাহার যে কএকটি পুস্তক ছিল, ঐ যুবতী তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের উপায় জ্ঞান করিত; অতএব যৌবন কালে অন্ধ হওয়া উহার পক্ষে বড় বিপদ, সকল লোক এমন কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু মেরী ধর্ম্মপুস্তকহইতে এই শিক্ষা পাইয়াছিল, যে ঈশ্বর আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে কখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ দেন না; আর ঈশ্বর আমার পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যে ইহা করিলেন, এই রূপ ভরসাতে সে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল।

এক দিন সে এক জন মান্য স্ত্রী লোককে কহিল, অনেক লোক আমার বিষয়ে বিলাপ করিয়া বলে, অন্ধ হওয়া বড় দুঃখের বিষয়; কিন্তু আমার এমন বোধ হয় না। কি জানি, অন্ধ না হইলে আমি অহঙ্কারিণী হইতাম; কারণ আমি পাঠ করিতে বড় ভাল বাসি, তাহাতে বোধ হয়, আপন বিদ্যার বিষয়ে অভিমান করিতাম। ঈশ্বর দয়া পূর্ব্বক আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থে আমাকে পাঠ করণে অক্ষম করিয়াছেন। আমাকে কোন প্রকার ক্লেশ দিলে আমার পক্ষে ভাল হইবে. ইহা ঈশ্বর জ্ঞাত ছিলেন, এই জন্যে তিনি আমাকে অন্ধ করিলেন। আমার নম্রতাবর্দ্ধক উপায় নিরূপণ করণের ভার আমাকে দত্ত হয় নাই, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট আছি. কারণ আমি এই উপায় কখন নিরূপণ করিতাম না, এবং এই রূপ ক্লেশ সহ্য করিতে চাহিতাম না। সে আরো বলিল. এই অন্ধতা আমাকে অনেক পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষা করে।

মেরী কাণা হইলেও অনেকানেক কর্ম্ম করিতে পারক হইয়াছিল। আর সে বলিল, ঘরের লোক আমার জন্যে অনেক ক্লেশ পায়, অতএব তাহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিলে আমার আনন্দ হয়। আর আমি যখন কোন প্রতিবাসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন সে বলে, ওগো মেরি, তুমি কি কিছু কাল এখানে থাকিতে পার? যদি পার, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্যে কিছু কর্ম্ম কর। আমার বিষয়ে মনোযোগ করিতে লোকেরা কিছু ক্লেশ পায়; কিন্তু আমি তাহাদের বস্ত্র ও শাকাদি ধৌত

করিতে পারি, এবং অন্য কর্ম্ম না থাকিলে ছেলে-দিগকে দোলা দিতে পারি। আর আমি সিলাই করিতে শিখিয়াছি, ও আপনার কোন২ বস্ত্র সিলাই করিয়া থাকি। সূচির ছিদ্রে সূত্র দেওয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত আমার অসাধ্য বোধ হইত; শেষে সূচির মস্তক জিহ্বাগ্রে লাগাইয়া, তাহার মধ্যে সূত্র প্রবেশ করে কি না, তাহা জিহ্বাদ্বারা টের পাইতে পারিলাম। বিশেষতঃ বালকদের জন্যে যে দস্তানা মেরী বুনিত, তাহা অতি উত্তম ও সুন্দর ছিল।

মেরীর স্বভাবে নম্রতা এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইত। এক জন প্রতিবাসী তাহাকে বলিয়াছিল, তোমার মত যদি আমি অন্ধ হইতাম, তবে কর্ম্ম করিতে অপারক হওয়াতে পাছে কোন দিন প্রতিপালনের উপায়হীন হই, এই আশঙ্কাতে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোদুঃখ হইত। তাহাতে মেরী বলিল, ইহাতে তোমার বড় ভুল হইয়াছে; সেই রূপ ভাবনা আমার মনে কখন হয় নাই। ঈশ্বর আমার জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইবেন, পূর্ব্বাবধি আমার এমত দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমার আবশ্যক হইলে পরমেশ্বর কত বার কোন২ বন্ধুদ্বারা আমার উপকার করিয়াছেন; অতএব তিনি সর্ব্বদা আমার প্রতি মনোযোগ করিবেন, এই বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। আর আমি কখন২ এই চিন্তা করিয়া থাকি, আমি দয়ার যোগ্য পাত্র নই, অতএব ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া কেন করিবেন? পরে আর বার ইহা মনে পড়ে, ইহার পূর্ব্বে

ঈশ্বর যেমন আমার যোগ্যতা ও আশা অপেক্ষা অধিক দিয়াছেন, তেমন ইহার পরেও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুরোধে দিবেন। আমি যে কিছু পাইয়া থাকি, তাহা ঈশ্বরের দয়াতে পাই। আর নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি শয্যায় পার্শ্ব ফিরাইতে পারি, ইহাও বড় দয়া জ্ঞান করি; কারণ অনেক পীড়িত লোক তাহাও করিতে পারে না।

এক দিন এক জন মান্য স্ত্রী লোক মেরীকে বলিল, মরণের বিষয়ে তোমার কি ভয় লাগে? সে উত্তর করিল, মরণ যন্ত্রণা বিষয়ে আমার কোন ভয় নাই, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে মরণার্থে প্রস্তুত হইব কি না, এ বিষয়ে ভাবিত আছি। আর এক জন তাহাকে জিজ্ঞাসিল, মৃত্যু উপস্থিত হইলে কি তোমার ভয় হইবে না? ইহাতে সে বলিল, তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ তৎকালে ঈশ্বর আমার মনকে শান্ত করিবেন কি না, তাহা এখন জানা যায় না। আর অদ্য মন সুস্থির হইলেও কল্য তাহার কি অবস্থা হইবে তাহার নিশ্চয় নাই। আমার দিন২ ঈশ্বরেতে নির্ভর করা উচিত। ঈশ্বরকে অবলম্বন করা অতি ধার্ম্মিক লোকেরও সর্ব্বদা আবশ্যক, তাহা না করিলে সে কোন মতে স্থির থাকিতে পারে না।

৮। বধির ও মূক বালকের বিষয়।

প্রায় এক শত বৎসরাবধি বধির ও বোবা বালকদিগকে জ্ঞান প্রদানের নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, এবং ইউরূপ ও আমেরিকা দেশের অনেক২ স্থানে তাহাদের

শিক্ষার্থে বিশেষ২ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রকার বালক ও বালিকারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক আশ্চর্য্য বোধ করে, কিন্তু বাস্তবিক সেই প্রকার বালকেরা বুদ্ধিহীন নয়, কেবল শ্রবণশক্তি বিহীন হওয়াতে কথা উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করে না। তাহাদিগকে অক্ষর সকল অবগত করণের ধারা এই, বিশেষ২ অক্ষরের চিহ্নরূপে বিশেষ২ অঙ্গুলির বিশেষ২ ইঙ্গিত ব্যবহার হয়, এবং বস্তু সকলের আদর্শ ও প্রতিমূর্ত্তি ও ছবি প্রভৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা বিশেষ২ বস্তুর নাম ও শব্দ সকলের অর্থ তাহাদিগকে বুঝান যায়। এই রূপে বধির বালকেরা গান ও বাদ্য বিষয়ক বিদ্যা ব্যতিরেকে অন্য সকল বিদ্যার পারদর্শী হইতে পারে; বিশেষতঃ অঙ্ক বিদ্যাতে অনেকে অতি তৎপর হইয়াছে।

অল্প বৎসর হইল এক জন সাহেব লণ্ডন নগরস্থ বোবা ও বধিরদের আলয় দেখিতে গিয়া তত্রস্থ বালকদের ধর্ম্ম-জ্ঞানবিষয়ে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি লিপিদ্বারা এক জন ক্ষুদ্র বালককে জিজ্ঞাসিলেন, কে এই জগতের সৃষ্টি করিলেন? তাহাতে সে খড়ি লইয়া সেই প্রশ্নের নীচে লিখিল, "আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" ঐ সাহেব পুনর্ব্বার লিখিলেন, যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন কেন? ইহাতে উক্ত বালক প্রসন্ন বদনে এই কথা লিখিল, যথা, "খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন, এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়।" পরে যাহাতে তাহার

মনের ভাব সুপ্রকাশ পাওয়ার সম্ভব হইল, এমত তৃতীয় প্রশ্ন লেখা গেল; যথা, আমার শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি আছে, তবে তুমি বোবা ও বধির হইয়া জন্মিলা কেন? ইহাতে সেই বালক ধৈর্য্যযুক্ত শোকসূচক বদনে এই কথা লিখিল, "হে পিতঃ, এই মত হউক, কারণ ইহা তোমার দৃষ্টিতে উত্তম।"

৯। একটি গ্রাম্য স্ত্রীলোকের বিবরণ।

খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্থাপনের অল্প কাল পরে কোন দেশে মড়ক হইলে দেবপূজকেরা ভয় হেতুক আপন২ পীড়িত জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে পলাইয়া গেল, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা ঐ রূপ না করিয়া স্বস্থানে থাকিয়া আপনাদের খ্রীষ্টিয়ান ও দেবপূজক প্রতিবাসিগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল।

অল্প বৎসর হইল ইংলণ্ড দেশের কোন গ্রামে অতিশয় মহামারী হইলে মরণ ভয় প্রযুক্ত চিকিৎসকগণ ব্যতিরেকে অন্য কেহ পীড়িত লোকদের নিকটে যাইতে সাহস করিল না। তাহাতে কে তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিবে? ঐ গ্রামে এক জন ধার্ম্মিকা স্ত্রী বাস করিত, তাহার ধর্ম্মাচরণ প্রযুক্ত প্রতিবাসি লোকেরা বার২ তাহাকে উপহাস করিয়াছিল। সেই স্ত্রী আপনার শিশুগণকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া পীড়িত লোকদের তত্ত্বাবধারণ করিতে স্থির করিল। তদনুসারে সে তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিল, এবং মৃতকল্পদিগকেও ত্যাগ করিল না, তথাপি

আপন সৎক্রিয়াতে দর্প করিল না। এক দিন মণ্ডলীর অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে অতি নম্রভাবে তাঁহাকে কহিল, হে মহাশয়, অনেক লোক আমাকে এই কর্ম্ম করিতে দেখিয়া নিজ বালকদের প্রতি নিশ্চিন্তা বলিয়া দোষ দেয়; আপনকার বিচার কি? এই পীড়িত লোকদের উপকারার্থে চেষ্টা না করিলে আমার মনের কোন সুখ হয় না। আর তাহাদের তত্ত্বাবধারণ কালে কখন২ আত্মার পরিত্রাণ বিষয়ে তাহাদের সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথনের অবকাশ হয়।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই রূপে দয়ার কর্ম্ম করিলে পরে সে আপনি ঐ সঞ্চারি রোগগ্রস্ত হইয়া বিস্তর ক্লেশ পাইল; আর যদ্যপি তাহার মৃত্যু হইল না, তথাপি ঐ রোগজন্য দুর্ব্বলতা থাকাতে তাহার সৌন্দর্য্য হ্রাস পাইল। এক দিন ঐ উপদেশক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সেই স্ত্রী স্বীয় দুঃখের কথা না কহিয়া কেবল এই বিষয়ে কাতরতা প্রকাশ করিল, যে সেই পীড়িত লোকদের মধ্যে কেহ২ মরণের পূর্ব্বে মন ফিরায় নাই।

ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহার স্বামি ও সন্তানগণকে উক্ত সঞ্চারি রোগাক্রান্ত হইতে দিলেন না। আর ঐ গ্রামস্থ যুবা ও যুবতী লোকদের মধ্যে ঐ স্ত্রীর আচার ব্যবহার ধর্ম্মের বৃদ্ধিজনক হইল। পরন্তু যাহারা তাহার ধর্ম্মের নিন্দা করিত, তাহারাও সেই ধর্ম্মের ফল উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

১০। লার্ড ক্রেবন।

ইহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরে মহামারীর সময়ে লার্ড ক্রেবন ভয়ে ঐ নগরহইতে পলাইয়া পল্লীগ্রামে যাইতে মনস্থ করিলেন। এই অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইলে তিনি আপনার ছয় ঘোড়ার গাড়ি আনাইয়া যখন তাহাতে উঠিতে বাটীর দ্বারের নিকটে যাইতেছিলেন, তখন দ্বারে উপস্থিত ভৃত্যগণের পরস্পর কথোপকথন শুনিলেন। তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অনবগত এক জন কাফ্রী ছিল, সে অন্য এক দাসকে বলিল, বোধ হয়, আমাদের প্রভুর দেবতা পল্লীগ্রামে থাকেন, সেই জন্যে তিনি মহামারীর ভয়ে এই নগর ত্যাগ করিয়া তথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। উক্ত কাফ্রির এই বাক্য প্রভুর কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহার চেতনা জন্মিল। তিনি মনে ২ কহিতে লাগিলেন, আমার ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন; পল্লীগ্রামে কি নগরে সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করিতে পারেন; অতএব আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকিব। ঐ দেবপূজক কাফ্রির মূর্খতা আমার পক্ষে জ্ঞানজনক হইল। তিনি আরো বলিলেন, হে প্রভো, আমার মনের চাঞ্চল্য এবং তোমাদ্বারা রক্ষা প্রাপ্তির বিষয়ে অবিশ্বাস ক্ষমা করুন। এই রূপ প্রার্থনার পরে তিনি আপন দাসগণকে বলিলেন, তোমরা ঘোড়া সকল খুলিয়া গাড়ি স্বস্থানে রাখ। তদবধি তিনি লণ্ডন নগরে থাকিয়া অনেক ২ পীড়িত লোকের উপকারী হইলেন, কিন্তু আপনি পীড়াগ্রস্ত হইলেন না।

১১। একটি হাপ্‌সী স্ত্রীর বিবরণ।

নিউ ইয়র্ক নগরের কোন এক পল্লী অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। সেই পল্লীর মধ্যে একটি হাপ্‌সী স্ত্রী বাস করিত; সে অর্দ্ধদগ্ধ পাঁচখান কাষ্ঠ ও একখান বৃহৎ ধর্ম্ম-পুস্তক হস্তে করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে এক সাহেব তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ওগো মা, তোমারও ঘর কি পুড়িয়া গিয়াছে? সে বলিল, হাঁ, মহাশয়, আমার ঘর পুড়িয়া গেল; কিন্তু পরমেশ্বর ধন্য, তিনি আমাকে বাঁচাইলেন। উক্ত সাহেব পুনশ্চ বলিলেন, তোমার অধিক বয়স হইয়াছে; এমত বৃদ্ধাবস্থায় আশ্রয়হীন হওয়া অতি দুঃখের বিষয়। ইহাতে সে স্ত্রী বলিল, আমি বড় বৃদ্ধা হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহা ঈশ্বরের কর্ম্ম; এই জগতে এক দিন এক জনের, ও অন্য দিন আর এক জনের পালা হয়। তৎপরে সাহেব বলিলেন, তুমি কি ঐ ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া আর কিছু রক্ষা কর নাই? সেই স্ত্রী বলিল, হাঁ, এক সিন্দুকের কোন২ দ্রব্য বাঁচিয়াছে, কিন্তু সেই সকল অপেক্ষা এই ধর্ম্ম-পুস্তক বহুমূল্য এবং আমার অধিক সুখজনক। ইহা যাবৎ আমার কাছে থাকে, তাবৎ আমি সন্তুষ্টা থাকিব।

১২। একটি খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীর বিবরণ।

এক জন কোন এক ধার্ম্মিকা স্ত্রীকে পীড়িতা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি বাঁচিতে চাও কি মরিতে চাও? ইহাতে সে উত্তর করিল, ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাতেই

সন্তুষ্টা হইব। পরে তাহার এক জন বন্ধু বলিল, পরমেশ্বর যদি ঐ দুয়ের মধ্যে একটা মনোনীত করণের ভার তোমার প্রতি সমর্পণ করেন, তবে তুমি কি করিবা? তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর করিল, এমন হইলে আমি সেই ভার পুনরায় তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিব।

---

১১ অধ্যায়।

পরকাল বিষয়ক প্রত্যাশা।

১। ডাক্তর ওয়াট্স।

এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি শেষ পীড়ার সময়ে এই কথা বলিলেন, ধন্য পরমেশ্বর, আমি ইহলোকে কি পরলোকে কোথায় নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইব, এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র ভাবিত না হইয়া প্রতি রাত্রি শয়ন করি। হে পাঠক, তুমি কি এই প্রকার বলিতে পার? তাহা নহিলে বুঝি খ্রীষ্টেতে অবিশ্বাস কিম্বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অবহেলন কিম্বা গোপনে পাপ সেবন প্রভৃতি কোন দোষ প্রযুক্ত তোমার মন তোমাকে দোষী করে, সুতরাং ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় হয়।

২। বিশপ বট্লর সাহেব।

এই মান্যবর সাহেব মৃত্যুশয্যায় পতিত হইলে আপনার পুরোহিতকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি যদ্যপি পাপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে সাধ্যমতে

যত্ন করিয়াছি. তথাপি পুনঃ২ দুর্ব্বলতাজন্য পাপ করণ প্রযুক্ত আমার মরিতে ভয় হইতেছে। ইহা শুনিয়া ঐ পুরোহিত বলিলেন, হে মহাশয়, বুঝি যীশু খ্রীষ্ট যে ত্রাণকর্ত্তা আছেন, ইহা আপনি ভুলিয়া থাকিবেন। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, সত্য, তিনি ত্রাণকর্ত্তা বটেন; কিন্তু তিনি যে আমারই ত্রাণকর্ত্তা, তাহা কি রূপে নিশ্চয় জানিব? পুরোহিত উত্তর করিলেন, হে মহাশয়, ধর্ম্ম-পুস্তকে ইহা লিখিত আছে; যথা, "যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না।" ইহা শুনিয়া বিশপ সাহেব কহিলেন, ইহা সত্য বটে; কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই, আমি শত২ বার ধর্ম্মপুস্তকের ঐ বচন পাঠ করিলেও কখন তাহার রসাস্বাদন পাই নাই, এই প্রথম বার পাইলাম; এই ক্ষণে আমি হৃষ্টচিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি।

৩। এক জন উপদেশকের বিষয়।

এই মান্যবর উপদেশক কোন এক সভায় বহুকাল নীরব থাকিলে পরে এক জন তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর করিলেন, আমার মন অনন্ত-কাল স্থায়ি সুখের বিবেচনাতে নিমগ্ন ছিল। তিনি আরো বলিলেন, হে আমার বন্ধুগণ, এই কথা বিবেচনা কর যে আমরা প্রভুর সঙ্গে অনন্তকাল থাকিব। আঃ! অনন্তকাল কি, তাহা গম্ভীর মনে আলোচনা কর।

৪। এক জন আমেরিকা দেশীয় উপদেশকের বিষয়।

ইহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা দেশীয় কোন উপদেশক এক দিন উপদেশ আরম্ভ করণ সময়ে তাহার মূলবচনরূপে দায়ূদের গীতহইতে উদ্ধৃত এই কথা পাঠ করিলেন, যথা, "তোমার হস্তে আমি আপন আত্মাকে সমর্পণ করি।" গীত ৩১; ৫। তাহা পাঠ করণানন্তর তিনি বলিলেন, এই বাক্যের ভাব উপযুক্ত রূপে প্রকাশ করণার্থে আমার নিজ কোন কথার প্রয়োজন নাই, কেননা অল্প দিন হইল খ্রীষ্টের এক জন বৃদ্ধ দাস মৃতকল্প হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম; তাঁহার প্রমুখাৎ তৎকালে যে২ কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা তোমাদিগকে জানাইব। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, হে মহাশয়, আমি দিন২ মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি, কিন্তু ক্রুশে হত দস্যুর ন্যায় আমিও ক্রুশে হত যীশু খ্রীষ্টের নিকটে দয়া প্রার্থনা করত মরিতে চাই। আমি কিছুরই মধ্যে গণ্য নই, ও আমার কিছুই নয় এবং ঈশ্বরের গ্রাহ্য কিছুই করিতে পারি না। ক্রুশে হত যে খ্রীষ্ট, তাঁহাতেই আমার দৃষ্টি ও ভরসা ও বিশ্বাস আছে। পূর্ব্বোক্ত দস্যুর ন্যায় আমিও আপনাকে দোষী জ্ঞান করি, কোন মতে দর্প করিতে পারি না; তথাপি তাহার ন্যায় আমিও কেবল প্রভুর অনুগ্রহেতে তাঁহার রাজ্যে স্থান পাইবার অপেক্ষাতে আছি। হে শ্রোতারা, তোমাদের কেমন বোধ হয়? "খ্রীষ্টের

সহিত আমি ক্রুশে হত হইয়াছি।” পৌল প্রেরিতের এই বাক্যদ্বারা কি মনের সেই ভাব প্রকাশ পায় না?

৫। এক জন বৃদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানের বিষয়।

উক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সপরিবারে অনেক বৎসরাবধি কুশলে কাল যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়ে এক জন বলে যে তিনি পীড়িত হইলে তাঁহাকে দেখিতে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরাবধি ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিয়া ধার্ম্মিক লোক-দের সহবাসী হইয়া পরমেশ্বরের সেবা করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র আমি বলিলাম, হে বন্ধো, বোধ হয় তুমি শীঘ্র পরলোকে গমন করিবা। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, আমি তাহা নিশ্চয় জানি, কিন্তু ঈশ্বর ধন্য হউন, আমার ভয় নাই। পরে আমি কহিলাম, বোধ হয়, তুমি নির্ভয়ে মৃত্যু অপেক্ষা করিতে পার। তিনি বলিলেন, হাঁ পারি। মরণ অতি ভয়ানক, ইহা সত্য বটে; কিন্তু আমার ত্রাণকর্ত্তা জীবৎ আছেন, তাহা আমি জানি। যাঁহাকে আমি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রেম করিয়া আসিতেছি, তিনি আমাকে এখন পরি-ত্যাগ করিবেন না। আমার পাপ সকল আমার স্মরণ হয়, কিন্তু প্রভু যীশুর অঙ্গীকার আমার মনের অব-লম্বনস্বরূপ।

পরে আমি কহিলাম, তোমার রোগ নিবারণ হইলে তোমার বন্ধুগণ সুখী হইতেন, তথাপি তোমার প্রাণ-ত্যাগ হইলে তোমার ভাবি মঙ্গল প্রযুক্ত তাঁহারা আন-

ন্দিত হইবেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে মহাশয়, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই উত্তম, ইহাতে আমার বন্ধুগণ দৃঢ় বিশ্বাস করুন। যদি আমরা ঈশ্বরেতে নির্ভর করিয়া সমস্ত অন্তঃকরণে তাঁহার সেবা করি, তবে তিনি তাবৎ ঘটনাদ্বারা আমাদের মঙ্গল জন্মাইবেন, এমত প্রত্যাশা আমার সন্তানদের মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিতে সর্ব্বদা আমার চেষ্টা ছিল, আর এমত প্রত্যাশা যে নিরর্থক নহে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপে জানি।

তাঁহার সন্তানেরা রোদন করত তাঁহার শয্যার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাহাদিগকে প্রিয় বাক্যদ্বারা এই বিনতি করিলেন, তোমরা এমত উত্তম ধর্ম্মে আর অমনোযোগী হইও না। কেবল সেই ধর্ম্ম-দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হইতে পারে। দেখ, সম্প্রতি মরণের অপেক্ষাতে তদ্দ্বারা আমার সান্ত্বনা জন্মে ও মন সুস্থির হয়। ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম, অনন্ত সুখভোগের বিষয়ে কি তোমার কোন সন্দেহ নাই? তিনি উত্তর করিলেন, হে মহাশয়, যদি কেবল আমার গুণ আলোচনা করিতাম, তবে অবশ্য ভয় করিতে হইত; কেননা অন্য সকল সময়াপেক্ষা এখন আমার পাপাবস্থা ভয়ানকরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু যিনি পাপি লোকদের নিমিত্তে এই জগতে আইলেন, আমি কেবল সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে ভরসা রাখি, ও তাঁহার হস্তে আপন আত্মাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে পরিত্রাণ পাইবার অপেক্ষায় আছি।

এই কথার পরে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইলে তিনি

ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারিলেন না। অবশেষে কহিলেন, আমি ভয় করি, পাছে অধৈর্য্য হইয়া পরমেশ্বরের অপমান জন্মাই। কিন্তু পরমেশ্বর এখন আমার সঙ্গে আছেন, এবং মৃত্যুচ্ছায়ারূপ স্থলী দিয়া গমন সময়েও আমার সঙ্গে থাকিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বাক্যের কিঞ্চিৎ পরেই তিনি শান্ত মনে পরলোকে গমন করিলেন।

৬। জর্জ মৈর।

এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাংসারিক লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু জীবনকালে যেমন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার ভক্তি, তদ্রূপ মরণকালে সত্য বিশ্বাসের মৃত্যুঞ্জয়ি গুণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত অতিশয় ব্যথাজনক রোগেতে ক্লিষ্ট হইলে পরে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইতে দেখিয়া বলিল, তোমার মুখের আকৃতিদ্বারা বোধ হয়, তোমার আয়ুর শেষ হইল। ইহা শুনিয়া তিনি পরীক্ষার্থে একখানি দর্পণ চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আপন মুখের বিবর্ণতা দেখিয়া দর্পণ ফিরিয়া দিয়া বলিলেন, মৃত্যু আমার শরীর অঙ্কিত করিয়াছে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট আমার আত্মাকে অঙ্কিত করিয়াছেন।

---

১২ অধ্যায়।

মরণকালে আনন্দ।

১। পলিকার্পের বিবরণ।

প্রাচীন কালে পলিকার্প স্মির্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যৌবন কালে যোহন প্রেরিতের এক জন শিষ্য ছিলেন, এবং যে সময়ে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়েতে লিখিত পত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে রচিত হইল, সেই সময়ে তিনি স্মির্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে খ্রীষ্টীয় ১৬৮ শালে উক্ত নগরে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের প্রতি ভয়নাক দৌরাত্ম্য ও তাড়না ঘটিল। তৎকালে পলিকার্পের বন্ধুরা তাঁহাকে গোপনে রাখিবার নিমিত্তে নিকটবর্ত্তি কোন পল্লীগ্রামে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শত্রুগণ তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া তাঁহাকে নগরে লইয়া গেল। পরে বিচারক তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি পলিকার্প? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, আমি সেই বটি। ইহা শুনিয়া বিচারকর্ত্তা কহিলেন, তুমি বৃদ্ধ, অতএব আপনার প্রতি দয়া করিয়া কৈসর রাজার নাম লইয়া দিব্য কর, এবং অনুতাপ করিয়া আমাদের ন্যায় বল, বৈধর্ম্মিদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানদিগের) সংহার হউক। ইহা শুনিয়া পলিকার্প সমাগত দেবপূজক জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হস্ত বিস্তার করত কহিলেন, বৈধর্ম্মিদের সংহার হউক। তাহাতে বিচারক তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, কৈসর রাজার নাম লইয়া দিব্য কর,

এবং খ্রীষ্টকে নিন্দা কর, তাহাতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। পলিকার্প উত্তর করিলেন, ছেয়াশী বৎসর পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছি; তিনি কখন আমার অপকার করেন নাই; অতএব আমি কি প্রকারে আমার ত্রাণকর্ত্তা রাজাকে নিন্দা করিতে পারি?

ইহাতে বিচারক পলিকার্পের প্রাণ রক্ষার্থে অনেক প্ররোচনার কথা কহিলেও সকল নিষ্ফল দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্যে কতিপয় বন্য পশু প্রস্তুত আছে; অনুতাপ না করিলে তাহাদিগকে আনাইয়া তাহাদের মধ্যে তোমাকে নিক্ষেপ করিব। পলিকার্প অনুদ্বিগ্ন হইয়া উত্তর করিলেন, ভাল, আপনি সে রূপ আজ্ঞা করুন। এই প্রকার নির্ভয়তা দেখিয়া বিচারক আর বার তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, আমি অগ্নি সংযোগদ্বারা তোমার দুঃসাহস দমন করিব। তাহাতে পলিকার্প প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি আমাকে যে অগ্নির ভয় দেখাইতেছ তাহা চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু চির প্রজ্বলিত যে নরকানল পাপিদের জন্যে সঞ্চিত আছে, তাহার ভয়ানকতা তুমি জান না। কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি মরণ স্থানে আনীত হইয়া শূলে বদ্ধ হইলে রাগান্ধ জনতা চারি দিগ্‌হইতে কাষ্ঠ আনিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিল। তাহাতে তিনি অগ্নিমধ্যে প্রভুর উদ্দেশে এই প্রার্থনা করিলেন, যথা; হে আমাদের ধন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, হে সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর, আপনকার বিশ্বস্ত সাক্ষী করিয়া আমাকে অদ্য মৃত্যুভোগ করণের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করিলেন, তন্নিমিত্তে আপনকার ধন্য-

বাদ করিতেছি। হে পিতঃ, আপনকার অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের অনন্তজীবী মহাযাজক যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি আপনকার প্রশংসা করিতেছি। তাঁহাদ্বারা এবং তাঁহার সহিত পবিত্র আত্মাতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আপনকার মহিমা হউক। আমেন।

২। পর্পেতুয়া নাম্নী স্ত্রীর মরণ বৃত্তান্ত।

খ্রীষ্টীয় ২০০ শালে আফ্রিকা দ্বীপস্থ কার্থেজ নামক নগরে পর্পেতুয়া নাম্নী এক যুবতী স্ত্রী বাস করিতেন, তিনি অতি মান্যকুলোদ্ভবা ও ধনবতী ও জ্ঞানবিশিষ্টা। সেই সময়ে ঐ দেশের অধিকাংশ লোক দেবপূজক ছিল, কিন্তু অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল। ঐ পর্পেতুয়া দেবপূজা ত্যাগ করিয়া মনের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ্তাইজিত * হন নাই। তাঁহার মাতা প্রভৃতি কএক জন জ্ঞাতির সেই রূপ অবস্থা ছিল, কিন্তু তাঁহার পিতা তখনও দেবপূজক ছিলেন। সেই সময়ে তথাকার খ্রীষ্টিয়ান লোকদের প্রতি অতি ভয়ানক তাড়নার উপক্রম হইলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, তুমি বল, আমি খ্রীষ্টিয়ানী নহি। পর্পেতুয়া আপনার সম্মুখে স্থিত ঘটি দেখাইয়া বলিলেন, হে পিতঃ, এই ঘটি দেখুন, ইহাকে আমি ঘটি ব্যতিরেকে আর কি বলিতে পারি? এখন আমাকে দেখুন, আমি খ্রীষ্টিয়ানী আছি ও খ্রীষ্টিয়ানী থাকিব,

* বাপ্তাইজিত। কেহ২ বলে এই শব্দের অর্থ কেবল অবগাহিত; আর কেহ২ বলে, ইহার অর্থ স্নাত কিম্বা ছিটান।

অতএব আপনাকে খ্রীষ্টিয়ানী ব্যতিরেকে আর কি বলিতে পারি? ইহা শুনিয়া পিতা প্রীতিবাক্য ও সাধ্যসাধনা ও ভর্ৎসনাদ্বারা কোন মতে তাঁহাকে চঞ্চল করিতে আত্যন্তিক যত্ন করিলেন; কিন্তু সেই যুবতীর মন নিশ্চল থাকিল, আর অল্প দিন পরে তিনি বাপ্তিস্মদ্বারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে তিনি পরমেশ্বরের নিকটে বর রূপে কেবল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করিলেন; আর সেই বর তাঁহাকে দত্ত হইল।

কিছু কাল পরে পর্পেতুয়া ধরা পড়িয়া তিন জন মান্য যুবার ও ফেলীসিতা নাম্নী আপনার আত্মীয়া যুবতীর সমভিব্যাহারে কারাগারে নীতা হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার বড় দুঃখ বোধ হইল। তাহার এক কারণ এই যে প্রথমজাত দুই কি তিন মাসের শিশু বিষয়ে তাঁহার বড় ভাবনা হইল! তিনি বলিলেন, কারাকূপে একত্রীকৃত জনতাজন্য গ্রীষ্ম ও সৈন্যদের দৌরাত্ম্য ও আমার শিশু বিষয়ক ভাবনা, এই সকলেতে আমার মন ক্ষুণ্ণ হইল এবং খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করিব কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল; কারণ আমি পূর্ব্বে কখন এমত অন্ধকারময় স্থানে রুদ্ধ হই নাই। আঃ! সেই দিন আমার অতিশয় ভয়ানক বোধ হইল।

অনন্তর নগরস্থ খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কোন মতে কারাগারের অধ্যক্ষকে বুঝাইলে তিনি চোর ও নরহত্যাকারি প্রভৃতি অতিঘৃণার্হ বন্দি সমূহহইতে খ্রীষ্টিয়ান বন্দিদিগকে পৃথক্ করিয়া কোন বিশেষ কারাগারে স্বতন্ত্র রাখিলেন; এবং পর্পেতুয়াকে তিন চারি দণ্ডের নিমিত্তে ঘরে যাই-

বার অনুমতি দিলেন; তাহাতে তিনি সেই স্থানে গিয়া আপন শিশুকে স্তন পান করাইলেন। অনন্তর শিশুকে কারাগারে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলে কারাধ্যক্ষ সম্মত হইলেন, তাহাতে সেই দুঃখিনীর পক্ষে কারাগার রাজবাটীস্বরূপ হইল। কোন২ খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ও ভগিনী তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিত, এবং এক বার তাঁহাদের সহিত প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিল। এতদ্ভিন্ন পবিত্র আত্মার গুণে তাঁহার মন সুস্থির ও আনন্দিত হইল।

যে দিনে তাঁহাদের প্রাণদণ্ড নিরূপিত ছিল, তাহার পূর্ব্বদিনে উক্ত ফেলীসিতা প্রসব হইলে কারারক্ষক তাঁহাকে কহিল, আজি তুই এত চীৎকার করিতেছিস, কল্য বন্য পশুদিগের সম্মুখে নিক্ষিপ্তা হইলে কি করিবি? তাহাতে সেই খ্রীষ্টিয়ানী উত্তর করিলেন, অদ্যকার এই দুঃখ আমার জন্যে, কিন্তু কল্য প্রভুর জন্যে দুঃখ সহ্য করিব; এই কারণ তিনি আমার সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার বিশেষ সাহায্য করিবেন।

বিচারকর্ত্তার সম্মুখে শেষ বার উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে পর্পেতুয়ার পিতা তাঁহার নিকটে গিয়া আর বার তাঁহাকে চঞ্চল করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎসে, আমার পাকা চুল দেখিয়া কৃপা কর; তোমার জন্মদাতাকে দয়া কর। আমি কি তোমার পিতৃরূপে বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নই? আমি জন্মাবধি এই যৌবনকাল পর্য্যন্ত তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি, এবং আমার সমস্ত পুত্র অপেক্ষা তোমাকে

অধিক প্রেম করিয়াছি; এখন বৃদ্ধাবস্থাতে আমাকে অপমানগ্রস্ত করিও না। আমরা সকলে যেন সর্ব্বনাশগ্রস্ত না হই, এই জন্যে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব কর। ইহা বলিয়া সেই ক্ষুণ্ণমনা পিতা আপন কন্যাকে প্রাণপ্রিয়তমা বলিয়া তাঁহার হস্তে চুম্বন করিলেন, এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া সাধ্যসাধনা করিলেন। পিতার এমত অধৈর্য্য দর্শনে পর্পে-তুয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন, কারণ যদ্যপি তাঁহার স্বর্গারোহণের অপেক্ষাতে অন্য সকল জ্ঞাতি আনন্দিত ছিলেন, তথাপি পিতা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস না করণ প্রযুক্ত নিরাশ ছিলেন। সেই পিতা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আপনাকে খ্রীষ্টিয়ানী বলিলে এই শিশুর ও জ্ঞাতিবর্গের ও তোমার যে দুর্দ্দশা হইবে, তাহা বিবেচনা কর। পর্পেতুয়া উত্তর করিলেন, হে পিতঃ, ভাবি ঘটনা আ-মাদের হইতে হয় না; তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে হয়। আমরা আপনাদের আপনারা নহি, পরমেশ্বরের হস্ত-গত আছি।

অনন্তর বিচারকর্ত্তা উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে বসিলে সহস্র২ লোক দর্শনের আকাঙ্ক্ষাতে বিচারস্থানে একত্র হইল। তাহাদের মধ্যে পর্পেতুয়ার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার শিশুকে হস্তে করিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমার এই শিশুর প্রতি দয়া কর। বিচারকর্ত্তা আপনি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৃদ্ধ পিতার ও বলহীন শিশুর প্রতি দয়া কর; কোন দেবতার উদ্দেশে এক বার বলি দান করিলে কিম্বা ধূপ জ্বালাইলে আমি তোমাকে মুক্তা করিব। পর্পেতুয়া কহিলেন, কোন মতে তাহা

করিতে পারি না। তখন বিচারকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তুমি কি খ্রীষ্টিয়ানী? তাহাতে চমৎকৃত জনতার সাক্ষাতে পর্পেতুয়া স্পষ্টরূপে আপনাকে খ্রীষ্টিয়ানী বলিয়া ত্রাণকর্ত্তার নাম স্বীকার করিলেন।

রোমীয় লোকদের নিষ্ঠুর স্বভাব প্রযুক্ত তাহাদের রাজ্যে এই রূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। কোন ২ দেবতার পর্ব্ব প্রভৃতি নানা সময়ে বন্য পশুদিগের কিম্বা ক্রীত দাসদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ, কিম্বা প্রাণদণ্ডে নিযুক্ত মনুষ্যদিগের সহিত বন্য পশুদের যুদ্ধ হইত। এমন ক্রীড়ার সময়ে যে নিম্নস্থিত মধ্যস্থলে যুদ্ধ হইত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে কিম্বা তিন পার্শ্বে সোপানাকৃতি আসনে সহস্র ২ মনুষ্য বসিয়া যুদ্ধ দেখিত। এই অভিপ্রায়ে কখন ২ অর্দ্ধ লক্ষের অধিক মনুষ্য একত্র হইত। বিচার-কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে পর্পেতুয়াকে ও তাঁহার সঙ্গি খ্রীষ্টি-য়ানদিগকে সেই প্রকারে বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। ক্রীড়া স্থানে নীত হওনের পূর্ব্বে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হইলে তাঁহারা তাৎকালিক খ্রীষ্টিয়ান লোকদের মধ্যে প্রচলিত প্রেমের ভোজ নামক রীতির নিয়মানুসারে আহার করিলেন, অর্থাৎ প্রার্থনা ও গান ও উপদেশাদি ধর্ম্মক্রিয়া সম্বলিত কথোপকথন পূর্ব্বক আহার করিলেন; এবং তৎকালে শত ২ দেবপূজক চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান থাকাতে ভাবি বিচারদিনের বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।

অনন্তর ক্রীড়াস্থানের নিকটে নীত হইলে তাঁহারা দেখিলেন সহস্র ২ লোক তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছে।

যুদ্ধস্থানে প্রবেশ করণ সময়ে ক্রীড়ার নায়কেরা তাঁহাদিগকে বিশেষ২ দেবদেবীর যাজক ও যাজিকার ব্যবহৃত রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা অসম্মত হইয়া কহিলেন, দেবপূজা যেন করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে আমরা মৃত্যু অবলম্বন করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি; তোমরা যে এই স্থানেও আমাদিদিগকে দেবপূজকের বেশ ধারণ করাইতে চাও, এ বড় অন্যায়। ইহা শুনিয়া নায়কেরা নিবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ তিন জন যুবা নির্ভয়ে যুদ্ধস্থানে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে সমাগত জনতার সম্মুখে মহাবিচার দিনের অপেক্ষাতে মনঃপরিবর্ত্তন করা আবশ্যক এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমাগত লোকেরা তাহাতে অতিশয় রাগোন্মত্ত হইলে ঐ যুবকেরা কাঁটাযুক্ত কশাতে প্রহারিত হইয়া চিত্র ব্যাঘ্র ও ভল্লুক ও বরাহের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতি ত্বরায় বিদীর্ণ হইলেন।

অনন্তর পর্পেতুয়া ও ফেলীসিতা বন্য গোরুর সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হওনের নিমিত্তে একটি জালে বদ্ধ হইলেন। ইহাতে প্রথমে তাঁহাদের বস্ত্র অপহৃত হইলে উলঙ্গতা প্রযুক্ত তাঁহাদের এমত লজ্জা বোধ হইল, যে চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা নির্দ্দয় হইলেও তাঁহাদের বস্ত্র ফিরাইয়া দিতে আজ্ঞা করিল। পরে অঙ্কুশদ্বারা উত্তেজিত গোরু মুক্ত হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে ঠেলিলে তাঁহারা উভয়ে ভূমিতে পড়িলেন। অনন্তর পর্পেতুয়া প্রথমে উঠিয়া বিদীর্ণ বস্ত্রেতে গাত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক ফেলীসিতার নিকটে গিয়া তাঁহাকেও উঠাইলেন।

পরে তাঁহারা গোরুর অপেক্ষাতে একত্র দাঁড়াইলে জনতা কিঞ্চিৎ দয়া করিল, এই জন্যে তাঁহারা কোন ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করণের অনুমতি পাইলে কোন ২ খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে ক্ষণেক কালের নিমিত্তে উপস্থিত হইলেন। পুনরায় তাঁহারা যুদ্ধস্থানে প্রবেশ করিলে নায়কদের আজ্ঞানুসারে কএক জন অস্ত্র-ধারি ক্রীত দাসদের প্রতি তাঁহাদিগকে বধ করণের ভার সমর্পিত হইল। তাহাতে ঐ দুই জন খ্রীষ্টিয়ানী পরস্পর চুম্বন পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিলে অবিলম্বে ক্রীত দাস-গণ অস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিল।

৩। এক জন হাপ্‌সির বিবরণ।

জামেকা উপদ্বীপস্থ এক জন উপদেশক পশ্চাল্লিখিত বিবরণ প্রকাশ করেন। অল্প দিন হইল আমি এখানকার মণ্ডলীর অংশি এক জন মৃতকল্প ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, এখন তোমার মনের ভাব কি প্রকার? এবং মৃত্যুর বিষয়ে তোমার কেমন বোধ হয়? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি শান্ত এবং মরিতে প্রস্তুত আছি। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, সাবধান, আপনাকে বঞ্চনা করিও না। তুমি অতি ঘৃণার্হ পাপী এবং ঈশ্বরের ও তাঁহার মণ্ডলীর সমীপে অতি অকর্ম্মণ্য লোক ছিলা। সাবধান, পাছে বালুকার উপর ভিত গাঁথিয়া থাক। এই কথাতে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিছু কাল নীরব থাকিল। পরে হঠাৎ ব্যগ্রতা পূর্ব্বক উঠিয়া বসিল, এবং আমাকে কহিল, হে মহাশয়, আমি

প্রবঞ্চক নহি, এবং আমার রক্তপাত বিষয়ে আপনি নির্দোষ। ইহাতে আমি বলিলাম, আমার কথা কেন বল? তোমার নিজ অবস্থা বিবেচনা কর, তোমার আয়ু শীঘ্র শেষ হইবে; অতএব ঈশ্বর যেন খ্রীষ্টের অনুরোধে তোমার পাপ ক্ষমা করেন, ইহার নিমিত্তে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর। এই সময়ে অনন্যমনা হইয়া যীশুর বিষয় চিন্তা কর; আর যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমের প্রমাণ না পাও, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে কাকুতি করিতে ক্লান্ত হইও না। ইহা বলিয়া আমি তাহার সহিত প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলাম। দুই এক দিন পরে এক জন আসিয়া আমাকে বলিল, ঐ ব্যক্তি মরিতেছে। আমি তাহা শুনিবামাত্র তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, তাহার স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ রোদন করিতেছে। সে আমাকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে উপদেশক মহাশয়, আমার বিষয়ে কিছু ভয় নাই; আমি ঘৃণার্হ পাপী বটি, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে বিস্মৃত হন নাই। আমি মৃতবৎ বটি, কিন্তু হে প্রভো, আপনকার জন্যে এবং সুসমাচারের জন্যে আপনকার ধন্যবাদ করি; শীঘ্র আসিয়া আমাকে আপনার কাছে গ্রহণ করুন। ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, এবং সেই দীনহীন হাপসী পরিত্রাণের অধিকারী হইয়া মরণকালেও উল্লাস করিতেছে, ইহা দেখিয়া মনে ২ কহিলাম, খ্রীষ্টধর্ম্মের এমত আশ্চর্য্য ফলের দর্শন পাওয়াতে দুর্গম্য মহাসাগর পার হওনের নিমিত্তে সম্পূর্ণ পুরস্কার পাইলাম।

৪। ডাক্তর জান লেলাণ্ড।

এই বিদ্বান লোক যাবজ্জীবন সুসমাচারের নিমিত্তে পরিশ্রম করণানন্তর মরণকালে কহিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সত্য তাহা মরণসময়েও স্বীকার করি। এই সময়ে সুসমাচারে লিখিত প্রতিজ্ঞার কথা আমার সান্ত্বনাদায়ক হইতেছে; আমি তদ্ভিন্ন অন্য সান্ত্বনা জানি না। আমি মরিতে ভয় করি না; কারণ আমার ত্রাণকর্ত্তা জীবৎ আছেন ইহা জানি; আর খ্রীষ্টের সুসমাচার আমাকে মরণভয়হইতে মুক্ত করিয়াছে।

৫। অকস্মাৎ মৃত্যু।

ন্যূনাধিক সত্তরি বৎসর হইল ইংলণ্ড দেশের কোন গ্রামে কএক জন ধর্ম্মোপদেশক একত্র হইয়া প্রার্থনা ও উপদেশাদিদ্বারা ধর্ম্মেতে আপনাদের উদ্‌যোগ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে তাঁহাদের মধ্যে তিন জন একত্র বসিয়া পারমার্থিক বিষয়ে কথোপকথন করিতে২ আয়ূব পুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২৩ পদে লিখিত বচনের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ইংরাজি তর্জ্জমাতে সেই বচন এই; যথা, "কশাঘাত হঠাৎ নষ্ট করিলে তিনি নির্দ্দোষের পরীক্ষাতে হাস্য করিবেন।" ইহার মীমাংসা করণ সময়ে সকলে অতি গম্ভীরমনা হইয়া একে২ আপন২ বিচার প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান সাহেব নামে এক জনের পালা হইলে তিনি কহিলেন, "আমার বোধ হয় ইহা ধার্ম্মিক লোকের

অকস্মাৎ মরণ বিষয়ক কথা। আঃ! ধার্ম্মিক লোকের অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে তাহার মন কেমন অনপেক্ষিত ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে মগ্ন হয়!" উক্ত সাহেব অশ্রুপূর্ণ লোচনে এই প্রকার কথা কহিতেছিলেন, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। কিছু কাল পরে ঐ উপদেশকেরা পুনরায় সভাস্থ হইলে তাঁহাদের মধ্যে এক জন উপদেশ করণের ভার পাইয়া নিম্ন লিখিত বচন বিষয়ে উপদেশ দিলেন; যথা, "তাহারা যাইতে২ কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুদ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিল।" ২ রাজাবলি ২: ১১।

হে পাঠকগণ, এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের প্রবোধ কথা শুন; যথা, "প্রভু আসিয়া যে দাসদিগকে জাগ্রৎ দেখিবেন তাহারাই ধন্য। আর দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আসিয়া যদি ঐ রূপ দেখেন, তবে সেই দাসেরাই ধন্য।"

সমাপ্ত।